

বাল্মীকিকৃত

# রা মা য় ণ

(গৌড়ীয়-পাঠ)

রামায়ণের নিম্নমাবলী—

১। রামায়ণের এক এক খণ্ড প্রতিমাসে বাহির হইবে।

২। প্রত্যেক খণ্ডে রয়েল আটপেজী আকারের অনূন ১০৪ পৃষ্ঠা থাকিবে।

৩। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, প্রয়োজনমত টিপ্পনী, বড় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল, লোকনাথ চক্রবর্তীর টীকা ও পাঠান্তর প্রতিখণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

৪। রামায়ণের প্রতিখণ্ডের মূল্য—সাধারণ সংস্করণ ১ টাকা, রাজসংস্করণ ২ টাকা, গ্রাহকগণের পক্ষে ভি. পি. খরচ লাগিবে না।

পত্র লিখিলেই গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া গ্রাহকের অভিপ্রায়ানুসারে রামায়ণ প্রেরিত হইবে।

চিঠিপত্র টাকাপয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কর্মসচিব—

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ,

৯০, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

---

‘মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ’ হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



THE CALCUTTA SANSKRIT SERIES

*Edited by*

NARENDRACHANDRA VEDANTATIRTHA, M. A.

No. 26

# VĀLMĪKI-RĀMĀYANAM

Vol. VI.

XXXI—xxxviii

Part XLV.

বালাীকীয়ং

## ৰামায়ণম্

( গোড়ীয়-পাঠঃ )

লোকনাথ-চক্ৰবৰ্ত্তিকৃত-টীকয়া টীকাস্তরসারভূয়িষ্ঠ-টিপ্পন্যা

বঙ্গানুবাদ-পাঠাস্তরাদিভিচ্চ সমলঙ্কৃতম্

পঞ্চচত্বারিংশ-খণ্ডম্

( যুদ্ধকাণ্ডে ৩১—৬৮ সর্গাঃ )

সাংখ্যতীর্থ-মীমাংসাতীর্থ-তত্ত্ববিশ্ব-শাস্ত্রি-

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ-এম্-এ-

ভট্টাচার্য্যেণ সংস্কৃতম্

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE, LTD.  
90, Lower Circular Road, Calcutta.

1939

# কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

১। **অঙ্গসূত্রশাক্তরত্নাশ্রু**—নয়টি টীকা ও সংস্কৃত ভূমিকা সহ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত। চতুঃস্থতী, দুই খণ্ড।  
মূল্য—১৫ টাকা।

২। **বাল্মীকি-রামায়ণ**—(বঙ্গাকরে মুদ্রিত) লোকনাথ চক্রবর্তীর টীকা, সম্পাদকীয় টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সহ—শ্রীঅমরেন্দ্র ঠাকুর, এম্-এ, পি-এ'চ'-ডি, বেদান্তশাস্ত্রী সম্পাদিত (৩০ খণ্ড)।

**বাল্মীকি-রামায়ণ**—৩০ খণ্ড (কিঙ্ককাকাণ্ড, বিংশ সর্গ) হইতে শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্-এ সম্পাদিত।  
(৪০ খণ্ড, বৃন্দাকাণ্ড, বয়সহ।) প্রতিখণ্ড মূল্য—১ টাকা।

৩। **কৌলভ্যাননির্ণয়**—(মৎস্যস্মরণাথ-গ্রন্থানভূত নোদ্ধতন্ত্র) ইংরাজী ভূমিকা ও টিপ্পনী সহ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি, এম্-এ, ডি-লিট সম্পাদিত।  
মূল্য—৬ টাকা।

৪। **বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী**—(সিদ্ধান্তলেশসিদ্ধান্ত) প্রকাশটীকা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভূমিকা, সংস্কৃত ও ইংরাজী টিপ্পনী, স্থচীপত্রাদি সহ—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্-এ সম্পাদিত।  
মূল্য—৪ টাকা।

৫। **অভিনয়দর্পণ**—(নন্দিকেশ্বরকৃত) ইংরাজী ভূমিকা, অনুবাদ, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্-এ, পি-এ'চ'-ডি, কাব্যাতীর্থ সম্পাদিত।  
মূল্য—৫ টাকা।

৬। **কাব্যপ্রকাশ**—মহেশ্বর গায়ালঙ্কারকৃত আদর্শটীকা, সংস্কৃত ভূমিকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ ও শ্রীউপেন্দ্রমোহন সাংখ্যাতীর্থ সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত।  
মূল্য—৮ টাকা।

৭। **মাতৃকাভেদতন্ত্র**—সংস্কৃত ভূমিকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত।  
মূল্য—২ টাকা।

৮। **সপ্তপদার্থী**—(ব্রাহ্ম-বৈশেষিক প্রকরণগ্রন্থ) মিতভাষিনী, পদার্থ-চন্দ্রিকা, বলভঙ্গ-সম্বর্ভ, জিনবর্দ্ধনটীকা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভূমিকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, ও শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত।  
মূল্য—৪ টাকা।

৯। **ন্যায়ামৃত ও অট্টদ্বতসিদ্ধি**—সাতটি টীকা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভূমিকা সহ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সাক্ষিবাদবিচার পর্য্যন্ত।  
মূল্য—১২ টাকা।

১০। **ডাকার্ণব**—(নোদ্ধতন্ত্র) ইংরাজী ভূমিকা, টিপ্পনী, স্থচীপত্র সহ—শ্রীনগেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী, এম্-এ, পি-এ'চ'-ডি সম্পাদিত।  
মূল্য—৫ টাকা।

১১। **অধ্যাত্মরামায়ণ**—নরোত্তম, গোপাল চক্রবর্তী ও রামবর্নকৃত টীকা, টিপ্পনী সহ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তরত্ন সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত। দুই খণ্ড।  
মূল্য—১২ টাকা।

নিৰ্ঘাণাদেব তে বীর চপলা হরিবাহিনী ।

নদতাং রাক্ষসানাঞ্চ শ্রেষ্ঠা নাদং দ্রবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

চপলা হুৰ্বিনীতাশ্চ চলচিত্তাশ্চ বানরাঃ ।

ঘোষণে তে ন সহিষ্যন্তি সিংহনাদমিব দ্বিপাঃ ॥ ১০ ॥

দেবতাং বানরেন্দ্রাণাং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।

অবশান্তে নিরালম্বঃ প্রহস্ত বশমেঘ্যতি ॥ ১১ ॥

আপং সংশয়িতা শ্রেয়ো ন তু নিঃসংশয়ং কৃতম্ ।

প্রতিলোমানুলোমঞ্চ যথা বা মন্তসে হিতম্ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। চপলাশ্চক্ষগা বলবন্তোহপি অবিনীতা যুদ্ধনীতিরহিতাঃ ।

১২। লো-টী। আপং সংশয়িতা সন্দিক্খাদি শ্রেয়ঃ শুভম্ । শ্রেয়ো মুক্তৌ শুভে ধর্ম্মে হিত-  
প্রশস্তে তু বাচ্যবদিতি কোষঃ । আপদংশে নিঃসংশয়ং নিঃসন্দিক্খং কৃতং কর্ম্ম ন শ্রেয়ঃ অতো যুদ্ধং  
কার্য্যং ন তু নিবর্তনং, যথা বা যচ্চ প্রতিলোমং প্রতিকূলম্ অহলোমম্ অহুকূলং তৎ মন্তসে তৎ হিতং  
ক্রহীতি শেষঃ । প্রতিলোমানুলোমেন ইতি পাঠে প্রতিলোমেন প্রতিকূলতয়া অহুলোমে-  
নানুকূলতয়া, শেষঃ সমানম্ । প্রতিলোমানুলোমান্যামিতি পাঠঃ কচিং । যথাক্রমিতি পাঠে যথাক্র-  
মুপায়ম্ । আপৎসু সংশয়ঃ শ্রেয়ঃ ইতি বা সংশয়ঃ জয়পরাজয়য়োঃ সন্দেহস্তদং যুক্তমিত্যর্থঃ, স  
এবাস্থ্য অশ্রয়ণীয়ঃ ময়া ন পুনঃ নিঃসংশয়ং কৃতং কর্ম্ম যুদ্ধনিবর্তনম্ ইত্যোত্মতং মম, অন্তঃ পূর্ব্ববৎ,  
ন তু নিঃসংশয়ঃ কৃত ইতি পাঠে যুদ্ধাদন্তরং মে হিতং চ পাঠে আপদংশে নিঃসন্দিক্খোহর্থঃ শ্রেয়ান্ কৃত  
ইতি পরেণাব্যয়ঃ । কবোহীতি কৃত্যন্ত ইন্দ্রাদীনাং পরাভবকর্ত্তৃম্ প্রতিলোমানুলোমান্যাম্  
হেতুভূতান্যাম্ যুদ্ধাদন্তং ন মে হিতং, তস্মাদ্ যুদ্ধমেব কার্য্যম্ ।

হে বীর, তোমার নির্গমনমাত্রেরই বানরবাহিনী চঞ্চল হইয়া উঠিবে এবং  
রাক্ষসদের গর্জ্জন শুনিয়া তাহারা পলায়ন করিবে ॥ ৯ ॥

হস্তী যেমন সিংহের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ চঞ্চল, হুৰ্বিনীত  
ও ক্ষুদ্রচেতা বানরগণ তোমার গর্জ্জন সহ্য করিতে পারিবে না ॥ ১০ ॥

প্রহস্ত, শ্রেষ্ঠ বানরগণ পলায়ন করিলে নিঃসহায় রাম অবশ হইয়া লক্ষ্মণের  
সহিত তোমার বশীভূত হইবে ॥ ১১ ॥

[ যুদ্ধে ] বিপদের সন্দেহ আছে, কিন্তু [ যুদ্ধ না করিলে ] কল্যাণ-লাভ

১। ছ 'রাক্ষসেন্দ্রাণাং'। ২। ছ 'বলবন্তাশ্চ'। ৩। ছ 'নোদং তে'। ৪। ছ 'বৃধ-'। ৫। ছ  
'নান্যাম্'। ৬। ছ 'যুদ্ধাদন্তরং মে হিতম্'।



রাবণেনৈবমুক্তস্ত প্রহস্তো রক্ষসাং বরঃ ।

রাক্ষসেন্দ্রমুবাচেদমস্বরেন্দ্রমিবোশনা ॥ ১৩ ॥

রাজন্ সংমন্ত্রিতং পূৰ্ব্বং মন্ত্রিভিঃ কুশলৈঃ সহ ।

বিবাদশ্চাপি সংবৃত্তঃ সমুপেত্য পরস্পরম্ ॥ ১৪ ॥

প্রদানেন তু সীতায়াঃ শ্রেয়ো ব্যবসিতং মম ।

অপ্রদানে পুনর্যুদ্ধং দৃষ্টমেতৎ তথৈব চ ॥ ১৫ ॥

সোহহং দানৈশ্চ মানৈশ্চ সততং পূজিতস্তয়া ।

সাতৈশ্চ স বিবিধৈ রাজন্ কিং ন কুর্য্যাং তব প্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-টা। উশনা শুক্রঃ।

১৪। লো-টা। ন মন্ত্রিতং স্বয়া, রাজন্ মন্ত্রিতপূৰ্ব্বং নঃ ইতি পাঠে যুদ্ধং মন্ত্রিতপূৰ্ব্বং পূৰ্ব্বং নোহস্মাভির্মন্ত্রিতং, সমুপেত্য পরস্পরং প্রাপ্য সমেক্ষ্য চেতি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টা। ব্যবস্থিতং নির্ণীতং মম ময়া।

১৬। লো-টা। সাতৈশ্চঃ প্রিয়বচনৈঃ।

নিশ্চিত নহে। অথবা ইহার প্রতিকূলে বা অনুকূলে যাহা তুমি হিতকর মনে কর [ বলিতে পার ] ॥ ১২ ॥

রাবণের এই কথায় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ প্রহস্ত অশ্বরাজের নিকট শুক্রাচার্য্যের ন্যায় বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্, নিপুণ মন্ত্রীদের সহিত পূৰ্বেই মন্ত্রণা করা হইয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে মতভেদও ঘটিয়াছে ॥ ১৪ ॥

আমি নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে সীতাকে প্রদান করাই ভাল, না করিলে যুদ্ধ সংঘটিত হইবে, সম্প্রতি তাহাই দেখা যাইতেছে ॥ ১৫ ॥

রাজন্, আপনি দান, মান ও প্রিয়বাক্যদ্বারা নিরন্তর আমার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি আপনার কোন প্রিয় কার্য্য না করিতে পারি ? ॥ ১৬ ॥

১। হ 'শনাঃ'। ২। হ 'মন্ত্রিতপূৰ্ব্বং নঃ কুশলৈর্মন্ত্রিভিঃ সহ'। ৩। হ 'প্রতিদানে তু'। ৪। হ 'তু'।

৫। হ 'প্রিয়ং তব'।

মদ্বাণাশনিবেগেন হতানাং তু রণাজিহ্নে ।

অথ তপ্যন্তু মাংসেন পক্ষিণঃ কাননৌকসাম্ ॥ ১৭ ॥

নু হি মে জীবিতং রক্ষ্যং পুত্রদারধনানি চ ।

সংপাশ্চ মাং জুহুযন্তুং ত্বদৰ্থে জীবিতং যুধি ॥ ১৮ ॥

এবমুক্তা তু ভর্তারং রাবণং বাহিনীপতিঃ ।

উবাচৈদং বলাধ্যক্ষং প্রহস্তঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

সমানয়স্ব মে ক্ষিপ্রং রাক্ষসানাং মহদ্বলম্ ।

অথ তাং নিহনিষ্যামি বেগেন মহতীং চমুম্ ॥ ২০ ॥

এবমুক্তঃ প্রহস্তেন বলাধ্যক্ষঃ কৃতত্বরঃ ।

বলমুদয়োজয়ামাস তস্মিন্ রাক্ষসমন্দিরে ॥ ২১ ॥

১৭। লো-টা। মদ্বাণা এবাশনয়ঃ বজ্রাস্তেষাং বেগেন।

১৮। লো-টা। জুহুযন্তুং হোতুমিচ্ছন্তম্।

অথ রণক্ষেত্রে আমার বজ্রতুল্য বাণদ্বারা নিহত বানরদের মাংসে পক্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করুক ॥ ১৭ ॥

[ আপনার জন্ত ] পুত্র, ভাৰ্য্যা, ধন এবং জীবন কিছুই আমার রক্ষণীয় নহে, দেখুন, আমি আপনার জন্ত যুদ্ধে জীবনকে আহুতি প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছি ॥ ১৮ ॥

সেনাপতি প্রহস্ত রাজা রাবণকে এইরূপ বলিয়া পুরোবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৯ ॥

শীঘ্রই আমার নিকট বিপুল রাক্ষসসৈন্য উপনীত কর, আজ আমি বেগে সেই বানর-বাহিনীকে নিহত করিব ॥ ২০ ॥

প্রহস্তের এই কথায় সৈন্যাধ্যক্ষ ত্বরান্বিত হইয়া সেই রাক্ষসভবনে সৈন্য সম্বলিত করিল ॥ ২১ ॥

সা বভূব মুহূর্তেন তিগ্মনানাবিধায়ুধৈঃ ।

লক্ষা রাক্ষসবীরৈস্তৈর্গজৈরিব সমাকুলা ॥ ২২ ॥

হুতাশনং তর্পয়তাং ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্তুতাম্ ।

হব্যগন্ধং প্রতিবহন্ সুরভির্মারুতো ববৌ ॥ ২৩ ॥

তর্পয়িত্বা তু তে হবৈবিধিবজ্জাতবেদসম্ ।

ব্রাহ্মণান্ স্তম্ভিবাচ্যাগ্রে সংগ্রামাভিমুখাঃ স্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥

তে অজো বিবিধাকারাঃ শিরোভিরভিমন্ত্রিতাঃ ।

সংগ্রামসজ্জাঃ সংহৃষ্টাঃ ধারয়ন্তো মহাবলাঃ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টা। তিগ্মৈস্তীক্ণৈর্নানায়ুধৈরাকুলে রাক্ষসবীরৈঃ। তিগ্মনানায়ুধবৈজরিতি পাঠে তিগ্মানি ভঙ্করাণি নানায়ুধানি ধ্বজাংশ্চ যেষাং তৈঃ।

২৩। লো-টা। নমস্তুতাং নমস্কর্ষতাং রক্ষসাং মধ্যে। অজ্যগন্ধবহঃ পুণ্য ইতি পাঠে পুণ্যো মনোরমঃ।

২৪। লো-টা। তস্মিন্ সময়ে, সংগ্রামায়াভবন্ স্থিতা ইতি বা পাঠঃ।

২৫। লো-টা। তে নিশাচরাঃ, অজ্ঞশ্চেতি বা পাঠঃ। সংগ্রামসজ্জাঃ সংগ্রামায় সজ্জাঃ সংভূতা রাজা প্রেষিতা ইত্যর্গঃ, সজ্জাঃ সন্নদাঃ কবচিনো বা। 'সজ্জাঃ সন্নদে সংভূতে দ্বিবি'তি কোষঃ। সংগ্রামমত্তা ইতি বা পাঠঃ। অজো ধারয়ন্তঃ পর্যাবারয়ন্তিত্যম্বয়ঃ।

সেই লঙ্কানগরী মুহূর্তমধ্যে নানাবিধ তীব্র অস্ত্রধারী হস্তীর হায়া বীর রাক্ষস-  
বৃন্দে সমাকীর্ণ হইল ॥ ২২ ॥

তাহারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল, ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিল,  
হব্যগন্ধ বহন করিয়া সুরভি বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

তাহারা যথাবিধি আহুতিদ্বারা অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়া এবং ব্রাহ্মণকে  
স্তুতিবাচন করাইয়া রণক্ষেত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

১। হ 'যুধাকু-?'। ২। হ 'আজা-।'। ৩। হ 'তস্মিন্ বিধি-।'। ৪। হ '-মারুতব-।'।  
৫। হ 'নিশাচরাঃ'।

ধনুর্হস্তাঃ কবচিনো বেগেনাপ্নুত্য রাক্ষসাঃ ।

রাবণং প্রেক্ষ্য রাজানং প্রহস্তং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২৬ ॥

অথামন্ত্রৈষ্য রাজানং ভেরীমাহত্য ভৈরবীম্ ।

আরুরোহ রথং দিব্যং প্রহস্তঃ সজ্যাকাম্মূকঃ ॥ ২৭ ॥

সর্বাযুধজয়োপেতং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্ ।

হ্যৈর্মনোজবৈযুক্তং সম্যক্ সূতপ্রচোদিতম্ ॥ ২৮ ॥

২৭। লো-টী। গজৈর্বাঞ্জিভিঃ যুতমাবৃতং, যদ্বা গজা ইব যে বাজিনঃ সজ্জং জ্যাসহিতং কাম্মূকং যন্ত সঃ। সজ্যাকাম্মূকমিতি বা পাঠঃ। অথারোহং ইত্যন্ত বিশেষণম্। আরুরোহ ইতি বা পাঠঃ। স রথশ্রেষ্ঠম্ আরুহ যুদ্ধায় মানাদাবিতি (?) শেষঃ। আরুরোহ ইতি বা পাঠঃ। রথং বিশিনষ্টি সাক্ষিত্রয়েণ।

২৮। লো-টী। সর্বাযুধসমোপেতমিতি পাঠে উপসর্গএবং সর্বাযুধৈঃ সম্যক্ অসমস্তাপেতং যুক্তং, যদ্বা সমানি আযুধানি আযুধসমানি তৈঃ, সন্ত পরনিপাতঃ। সর্বাযুধ-চয়োপেতমিতি বা পাঠঃ।

সংগ্রামার্থে সজ্জিত সেই মহাবলশালী রাক্ষসগণ মস্তকে মস্ত্রপূত মালা ধারণ করিয়া কবচ ও ধনুক ধারণপূর্বক বেগে আসিয়া রাজা রাবণকে দর্শন করত প্রহস্তকে পরিবেষ্টিত করিল ॥ ২৬ ॥

তারপর প্রহস্ত রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া ভীষণ ভেরী নিনাদ করত জ্যায়ুক্ত কাম্মূক লইয়া মনোহর রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

সেই রথ সমস্ত আযুধসম্বিত, শত কিঙ্কিণীরবে মুখরিত। মনের ত্রায় বেগগামী অশ্বদ্বারা পরিবাহিত এবং উত্তম সারথি কর্তৃক পরিচালিত ॥ ২৮ ॥

১। ছ '-মস্ত্রা চ'। ২। ছ অস্ত্রাঙ্কিত স্থানে 'অথারোহন্ত সংকট। গজবাজিরথান্ দ্রুতম্। প্রথম রাবণকেই প্রহস্তঃ সজ্জাপিতম্ (?)। আরুহ স রথশ্রেষ্ঠং কাঞ্চনান্দগুণঃ'। ইতি পাঠঃ। ৩। ছ '-সমো'।

মহাজলদনির্ঘোষণং দীপ্তচন্দ্রার্কবর্চসম্ ।

উদগ্ধবজ্রং দুর্ধৰ্ষং স্তবরুথং পরিষ্কৃতম্ ।

স্তবর্ণজালসংছন্নং প্রজ্বলন্তমিব শ্রিয়া ॥ ২৯ ॥

স তু তং রথমাস্থায় রাবণাপিতশাসনঃ ।

লঙ্কায়া নির্ঘর্যৌ তূর্ণং বলেন মহতাবৃতঃ ॥ ৩০ ॥

ততো দুন্দুভিনির্ঘোষণঃ পর্য্যন্তনিনদোপমঃ ।

শুশ্রূষে শঙ্খশব্দশ্চ প্রয়াতে বাহিনীপতো ॥ ৩১ ॥

বৃহৎনৈবাথ ঘোরেষু পূর্বদ্বারেণ নির্ঘর্যৌ ।

গজযুথনিকাশেন বলেন মহতাবৃতঃ ॥ ৩২ ॥

২৯। লো টী। মহাজলদসঙ্কাশমিতি বৃহৎসেন, দীপ্তচন্দ্রার্কবর্চসমিতি দীপ্ত্যা সাম্যম্।  
শ্রীচন্দ্রার্কেতি বা পাঠঃ। মহাজলদনির্ঘোষণমিতি বা কচিং পাঠঃ।

তুরগোহঃখা ধ্বজো যত্র তঞ্চ দুর্ধৰ্ষঞ্চ অক্ষোভাং সবারুণং বরুণেন রথিন উপবেশন-  
বেশ্মনা সহিতম্। 'বরুণং চর্যবেশ্মনো'রতি কোষঃ। 'স্তবরুথং' শোভনোহংকরো গুহ্যং  
রহঃস্থানং যত্র তম্। 'স্বরুণং হেহপ্যবস্কর' ইত্যমরঃ। স্বভাবরমিতি কচিং পাঠঃ। শ্রিয়া কান্ত্যা।

৩০। লো-টী। রাবণাপিতশাসনঃ রাবণদত্তাজ্ঞঃ। 'শাসনং রাজদণ্ডোপায়াং লেখাজ্ঞা-  
শাস্ত্রশাস্তিষু' ইতি কোষঃ। (মেদিনী)।

৩২। লো-টী। বৃহৎনৈবাথ বলবিষ্ঠাসেন গজযুথানি নিতরাং কাশস্তে প্রকাশস্তে  
যত্র তেন বলেন।

তাহার নির্ঘোষণ মহামেঘের আয়, তাহার প্রভা প্রদীপ্ত সূর্য্য-চন্দ্রের আয়,  
তাহা উন্নত ধ্বজ ও উত্তম বরুণ (রথাবরণ)-যুক্ত, দুর্ধৰ্ষ ও পরিষ্কৃত; তাহার  
গবাঙ্ক স্তবর্ণময় এবং তাহা যেন সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

প্রহস্ত রাবণের আদেশে সেই রথে আরোহণ করিয়া বিপুল সৈন্যে পরিবৃত্ত  
হইয়া সত্তর লক্ষানগরী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৩০ ॥

তারপর সেই সেনাপতি প্রস্থান করিলে মেঘধ্বনির আয় দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খ-  
ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর প্রহস্ত হস্তিযুথের আয় বিপুল সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া ভীষণ বৃহৎ  
রচনাপূর্ব্বক পূর্ব্বদ্বার দিয়া নির্গত হইলেন ॥ ৩২ ॥

১। হ 'সঙ্কাশং'। ২। হ 'তুরগধ্বজদুর্ধৰ্ষং'। ৩। হ 'সবারুণং'। ৪। হ '-যং'। ৫। হ '-পদম্'।

বিনদন্তঃ স্বরান্ ঘোরান্ রাক্ষসা জগ্মু<sup>১</sup>রত্রতঃ ।

ভীমরূপা মহাকায়াঃ প্রহস্তস্ত পুরঃসরাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্ত নিৰ্য্যণঘোষণে রাক্ষসানাঞ্চ গজ্জিতৈঃ ।

লঙ্কায়াং সৰ্ব্বভূতানি বিনেতু<sup>২</sup>ৰ্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যভ্রমাকাশমাবৃত্য ঘোররূপঃ খরশ্বনঃ ।

ববৰ্ষ রুধিরং দেবঃ প্রহস্তস্ত রথোপরি ॥ ৩৫ ॥

ধ্বজমূৰ্দ্ধনি গৃধ্রোহস্ত নিলীনো দক্ষিণামুখঃ ।

বমন্ত্যঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে ॥ ৩৬ ॥

( লো-টী । ) সাগরপ্রতিমঃ সাগরতুল্যঃ ওষো বেগো যন্ত তেন বলেন । সাগর-প্রতিঘোষণেতি বা পাঠে সাগরপ্রতিমঃ ।

৩৪ । লো-টী । বিবৃতৈঃ স্বভাবতো ভিত্তৈঃ ।

৩৫ । লো-টী । ব্যভ্রং বিগতমেঘম্ আবিষ্ট তিরোভূত্বা । 'দেবো মেঘে সুরে রাক্ষি স্তান্নপুংসকমিজ্জিয়ে' ইতি কোষঃ ।

৩৬ । লো-টী । ববাশিরে শব্দং চক্ৰুঃ । পবর্গতৃতীয়ঃ ।

প্রহস্তের পুরোবর্তী ভীষণাকৃতি বিশালকায় রাক্ষসগণ ভীষণ স্বরে গজ্জন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

তাহার গমনশব্দে এবং রাক্ষসদের গজ্জন লঙ্কার সমস্ত প্রাণীই বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৪ ॥

নির্মল আকাশে সহসা কঠোরগজ্জনকারী ভীষণাকৃতি মেঘ আবিভূত হইয়া প্রহস্তের রথের উপর রুধির বর্ষণ করিল ॥ ৩৫ ॥

ভীষণ শৃগালসমূহ ইহার ধ্বজাগ্রে অবস্থান করিয়া দক্ষিণমুখে অগ্নিশিখা উদ্দিগরণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

১। অতঃপরং হ 'সাগরপ্রতিমৌষেন বলেন মহতা বৃতঃ। প্রহস্তো নির্ঘো জুহুঃ কালাস্তকমোপমঃ' ইত্যধিকম্। ২। হ 'গজ্জিতাং'। ৩। হ 'আবিষ্ট'। ৪। হ 'পথর-'। ৫। হ 'মুদ্রি' হ্রস্বলীনো গৃধ্রো বৈ'। ৬। হ 'স্তঃ'।

অন্তরীক্ষাং পপাতোক্তা বায়ুশ্চ পরমো ববৌ ।

অন্যোন্মভিসংরুদ্ধা গ্রহাশ্চ ন চকাশিরে ।

প্রয়াতস্তাশ্চ সংগ্রামং ছায়া চ বিগতাভবৎ ॥ ৩৭ ॥

সারথ্যের্বহুশ্চাশ্চ পৃথনামুপগাহতঃ ।

প্রতোদো ভূপতদ্ভূমৌ হস্তাং তস্তাশ্চসাদিনঃ ॥ ৩৮ ॥

নির্ধাণে শ্রীশ্চ তস্তাসীদ ভাস্বরী বা স্ত্রুতুলভা ।

সাননাশ মুহূর্ত্তেন সংগ্রামমভিষায়িনঃ ॥

অশ্রুপূর্ণমুখাশ্চাস্ত্র সমে চ স্থলিতা হয়াঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৭। লো-টী। ছায়া চ বিগতা অদৃশ্য।

৩৮। লো-টী। অশ্রু প্রহস্তশ্চ তস্ত সারথ্যে বহুশো বারং বারং প্রতোদঃ কষা  
অশ্বসাদিনোহুখারোহশ্চ, অত্র অশ্বপদং গজরথবারণার্থং, 'সাদী তুরঙ্গমাতঙ্গরথারোহেষু দৃশ্যতে'  
ইতি কোষঃ। প্রতোদো ভূপতদ্ভূমৌ হস্তাং হস্তাশ্চ সাদিনঃ ইতি পাঠে হস্তাশ্চ রাবণপ্রেসিতশ্চ, 'হস্তঃ  
প্রহস্তে প্রেসিতে ঐশু' ইতি কোষঃ। হস্তাশ্চালিন ইতি পাঠে হস্তেষু হস্তাশ্চালিনঃ শালিনঃ শ্লাঘন্য।

৩৯। লো-টী। বা ভাস্বরী শ্রীঃ সা তস্ত নির্ধাণে স্ত্রুতুলভা আসীৎ, নাসীদিত্যর্থঃ।  
সালানঃ বন্ধনসহিতঃ প্রাশ্বলং প্রাপতৎ মুহূর্ত্তেন গমনকালে সমেতা পরস্পরং মিলিত্বা স্থলিতাঃ  
পতিত্যাঃ সর্কে।

অন্তরীক্ষ হইতে উক্তা নিপতিত হইল, কর্কশ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল,  
গ্রহগণ পরস্পর সমাচ্ছন্ন হইয়া নিপ্রভ হইল, যুদ্ধে গমনকাব্যী গ্রহস্তের ছায়া  
অস্তহিত হইল ॥ ৩৭ ॥

সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট সারথির হস্ত হইতে বারংবার প্রতোদ (কষা) ভূপতিত  
হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

যাত্রাকালে তাঁহার যে তুলভ শোভা হইয়াছিল সংগ্রামাভিমুখী হইবামাত্র  
মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা বিনষ্ট হইল, তাঁহার সমস্ত অশ্বেরই পদস্থলন হইল এবং তাহাদের  
মুখমণ্ডল অশ্রুপূর্ণ হইল ॥ ৩৯ ॥

১। ছ 'কুক্ষা'। ২। ছ 'সংগ্রামে'। ৩। ছ 'স্তস্ত তং বধং চাপবাহতঃ'। ৪। ছ 'স্তাশ্চ গচ্ছতঃ'।  
৫। ছ 'ভাস্বরী'। ৬। ছ অশ্রু পূর্ণাঙ্কঃ নাস্তি। ৭। ছ 'প্রাশ্বাদশিণো হয়াঃ'। ৮। অতঃপরং ছ 'স্ত্রুতুলভা  
মুহূর্ত্তেন সমেতা চলিতা হয়াঃ'। ইত্যাদিকম্।

তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতান্ প্রহস্তো ভৃশদারুণান্ ।

আত্মবীৰ্য্যং বিবুধানো রাক্ষসানিত্যবাচ হ ॥ ৪০ ॥

কালো ভবেয়ং কালস্ত দহেয়মপি পাবকম্ ।

মৃত্যুং মরণধর্ম্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে ॥ ৪১ ॥

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্তস্ত রণাজিরে ।

সুসংরুদ্ধতরা জগ্মু রাক্ষসা যুদ্ধকাজিষ্ণাঃ ॥ ৪২ ॥

ততস্তমভিনির্ঘাত্তং প্রখ্যাতবলপৌরুষম্ ।

নানাপ্রহরণা সংখ্যে কপিসেনাভ্যবর্ত্তত ॥ ৪৩ ॥

অথ ঘোষঃ স্ততুমুলো হরীণাং সমজায়ত ।

বৃক্ষানারুজতাং চৈব গুব্বীশ্চ গৃহ্নতাং শিলাঃ ॥ ৪৪ ॥

৪০ । লো-টা । প্রবুধানঃ প্রকাশন ।

৪২ । লো টা । রণাজিরে রণবিষয়ে ।

৪৪ । লো-টা । রুজতাং ভক্ষং গ্রাপ্নুতাম্, আচ্ছতাং গৃহ্নতাম্ ।

প্রহস্ত অত্যন্ত ভয়াবহ সেই সমস্ত অশুভ চিহ্ন দর্শন করিয়া স্বীয় পরাক্রম  
বিবৃত করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে এই কথা বলিলেন—॥ ৪০ ॥

“আমি কালেরও কাল হইতে পারি, পাবককেও দহন করিতে পারি এবং  
মৃত্যুরও মরণ ঘটাইতে পারি” ॥ ৪১ ॥

সেই প্রহস্তের ঐ কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ অতিশয় উৎসাহিত হইয়া  
যুদ্ধকাজ্জ্বল্য সমরক্ষেত্রে গমন করিল ॥ ৪২ ॥

তার পর বিখ্যাত বলবিক্রমশালী প্রহস্ত নিজ্জাত হইলে নানাপ্রহরণধারী  
বানরসৈন্য তাহার সম্মুখীন হইল ॥ ৪৩ ॥

তার পর বানরগণের গাছ ভাঙ্গিবার এবং বিশাল শিলা উত্তোলনের তুমুল  
শব্দ উথিত হইল ॥ ৪৪ ॥

১। ছ ‘প্রহস্ত-’ ২। ছ ‘ততঃ স্ততুমুলো ঘোষঃ কপীনাম্’ ৩। ছ ‘বৃক্ষাণাং রুজতাং’  
৪। ছ ‘-স্চেৎক্ষিপতাং’ ।



উভে প্রমুদিতেন সেনে রক্ষোগণবনৌকসাম্ ।

বেগিতানাং সমর্থানামন্যোন্মবধকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে প্রহস্তনির্ধাণং নাম  
একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

৪৫। লো-টী। বেগিতানাং সজ্জাতবেগানাম্।

( লো-টী। ) নিধনায় আত্মনাশায়, শলভঃ কীটঃ, বিভাবমুহুরিম্।

প্রহস্তনির্ধাণম্ ॥ ৩১ ॥

পরস্পরের বধাভিলাষী রাক্ষস ও বানরগণের সামর্থ্যশালী ও বেগশালী দুই  
দল সৈন্যই আনন্দিত হইল ॥ ৪৫ ॥

মংসি বান্দ্রীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে প্রহস্তনির্ধাণ-নামক  
৩১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'সৈন্তে'। ২। ছ অতঃপরং 'রক্ষসান্ বানরাণাঞ্চ বভূবু তুমুলো ধ্বনিঃ'। তন্তঃ প্রহস্তঃ কপিবাহিনীং  
ত, দা অতিপ্রত্যহে নিধনায় হুর্গতিঃ। বিরুদ্ধবেগং বনবাহদারণং, যথা মুমূর্ষুঃ শলভো বিভাবম্ ॥' ইত্যধিকম্।

## ( ৩২ ) দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

ততঃ প্রহস্তং নির্যাস্তং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ।

গর্জস্তং স্তম্বহাকায়ং রাক্ষসৈরভিসংবৃতম্ ॥ ১ ॥

দদর্শ মহতী সেনা বানরাণাং বলীয়সাম্ ।

অভিসঞ্জাতহর্ষণাং প্রহস্তমভিনন্দতাম্ ॥ ২ ॥

খড়গশক্ত্যুষ্টিবাণাশ্চ শূলানি মুষলানি চ ।

গদাশ্চ পরিঘাশ্চৈব বিবিধাশ্চ পরশ্বধাঃ ॥ ৩ ॥

ধনুযি চ বিচিত্রাণি রাক্ষসানাং জয়ৈষিণাম্ ।

প্রগৃহীতান্যশোভন্ত বানরানভিধাবতাম্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। অভিসঞ্জাতহর্ষণাম্ অভিসম্প্রাপ্তহর্ষণাম্, অতি লক্ষ্যীকৃত্য নন্দতাং গচ্ছতাম্। অতিসঞ্জাতহর্ষণাং প্রহস্তমভিগর্জতামিতি বা পাঠঃ।

৪। লো-টী। রাক্ষসানাং রাক্ষসৈঃ প্রগৃহীতানি।

বলবান্ বানরগণের আনন্দসঞ্চার হইল, তাহারা প্রহস্তের উদ্দেশ্যে গর্জন করিতে লাগিল, তাহাদের বিশাল বাহিনী পুরীমধ্য হইতে নিজ্রাস্ত রাক্ষসগণপরিবৃত ভীষণ পরাক্রমশালী বিশালকায় গর্জনকারী প্রহস্তকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ১-২ ॥

জয়াভিলাষী রাক্ষসগণ বানরগণের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, খড়গ, শক্তি, ঋষ্টি, বাণ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, বহুবিধ পরশু ও বিচিত্র ধনুঃ তাহাদের হস্তে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩-৪ ॥

জগৃহুঃ পাদপাংশৈশ্চব পুষ্পিতান্ বানরর্ষভাঃ ।

শিলাশ্চ বিবিধাকারা যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৫ ॥

তেষামন্যোন্যমাসাণ্ড সংগ্রামঃ স্তমহানভূৎ ।

বহুনাশশ্রবৃষ্টিঞ্চ শরবৃষ্টিঞ্চ বর্ষতাম্ ॥ ৬ ॥

বহবো রাক্ষসা যুদ্ধে বহুন্ বানরযুথপান্ ।

বানরাশ্চাপি রক্ষাংসি নিজস্বুবহবো বহুন্ ॥ ৭ ॥

শূলৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিদসংগ্ বেমুঃ প্লবঙ্গমাঃ ।

পরিশৈরাহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ ॥ ৮ ॥

নিরুচ্ছ্বাসাঃ পুনঃ কেচিমিপেতুধ'রগীতলে ।

বিচ্ছিন্নশিরসঃ কেচিৎ কেচিদিষুভিরর্দিতাঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। বিবিধাকারা বিপুলা দীর্ঘা ইতি বা পাঠঃ।

৬। লো-টী। অশ্রবৃষ্টিঃ শরবৃষ্টিশ্চ বর্ষতাং তেষামিত্যম্বয়ঃ।

৭। লো-টী। বহুন্ বহুনি।

শ্রেষ্ঠ বানরগণ যুদ্ধাভিলাষে লাফ দিয়া পুষ্পিত বৃক্ষ এবং নানা আকারের শিলা গ্রহণ করিল ॥ ৫ ॥

শিলাবৃষ্টি ও শরবৃষ্টি-বর্ষণকারী তাহাদের অনেকেরই পরস্পরকে পাইয়া মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল ॥ ৬ ॥

যুদ্ধে বহু রাক্ষস বহু বানরদলপতিকে এবং বহু বানর বহু রাক্ষসকে নিহত করিল ॥ ৭ ॥

কোন কোন বানর শূলাঘাতে আহত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল, কেহ কেহ পরিঘ দ্বারা আহত হইল, কেহ কেহ কুঠারাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইল ॥ ৮ ॥

কেহ কেহ উচ্ছ্বাসবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কাহারও মস্তক ছিন্ন হইল, কেহ কেহ বাণাঘাতে পীড়িত হইল ॥ ৯ ॥

১। হ-'গীত'। ২। হ-'গীত'। ৩। হ-'দায়ুধৈশ্চ প্লবঙ্গমাঃ'। ৪। হ-'৭ পতিতা ধর-'।

৫। হ-'বিভিন্ন-'। ৭। হ-'দিশুসন্ধানসন্ধিতাঃ'।

কেচিদ্ধিবাকৃতাঃ খড়্গৈঃ স্ফুরন্তঃ পতিতা ভূবি ।

বানরা রাক্ষসৈঃ শূলৈঃ পার্শ্বতশ্চ বিদারিতাঃ ॥ ১০ ॥

বানরৈশ্চাপি সক্রোধৈ রাক্ষসৌঘাঃ সমন্ততঃ ।

পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ সংপিষ্টা ধরণীতলে ॥ ১১ ॥

বজ্রস্পর্শৈস্তলৈশ্চান্নে মুষ্টিভিশ্চ হতা ভূশম্ ।

বেমুঃ শোণিতমাশ্বেভ্যো বিকীর্ণদশনাঃ ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥

অর্ভবরং বিনদতাং সিংহনাদাশ্চ কুর্ষ্বতাম্ ।

বভূব তুমুলঃ শব্দো হরীণাং রক্ষসাং তথা ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। স্ফুরন্তঃচলন্তঃ।

১১। লো-টী। সংপিষ্টাশ্চূর্ণীকৃতাঃ।

১২। লো-টী। বিশেষণ কীর্ণাশ্চিন্না দশনা দস্তা যেষাং তৈঃ।

১৩। লো-টী। বিনদতাং কুর্ষ্বতাম্।

কোন কোন বানর রাক্ষসগণের শূলাঘাতে পার্শ্বদেশে বিদারিত হইল, কহ কেহ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপতিত হইয়া ধরফড় করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

বানরগণও ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে রাক্ষসগণকে বৃক্ষ ও পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা হতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

কেহ কেহ বজ্রের আঘাতের স্পর্শবিশিষ্ট চপেট ও মুষ্টিাঘাতে অত্যন্ত মাহত, ভগ্নদন্ত ও ভূপতিত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

বানরগণ ও রাক্ষসগণের অর্ভনাদ ও সিংহনাদের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

১। হ 'শূলৈঃ'। ২। হ 'পার্শ্বতঃ'। ৩। হ 'সংকুজৈঃ'। ৪। হ '-মশ্বেভ্যো'।  
৫। হ 'বিকীর্ণ'। ৬। হ 'বিন-'। ৭। হ '-নক'। ৮। হ 'রাক্ষসৈঃ সহ'।

বানরা রাক্ষসশৈব বীরমার্গমনুব্রতাঃ ।

বিবৃভনয়নাঃ ক্রু<sup>১</sup>দ্ধাশচক্রুঃ কস্মাণ্যভীতবৎ ॥ ১৪ ॥

এতস্মিন্মন্তরে শূরাঃ প্রহস্তস্ত<sup>২</sup> বশানুগাঃ ।

ধুরন্ধরঃ কুন্তহনুমহানাদঃ সমুন্নদঃ ।

এতে প্রহস্তসচিবাঃ সর্বে<sup>৩</sup> জগ্মু<sup>৪</sup>র্বনৌকসঃ ॥ ১৫ ॥

তেষামাপততাং শীঘ্রং নিম্নতাং চৈব বানরান্ ।

দ্বিবিদো গিরিশৃঙ্গে<sup>৫</sup> জঘানৈকং ধুরন্ধরম্ ॥ ১৬ ॥

দুস্মু<sup>৬</sup>র্থঃ পুনরাদায় কপিঃ স্তবিপুলং দ্রুমম্ ।

অপরোক্ষং প্রহস্তস্ত<sup>৭</sup> সমুন্নদমপোথয়ৎ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। বীরমার্গং শূরাণাং পন্থানম্ অনুব্রতা অনুবর্তমানাঃ। বিবৃভনয়না যুদ্ধাভিমুখাঃ। বিবৃভনয়না ইতি পাঠে বিশেষণ বৃত্তানি বহুলানি নিমেষশূন্যানি নয়নানি যেষাং তে।

১৫। লো-টী। ‘ধুরন্ধরঃ কুন্তহনুমহানাদঃ সমুন্নদঃ’ ইতি প্রায়শঃ পাঠঃ। বিনলবোধস্তাৎ পাঠঃ। ধুরন্ধরঃ কুন্তহনুমহাপাশ্বো বিদূরথঃ হনুর্হঃ সন্নতিমান্ মহানাদঃ সমুন্নত ইতি অষ্টৌ তস্ত সচিবাঃ।

বানরগণ ও রাক্ষসগণ বীরমার্গের অনুবর্তী হইয়া ক্রোধে নয়ন ঘূর্ণিত করত নির্ভীকের আয় কার্য্য করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

এই সময়ে প্রহস্তের অনুগত বন্ধু ধুরন্ধর, কুন্তহনু মহানাদ ও সমুন্নদ এই চারিজন বীর বানরদের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ১৫ ॥

তাহারা দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া বানরদিগকে বধ করিতে লাগিল। ‘দ্বিবিদ’ পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা তন্মধ্যে ধুরন্ধরকে নিহত করিলেন ॥ ১৬ ॥

বানর ‘দুস্মুর্থ’ বিশাল বৃক্ষ লইয়া প্রহস্তের সমক্ষেই ‘সমুন্নদ’কে নিহত করিলেন ॥ ১৭ ॥

জাম্ববাস্ত্ব স্ত্রসংক্রূদ্ধ উৎপাট্য মহতীং শিলাম্ ।

নৃপাতয়ম্মহাবীৰ্য্যো মহানাদস্ত বক্ষসি ॥ ১৮ ॥

অথ কুন্তহনোস্তারস্তরসা সংযুগে বলী ।

বৃক্ষেণ মহতাপ্পুত্য প্রাণানাদত্ত সংযুগে ॥ ১৯ ॥

অমৃশ্যমাণস্তৎ কৰ্ম্ম প্রহস্তো রথমাস্থিতঃ ।

চকার কদনং ঘোরং ধনুস্পার্শ্বির্বনৌকসাম্ ॥ ২০ ॥

আবর্ত্ত ইব সংজজ্ঞে বলস্ত মহতো মহান্ ।

ক্ষুভিতস্তাপ্রমেয়স্ত সাগরস্তেব সংপ্লবে ॥ ২১ ॥

মহতা হি শরৌঘেণ প্রহস্তো যুধি দুৰ্ম্মদঃ ।

অর্দয়ামাস সংক্রূদ্ধো বানরান্ পরমাহবে ॥ ২২ ॥

২০ । লো-টা । অমৃশ্যমাণঃ অসহমানঃ ।

২১ । লো-টা । মহতো রণস্ত সাগরস্তেব আবর্ত্তঃ ভ্রমণং সংজজ্ঞে স চাবর্ত্তঃ সংপ্লবে প্রলয়কালে ইব অপ্রমেয়স্তাপরিমিতস্ত, সংপ্লবঃ ইতি পাঠে বলস্ত সংপ্লবঃ সমাক্ প্লবনং চক্রাকারেণ গমনং সংজজ্ঞে, সাগরস্ত আবর্ত্ত ইব, বলস্ত কীদৃশস্ত ? সাগরস্তেবাপ্রমেয়স্তাপরিমিতস্ত ।

মহাবীৰ্য্য জাম্ববান্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একটা বৃহৎ শিলা উৎপাটিত করিয়া ‘মহানাদে’র বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করিলেন ॥ ১৮ ॥

সমরপরাক্রান্ত ‘তার’ বেগে লক্ষ প্রদান করিয়া বিশাল বৃক্ষদ্বারা সংগ্রামে ‘কুন্তহনু’র প্রাণ অপহরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

রথাক্রুট প্রহস্ত সেই কার্য্য সহ্য না করিয়া ধনুক ধারণ করত বানরদিগকে ভীষণভাবে হত্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

প্রলয়কালে বিক্ষুব্ধ অসীম সমুদ্রের ত্রায় সেই বিশাল বাহিনীমধ্যে যেন একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হইল ॥ ২১ ॥

যুদ্ধে দুৰ্জয় প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহাসমরে উত্তম শরজালে বানরদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

১ । হ ‘নোস্তত্র তারো হানন্ত সংযু’ । ২ । হ ‘বেগেন সহসা-’ । ৩ । হ ‘বল-’ । ৪ । হ ‘সংপ্লবঃ’ । ৫ । হ ‘দুৰ্জয়ঃ’ । ৬ । হ ‘পর্যতোপদান’ ।

বানরাণাং শরীরৈস্তু রাক্ষসানাঞ্চ মেদিনী ।

বভূব নিচিতা ঘোরৈঃ পতিতৈরিব পর্বতৈঃ ॥ ২৩ ॥

সা মহৌ রুধিরৌষণে সংছিন্না স্ম প্রকাশতে ।

সংছিন্না মাধবে মাসি পুষ্পিতৈরিব কিংশুতৈঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ স্ফুটন্তং বাণৌঘান্ প্রহন্তং স্তম্ভেনে স্থিতম্ ।

দদর্শ তরসা নীলো বিনিম্বস্তং প্লবঙ্গমান্ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টী। রাক্ষসানাঞ্চ শরীরৈর্নিচিতা ব্যাপ্তা।

২৪। লো-টী। মাধবে বৈশাখে।

(লো-টী) তাং যুদ্ধভূমিময়ীং যমুরিতি সাক্ষিচতুষ্প্রোকেনাবধঃ। তত্র নদীসাদর্ম্যমাহ—  
হতবীরা ওষা জলবেগাঃ তৈঃ সংছিন্নাম্। ‘বেগে জবে প্রবাধে’তি কোষঃ। যম এব সাগর-  
স্তত্র গামিনী, যমসাদনগামিনীমিতি পাঠঃ। শব্দদ্বয়ং ঘনশব্দং ঘনপূরীষঃ, যব্ধং ঘনমিতি  
বা পাঠঃ, যব্ধং মাংসবিশেষঃ। মাংসাবয়বঃ মাংসস্তাবয়বঃ শব্দাঃ যন্তাং তাং, মেদো মাংস-  
বিশেষঃ, ফেনশ্চ যমিত্রত (প), ঘনাপায়ে বর্ষাকালে হংসাদিসেবিতাং নদীমিব। তাপস্তাস্তে ইতি বা  
পাঠঃ। পদ্মরজসা ধ্বস্তামাচ্ছিন্নং নলিনীং নদীমিব।

নিপতিত পর্বতের আয় বানর ও রাক্ষসদিগের ভয়াবহ শরীর দ্বারা পৃথিবী  
পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ২৩ ॥

রুধিরধারা-সমাচ্ছিন্ন পৃথিবী যেন বৈশাখমাসে পুষ্পিত পলাশবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত  
বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

তার পর ‘নীল’ শরজালবর্ষী রথারূঢ় প্রহন্তকে বেগে বানর সংহার করিতে  
দেখিলেন ॥ ২৫ ॥

১। ছ ‘পর্বতৈরিব সর্বতঃ’। ২। ছ ‘মহাকবি-’। ৩। ছ ‘সর্বতো’। ৪। ছ ‘পলাশৈরিব  
পুষ্পিতৈঃ’। ৫। ছ অতঃ পরং ‘হতবীর্যমোহমঃচ্ছিন্নাং ভগ্ননানাবিধম্ভমান্। শোণিতৌঘমহাবেগাং ঘনমাগরগামিনীম্।  
অস্থগ্বনমহাপঙ্কাং বিনিকীর্ণাশ্বশৈবলাম্। ভিন্নকারশিরোনোমস্রাবয়বসকুলাম্। গৃধ্রকাকগণাকীর্ণাং কঙ্কসারসসেবিতাম্।  
মেদঃফেনরসাকীর্ণাষাৰ্ভষ্যনিবাদিতাম্। তাং কাপুৰ্ণবদ্রুর্ধ্বাং যুদ্ধভূমিময়ীং নদীম্। নদীমিব ঘনাপায়ে হংসসারসসেবিতাম্।  
রাক্ষসাঃ কপিযুথশ্চ তেজস্তাং দ্রুতরাং নদীম্। যথা পদ্মরজোদধ্বস্তাং নলিনীং গগ্নযুথপাঃ। বাগাহন্ত তথা বীরা  
হরিরাক্ষসপুঙ্গবাঃ’। ইত্যধিকম্।

স তং পরমদুর্ধৰ্ষমাপতন্তং মহাকপিঃ ।  
 প্রহস্তং তাড়য়ামাস বৃক্ষমুৎপাট্য বীৰ্য্যবান্ ॥ ২৬ ॥  
 স তেনাভিহতঃ ক্রুদ্ধো নদন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।  
 ববর্ষ শরবর্ষাণি প্লবঙ্গমচমুপতোঁ ॥ ২৭ ॥  
 তদ্ যথা গোরুযো বর্ষং শারদং শীত্ৰমাগতম্ ।  
 অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রত্যগৃহ্ণান্মিমলিতঃ ॥ ২৮ ॥  
 এবমেব প্রহস্তস্ত শরবেগং প্লবঙ্গমঃ ॥  
 নিমলিতাক্ষঃ সহসা নীলোহসহত দারুণম্ ॥ ২৯ ॥  
 রোষিতঃ শরবর্ষণে সালমুৎপাট্য বীৰ্য্যবান্ ।  
 নিজঘান হয়ান্ নীলঃ প্রহস্তস্ত মহাজবান্ ॥ ৩০ ॥

২৮ । লো-টী। শারদং নৃত্তং [ তনং ] যুগদশাপন্নমিতার্থঃ । যদা, শারদম্ অপ্রতিভং যথা ভবতি । ‘শারদোৎ(সবে ?) অপ্রতিভে নবো স্বর্গে বর্ষেৎপ শরদী’তি ভূরিঃ ।

সেই বীৰ্য্যবান্ মহাকপি একটা বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া সেই ধাবমান পরম দুর্ধর্ষ প্রহস্তকে আঘাত করিলেন ॥ ২৬ ॥

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ প্রহস্ত সেই বৃক্ষদ্বারা আহত হইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে বানরসেনাপতি নীলের উপর বৃষ্টিধারার আয় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

মহাবৃষভ যেমন সহসা নিপতিত শরৎকালীন বৃষ্টিকে বারণ করিতে না পারিয়া স্তিমিত দেহে গ্রহণ করে, বানর নীলও সেইরূপই সহসা প্রহস্তের দারুণ শরবেগ চোখ বুজিয়া সহ্য করিলেন ॥ ২৮-২৯ ॥

বীৰ্য্যবান্ নীল শরবৃষ্টিতে রুষ্ট হইয়া একটা সালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া প্রহস্তের মহাবেগশালী অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন ॥ ৩০ ॥

১। হ ‘পতন্তং দুর্ধর্ষং বিনিবৃত্তং’ । ২। হ ‘প্রতিগৃহ্ণন্ নি-’ । ৩। হ ‘-বর্ষং’ ।



স হস্তাঙ্গাণমুৎসজ্য গ্রহন্তঃ সশরাসনম্ ।

গ্রহণ মুষলং ঘোরং স্তম্ভনাদবপুঙ্গুবে ॥ ৩১ ॥

তাবুভাবপি সংরক্টৌ জাতবেগৌ তরস্বিনৌ ।

বহুক্ষতজসিক্তাঙ্গৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৩২ ॥

উল্লিখন্তৌ স্তীক্কাভিদংষ্ট্রাভিরিতরেতরম্ ।

সিংহশার্দূলসদৃশৌ ব্যাঘ্রকেশরিবিক্রমৌ ॥ ৩৩ ॥

বিজ্ঞান্তৌ বিজয়ে বীরৌ স্ন্যুগেষ্মনিবর্তিনৌ ।

আকাঙ্ক্ষন্তৌ যশোমুখ্যং বৃত্তবজ্রধরাবিব ॥ ৩৪ ॥

আজ্ঞান ততো নীলং ললাটে মুষলেন সঃ ।

গ্রহন্তঃ পরমায়ত্তস্তস্ত স্ত্রাস্রাব শোণিতম্ ॥ ৩৫ ॥

৩২। লো-টা। তরস্বিনৌ বলবন্তৌ। তরো বলে চ বেগে চ ইতি কোষঃ।

৩৩। লো-টা। উল্লিখন্তৌ দশন্তৌ সিংহশার্দূলয়োঃ সদৃশৌ ব্যাঘ্রকেশরিণোরিব বিক্রমৌ যয়োন্তৌ।

৩৫। লো-টা। পরমায়ত্তঃ পরমক্রুদ্ধঃ, ‘আয়ত্তন্তেজিতে ক্ষিপ্তে ক্রুশিতে কুশিতেহন্তব-  
দি’তি কোষঃ। তস্ত নীলস্ত স্ত্রাস্রাব পপাত।

গ্রহন্ত ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ মুষল গ্রহণ করত লাফ দিয়া রথ  
হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

তঁাহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ, উভয়েই বলবান্ ও বেগবান্, প্রচুর রক্তে শরীর  
রঞ্জিত হওয়ায় উভয়েই পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের আয় ॥ ৩২ ॥

সিংহ ও শার্দূলের আয় পরাক্রমশালী তঁাহারা উভয়ে সিংহ ও শার্দূলের  
আয় স্তীক্কা দশন দ্বারা পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

উভয়েই পরাক্রান্ত, উভয়েই বীর, উভয়েই যুদ্ধে অপরাঙ্খ, বৃত্তাসুর ও  
ইন্দ্রের আয় উভয়েই শ্লাঘনীয় যশোলাভে আগ্রহাশ্বিত ॥ ৩৪ ॥

গ্রহন্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মুষল দ্বারা নীলের ললাটেদেশে আঘাত করিলেন,  
তঁাহার রক্তস্রাব হইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

ততঃ শোণিতসংসিক্তঃ প্রগৃহ্য চ মহাতরুন্ম ।

প্রহস্তস্তোরসি ক্রুদ্ধো বিসমর্জ মহাকপিঃ ॥ ৩৬ ॥

তমচিস্ত্য প্রহারং তু প্রগৃহ্য মুষলং পুনঃ ।

অভিছুদ্ভাব বলিনং বলী নীলং প্লবঙ্গমন্ম ॥ ৩৭ ॥

তমুগ্রবেগং সংরুদ্ধমাপত্যন্তং মহাকপিঃ ।

নীলং সংপ্ৰেক্ষ্য জগ্রাহ মহাকায়ো মহাশিলাম্ ॥ ৩৮ ॥

তস্ম ক্রোধাভিভূতস্য মুখে মুষলযোধিনঃ ।

প্রহস্তস্য শিলাং নীলস্তূর্ণং মূৰ্দ্ধন্যপাতয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

স। তেন কপিসিংহেন বিমুক্তা মহতী শিলা ।

বিভেদ বহুধা ঘোরা প্রহস্তস্য শিরস্তদা ॥ ৪০ ॥

৩৮। লো-ট। তং সংপ্ৰেক্ষ্য, সংরুদ্ধং ক্রুদ্ধম্ ।

৩৯। লো-ট। প্রহস্তস্য মূৰ্দ্ধনি, তস্ম যুদ্ধাভিকাজ্জিহ্ন ইতি কচিং পাঠঃ । মূৰ্দ্ধি, তূর্ণ-  
মপাতয়দিতি কচিং পাঠঃ ।

৪০। লো ট। শিরো বহুধা বিভেদ চূর্ণাচকারেত্যর্থঃ ।

তারপর রক্তাক্তকলেবর মহাকপি নীল ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে  
একটি বিশাল বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বলবান্ প্রহস্ত সেই প্রহারের বিষয় চিন্তা না করিয়াই পুনরায় মুষল লইয়া  
বলশালী বানর নীলের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশালকায় মহাকপি 'নীল' উগ্রবেগশালী ক্রুদ্ধ প্রহস্তকে আসিতে দেখিয়া  
একটি বৃহৎ শিলা গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

নীল সেই শিলাটি সত্তর রণক্ষেত্রে মুষলদ্বারা যুদ্ধপরায়ণ ক্রোধাভিভূত  
প্রহস্তের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তখন সেই কপিশ্রেষ্ঠ নীলকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ভয়ানক শিলা প্রহস্তের মস্তক  
বিদারিত করিল ॥ ৪০ ॥

স গতাস্ত্রগতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ ।

পপাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব ক্রমঃ ॥ ৪১ ॥

বিভিন্নশিরসস্তস্ত্র বহু স্ত্রস্ত্রাব শোণিতম্ ।

শরীরাদভিসংবদ্ধং জলং প্রস্তবণাদিব ॥ ৪২ ॥

হতে প্রহস্তুে নীলেন বানরেণ মহাঅনা ।

রাক্ষসা ভয়বিত্রস্তা লক্ষাং সমভিধাবিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

৪১। লো-টী। গতসত্ত্বো গতবলঃ ।

(লো-টী।) কচিং পুস্তকে প্রহস্তস্ত্র সচিবাস্ত্রারস্ত্রে পুনর্দ্বিবিদাদিভির্হিতাঃ, কুত্রচিচ্চ অষ্টৌ সচিবা ইতি বিমলবোধসম্মতঃ পাঠঃ । তেষাং চত্বারো হতাঃ অবশিষ্টান্যং চতুর্গাং নামাস্তুরেণ যুদ্ধং কথয়তি প্রহস্তং নিহতং দৃষ্ট্য়া প্রজন্ম ইত্যাদি । নগসম্মিতং শৈলতুলাং, পাদরক্ষান্ পার্শ্বরক্ষকান্ । স্বয়ং শোভনম্ অয়ঃ শুভাবহো বিধির্ষস্মাত্তং গজং রণে কল্যাণকারকমিত্যর্থঃ । অনলাগ্নজঃ বহ্নিপুত্রঃ হতো নাগো যেন তেন বৃক্ষেণ রণং যমবশম্ ।

(লো-টী।) স্ত্রমহাস্ত্রতমাস্ত্র্যাক্রপম্ । অস্ত্রকর্ণণি যঃ স্ত্রমহান্ অতিপূজ্যস্ত্রম্যাং ভূতং জাতমিতি, স্ত্রমহস্ত্রতমিতি বা । আক্ষিপ্য বলেন গৃহীত্বা । দিশাং গজসমাদিতাসৈবায়রণং স্ত্রপ্রতি-  
কেতি (?) সমাক্ষিপ্য বলেন গৃহীত্বা, তস্মাৎ গজাৎ । তং কালমুখং ব্রহ্মস্মিত্ত্বদ্রাব মোহয়ামাস অচেতনং বজ্রাশনির্বজ্রং, বজ্রং বজ্রাশনিস্তথৈতি সরূপকোষঃ । বিহ্বলম্ অচেতনং তং বিকাণ্ডং সহয়ঞ্চ রথং নভ আকাশং প্রাবেশয়ং, নভসি চিক্ষেপেত্যর্থঃ । সলিনোহবিদ্ধঃ বায়ুনা অচালিত-  
স্তলে(?) ইব সংররাজ, চ্যুতবানরেণ হীনঃ । উৎপত্য উৎপ্লুত্য অপরমম্ভং অর্বাচীনং বাহবীনাং শতং, শতমিত্যুপলক্ষণম্, অসংখ্যেয়ং শতং, রথমাক্ষিপ্য গৃহীত্বা ক্রৌড়স্তি, শতসংখ্যায়া বহুত্বাৎ বহুবচনম্ একবচনে বহুবচনং বা সর্বতঃ সর্বং গাঠৈর্বিশিষ্টং সর্বতঃ রক্ষসাং বলং সৈন্তং মুক্তং ত্যক্তং রাবণালয়ং প্রবিষ্টং যথা তথা পপাত জগাম, যদ্বা কিঞ্চিৎ পপাত সমরে কিঞ্চিৎ প্রবিষ্টম্ ।

৪৩। লো-টী। প্রবিজ্ঞাপি সমভিধাবিতা হৃদ্রবুরিত্যর্থঃ ।

প্রহস্ত [ ক্রমশঃ ] শ্রীহীন, নিবর্ধী, বিকলেন্দ্রিয় ও প্রাণহীন হইয়া সহসা ছিন্নমূল বৃক্ষের আয় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

ঠাঁহার মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় শরীর হইতে প্রস্তবণের জলধারার আয় প্রচুর রক্তস্রাব হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

সেতু ভয় হইলে যেমন জলরাশি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবাহিত হয়, সেই

ন শক্তাঃ সমরে স্হাতুং নিহতে বাহিনীপতৌ ।

সেতুং ভগ্নং সমাসাণ্ড বিকীর্ণং সলিলং যথা ॥ ৪৪ ॥

হতে তস্মিংশ্চমুখ্যে ন কশ্চিৎ পুরুষোহভবৎ ।

তদা রক্ষোগণবলে প্রহস্তবশমাগতে ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে প্রহস্তবধো নাম

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

৪৪। লো-টী। বিকীর্ণং সর্কত্র ব্যাপ্তম্, যথা স্হাতুং ন শক্নোতি তথা।

৪৫। লো-টী। পুরুষোহভবৎ রক্ষঃপুরুষঃ রণে স্হাতুমিতি শেষঃ। পুরতোহভবদिति  
কচিৎ পাঠঃ।

[ লো-টী। ] পাবকনুশস্তং নীলহতং তরসা বলেন বিশিষ্টং মাতুলমিত্যশ্বয়ঃ। তচ্চাপি  
তেষাং স নিশমোতি, নিশম্য শ্রুত্বা।

প্রহস্তবধঃ ॥ ৩৪ ( ৩৩ ? ) ॥

রূপ মহাত্মা বানর নীল কর্তৃক প্রহস্ত নিহত হইলে রাক্ষসগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া  
লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। সেনাপতি নিহত হওয়ায় তাহারা আর রণক্ষেত্রে  
অবস্থান করিতে পারিল না ॥ ৪৩-৪৪ ॥

সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইলে তাহার অধীনস্থ রাক্ষসসৈন্যमध्ये কোন ব্যক্তিই  
[ রণক্ষেত্রে ] রহিল না ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বাণ্মাকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে প্রহস্তবধ-নামক

৩২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

১। ছ 'খানমুক্‌তমাগতে'। ২। ছ অতঃ পরং 'ততস্ত নীলো বিজয়ী মহাবলঃ প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্ণগা।  
সমেতা গ্রামেণ চ লক্ষ্মণেন প্রহৃষ্টরূপোহথ যযৌ হরৌধরঃ'। তস্মিন্ হতে রাক্ষসসৈন্যনাথে প্রবজমানাস্থবভেণ সংখ্যে।  
ভীমায়ুধং সাগরতুলাবেগং প্রহুত্বে রাক্ষসরাজসৈন্যম্ ॥ গচ্ছাপি রক্ষোহধিপতেঃ শশংস সেনাপতিং পাবকনুশস্তম্।  
তচ্চাপি তেষাং স নিশম্য বাক্যং রক্ষোধিপঃ ক্রোধবশং জগাম ॥ স মাতুলং নীলহতং নিশম্য শোকাঙ্কিতঃ ক্রোধ-  
পরীতচেতাঃ। উবাচ তান্ রাক্ষসযোধযুথ্যানিভ্রো যথৈবায়রযোধযুথ্যান্' ॥ ইত্যধিকম্।

## ( ৩৩ ) ত্রয়স্তিংশঃ সর্গঃ

প্রহস্তস্য বধং শ্রুত্বা রাবণো ভ্রাস্তমানসঃ ।

রাক্ষসানাদিদেশাশু রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ১ ॥

কার্য্যা শত্রুশ্চ নাবজ্ঞা যৈরিন্দ্রবলসূদনঃ ।

সূদিতঃ সৈন্যপালো মে সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ ॥ ২ ॥

রৈথৈর্হৈয়ৈর্গজৈশ্চৈব যাতুধানৈশ্চ সর্বশঃ ।

সোহহং রিপুবিনাশায় বিজয়স্য চ বৃদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

রাম-লক্ষ্মণয়োর্বৈরং স্বয়ং নির্যাতয়ামি বৈ ।

স্বয়মেব গমিষ্যামি রণশীর্ষমভিত্বরন্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। সূদিতঃ সূতঃ, সূদিত ইতি বা পাঠঃ। সানুযাত্রঃ প্রহস্তমহু যাত্রা গমনং  
যেষাং তৈঃ সৈন্যৈঃ (?) সহ বর্তমানঃ।

৪। লো-টা। বৈরং বীরত্বং শৌৰ্যং নির্যাতয়ামি প্রকুটয়ামি। যদ্বা, বৈরিণো ভাবঃ বৈরং  
শত্রুতা।

মহাবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ প্রহস্তের বধের কথা শুনিয়া, উদ্ভ্রাস্তচিত্তে  
সত্বর রাক্ষসদিগকে আদেশ করিলেন ॥ ১ ॥

যাহারা আমার ইন্দ্রেরও পরাভবকারী সেনাপতিকে হস্তী ও অমুচরবর্গের  
সহিত নিহত করিয়াছে, সেই শত্রুদের প্রতি অবজ্ঞা করিও না ॥ ২ ॥

রথ, অশ্ব, হস্তী ও রাক্ষসবৃন্দে সর্বতোভাবে পরিবৃত্ত হইয়া আমিই শত্রু-  
বিনাশ ও জয়লাভার্থে সত্বর সমরক্ষেত্রে গমন করিব, আমিই স্বয়ং রাম-লক্ষ্মণের  
বৈরনির্যাতন করিব ॥ ৩-৪

অহস্ত বানরানীকং সরামং সহলক্ষণম্ ।

বিধক্ষ্যামি পৃথংকৌটৈঃ শুক্লং বনমিবানলঃ ॥ ৫ ॥

স্বয়ং সন্তুর্পয়িষ্যামি পৃথিবীং কপিশোণিতৈঃ ।

রামঞ্চ লক্ষণঞ্চৈব প্রেষয়িষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৬ ॥

এবমুক্ত্বা মহাতেজা রাবণো লোকরাবণঃ ।

অগচ্ছৎ সহসা ক্রুদ্ধঃ সর্বসৈন্তেন সংবৃতঃ ॥ ৭ ॥

সংগ্রামমভিকাঙ্কন্তং রাবণং শ্রুত্য ভাবিনী ।

তদোথায় যযৌ দেবী নাম্না মন্দোদরী শুভা । ৮ ॥

মাল্যবন্তং করে গৃহ্য বৃপাক্ষসহিতা তদা ।

মস্ত্রিভির্মন্ত্রতদ্বৈজ্ঞাস্তথানৈর্মন্ত্রিসভমৈঃ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। শ্রুত শ্রুত।

৯। লো-টী। গৃহ্য গৃহীত।

অনল যেমন শুক্ল অরণ্যকে দগ্ধ করে, আমি সেইরূপ শরজালে রাম-লক্ষণের সহিত বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিব ॥ ৫ ॥

আমি স্বয়ং বানরগণের রক্তে পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করিব এবং রাম ও লক্ষণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৬ ॥

সর্বলোকভয়ঙ্কর মহাতেজস্বী রাবণ এই কথা বলিয়া সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত সৈন্তের সহিত গমন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৭ ॥

তখন সুন্দরী মন্দোদরী দেবী রাবণ সংগ্রামাভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া উত্থানপূর্বক গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

মন্দোদরী বেত্র, ঝর্ঝর ও অগ্ন্যস্ত্র আয়ুধধারী রাক্ষসবৃন্দ এবং বৃদ্ধা ও কুমারী

রাক্ষসৈরাবৃত্তা সর্কৈর্বেত্রকর্করপাণিভিঃ ॥

যোষিত্তিশৈব বৃদ্ধাভিস্তথা কন্যাভিরাবৃত্তা ॥ ১০ ॥

আয়ুধব্যগ্রহস্তৈশ্চ রাক্ষসৈশ্চ সমস্ততঃ ।

সভাং তু প্রস্থিতা দেবী যত্রাস্তে রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ছত্রেণ প্রিয়মাণেন অতিকায়পুরুষসরঃ ।

চামরৈরগ্র্যারামাভিবীজ্যমানঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ ॥ ১২ ॥

গব্যুতিমাত্রবিপুলাং ধ্বজমালোপশোভিতাম্ ।

উৎসারণং প্রকূর্বন্তির্বেত্রকর্করপাণিভিঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। বেত্রং লোকনিবারণার্থং, ঝর্ঝর ইতি মধুরবাগ্ভ্রবর্ণার্থম্। রাক্ষৌ বস্তুহিতসর্পাদীনাং ত্রাসক-ক্ষুদ্রঘটিকাদিঘূক্ত-লগুড় এব ঝর্ঝর ইতি বা। কন্যাভিঃ স্ত্রীয়াভিরন্তাভির্কা।

১১। লো-টী। প্রস্থিতা গতা।

১২। লো-টী। ছত্রেণ বিশিষ্টঃ অতিকায়ঃ পুরুষসরো অগ্রে বর্ত্তমানো যন্ত সঃ। অগ্র্যারামাভিঃ প্রধানস্ত্রীভিঃ।

১৩। লো-টী। ময়ন্ত হুহিতা রাবণং দ্রষ্টুং সভাং প্রবিষ্টা স্থিতেতি শেষঃ। প্রাবিশ্চেতি বা পাঠঃ। প্রকূর্বন্তির্বিশিষ্টা তথা প্রভয়া সসংভ্রমং সসাদ্বসং যথা উথায় পরিব্রজ্য হস্তং গৃহীত্বা দশাননঃ অতিকায়োহপি আসনগতোহভবদিতি সাক্ষোদায়ঃ।

রমণীবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া, মন্ত্রণাতব্ধ মন্ত্রী, অত্যাশ্রিত শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ও যুগাক্ষের সহিত মালাবানের হস্ত ধারণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সভায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৯-১১ ॥

অতিকায় ছত্র ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিল এবং সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রমণীগণ চামর ব্যাজন করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

তখন সেই ময়দানবনন্দিনী মন্দোদরী রাবণকে দেখিবার জন্য সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন, তদীয় বিচ্ছুরিত প্রভায় সভামণ্ডপ উদ্ভাসিত হইল, সেই সভা

প্রাবিশচ্চ সভাং দিব্যাং প্রভয়োদ্যোতমানয়া ।

দ্রষ্টুং বৈ রাবণং সা তু ময়স্তু ছুহিতা তদা ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্তাং দেবীং ততো রাজা প্রিয়াং মন্দোদরীং শুভাম্ ।

দৃষ্ট্বা সসম্ভ্রমং তূর্ণং পরিষজ্য দশাননঃ ॥ ১৫ ॥

যথাবচ্চাভিনন্দ্যাথ তদাসনগতোহভবৎ ।

প্রহস্তবধসন্তপ্তো অকম্পনবধাদ্বিতঃ ॥ ১৬ ॥

লঙ্কায়াশ্চাবমর্দেন কষায়ীকৃতলোচনঃ ।

সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষন্ স ব্যাকুলেনাস্তরাঙ্কনা ॥ ১৭ ॥

অত্রবীৎ বিধিবৎ সৌহৃদ্যং মহাগম্ভীরনিস্বনঃ ।

কিমাগমনকৃত্যং তে দেবি শীঘ্রং তদুচ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। অকম্পনবধাদ্বিত ইতি বিসন্ধির্ধারণঃ।

১৭। লো-টী। অবমর্দেন পীড়নেন।

দুইক্রোশ বিস্তৃত এবং ধ্বজমালায় পরিশোভিত ছিল। বেত্র ও কর্করধারী একদল লোক ভিড় সরাইয়া দিতে লাগিল ॥ ১৩-১৪ ॥

তার পর প্রহস্তের বধে সন্তপ্ত ও অকম্পনবধে ব্যথিত রাজা রাবণ প্রিয়া মহিষী মন্দোদরীকে আসিতে দেখিয়া সহর সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া এবং যথাযোগ্যরূপে অভিনন্দিত করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

লঙ্কার পরাভবে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল। তিনি ব্যাকুলচিত্তে সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন ॥ ১৭ ॥

তিনি ভয়ানক গম্ভীর স্বরে বলিলেন—“দেবি, তোমার আগমনের প্রয়োজন কি তাহা সহর বল ॥ ১৮ ॥

১। ছ ‘প্রবেশ’। ২। ছ ‘তথা’। ৩। ছ অতঃ পরং ‘মহিষী’ তদা তেজাসমান্তাদিদেশ হ। স্বর্ণরত্নজিহ্বাণি সোপধানানি সর্বশঃ। তেজাসনোপবিষ্টৌ হৃথানৌনু মন্ত্রিণু। পর্ধ্যক্ষেণ পবিষ্টৌ দ্বেদবী মন্দোদরী ততঃ। অতিকারো মহাবাহুঃ পিতরং চাভিবাহু তন্। ইত্যধিকম্। ৪। ছ ‘মাতরকান্তিবাহু’। ৫। ছ ‘-বহা’।



তুর্গং মম সমীপং তু কিমর্থং ত্রিমিহাগতা ।

মস্ত্রিভিঃ সহিতা কিম্মু ক্রহি সান্ধি যথা তথম্ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তে তু বচনে দেবী বচনমব্রবীৎ ।

বিজ্ঞাপ্য শৃগু রাজেন্দ্র যাচে ত্রাহং কৃতাজ্জলিঃ ॥ ২০ ॥

নাপরাধশ্চ কর্তব্যো বদন্ত্যা মম মানদ ।

শ্রুতা মে নগরী রুদ্ধা শ্রুতা মে রাক্ষসা হতাঃ ॥ ২১ ॥

ধূম্রাক্ষসহিতা বীরাঃ প্রহস্তুন সর্হেব চ ।

ভবন্তু যোদ্ধাকামক্ নিগতং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২২ ॥

ইতি সন্ধিস্ত্য রাজেন্দ্র মমাগমনকারণম্ ।

ন চ যুক্তং প্রযুক্তং স্বাতুং তস্মা মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। তুর্গং স্বরিতং যথা তথা ।

২১। লো-টী। অপরাধঃ ক্রোধঃ ।

২৩। লো-টী। সন্ধিস্ত্য শ্রুত্বা । ন চ যুক্তং, তব ন চোচিতম্ ।

হে সান্ধি, কি জন্ম তুমি দ্রুত আমার নিকট আগমন করিয়াছ এবং কি জন্মই মন্ত্রীদিগকে সঙ্গে আনিয়াছ তাহা যথাযথ ভাবে বল” ॥ ১৯ ॥

রাবণ এই কথা বলিলে মন্দোদরী বলিলেন—“রাজন্, আমার বক্তব্য শ্রবণ করণ, আমি কৃতাজ্জলি হইয়া আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২০ ॥

আমার কথায় অপরাধ গ্রহণ করিবেন না । শুনিয়াছি, লঙ্কা নগরী অপরুদ্ধ হইয়াছে, ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্তুের সহিত বহু বীর রাক্ষস নিহত হইয়াছে, আপনি যে যুদ্ধাভিলাষে নিগত হইবার সংকল্প স্থির করিয়াছেন তাহাও শুনিয়াছি ॥ ২১-২২ ॥

হে রাজেন্দ্র, এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই আপনাকে কিছু বলিবার জন্ম

১। চ ‘সর্গঃ’ । ২। ছ ‘মন্ত্র্যো’ । ৩। ছ ‘নিগতং’ । ৪। ছ ‘যাচে ত্রাহং কৃতাজ্জলিঃ’ । ছ-টিঙ্গণাং ‘ত্ৰাহং বক্তুং কিংকিাগতা’ । অস্ত পূর্বাঙ্কঃ পরম্ ‘এতদেব মহারাজ মমাগমনকারণম্’ । ইত্যধিকম্ ।

রামস্ত স্তমহাভাগ যস্ত ভার্য্যা হুয়া হতা ।

লক্ষ্মণস্ত চ সৌমিত্রেয়স্ত নাস্তি সমো যুধি ॥ ২৪ ॥

ন চ মানুষ্যমাত্রোহসৌ রামো দশরথাত্মজঃ ।

একেন যেন বৈ পূৰ্ব্বং বহবো রাক্ষসা হতাঃ ॥ ২৫ ॥

চতুর্দশসহস্রাণি জনস্থাননিবাসিনাম্ ।

খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তদা রামো ন মানুষ্যঃ ॥ ২৬ ॥

ত্রিশিরাশ্চ কবন্ধশ্চ বিরাধো দণ্ডকে হতঃ ।

শরেণৈকেন বালী চ তদা রামো ন মানুষ্যঃ ॥ ২৭ ॥

শঙ্কে চৈনং মহারাজ মারীচমথনাদহম্ ।

পিতৃশ্চ বচনাদ্রামঃ প্রবিষ্টো দণ্ডকং বনম্ ॥ ২৮ ॥

২৮। লো-টী। যথাং যথা, মারীচস্ত বধমাপ্রিত্য।

আসিয়াছি। হে মহাভাগ, যাঁহার ভার্য্যাকে আপনি হরণ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা রামের এবং যুদ্ধে যাঁহার সমান আর কেহ নাই সেই স্মিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের সম্মুখীন হওয়া উচিত নহে ॥ ২৩-২৪ ॥

যিনি পূৰ্ব্বে একাকী বহু রাক্ষস নিহত করিয়াছেন সেই দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র সাধারণ মনুষ্য মাত্র নহেন ॥ ২৫ ॥

রাম যুদ্ধে জনস্থাননিবাসী চতুর্দশ-সহস্র রাক্ষস এবং খরকে নিহত করিয়াছেন। সুতরাং রাম সাধারণ মনুষ্য নহেন ॥ ২৬ ॥

দণ্ডকারণ্যে ত্রিশিরাঃ, কবন্ধ ও বিরাধকে নিহত করিয়াছেন, একশরে বালীকে বধ করিয়াছেন, সুতরাং রাম সাধারণ মনুষ্য নহেন ॥ ২৭ ॥

হে মহারাজ, মারীচ-বধের জন্তও আমি ইহাকে আশঙ্কা করি। পিতার আদেশে ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী রাম ভ্রাতার সহিত অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে

ব্রহ্মচর্য্যব্রতে যুক্তঃ সহ ভ্রাত্ৰা বনে চরঃ ।

তস্ম ভাৰ্য্যা জনস্থানাৎ কিমানীতা পতিব্রতা ॥ ২৯ ॥

অকারণকৃতং যৎ তে দোষায় সমুপস্থিতম্ ।

পতিব্রতাপরাধস্ত দোষমাবহতে মহৎ ॥ ৩০ ॥

ন শক্যং রোচতে বুদ্ধ্যা এতেষাং মন্ত্রিণাং তথা ।

রামভাৰ্য্যা সতী সা তু রামায় প্রতিদীয়তাম্ ॥ ৩১ ॥

বিভীষণেন চৈবোক্তং পূৰ্ব্বমেব মহাত্মনা ।

গতস্তত্ৰৈব চাসৌ ত্বাং ত্যক্ত্বা রাজ্যং করিস্ম্যতি ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। কিং কিমর্থম্।

৩০-৩১। লো-টী। মহৎ যথা তবতি তথা আবহতে জনয়তি। কিঞ্চ, রামেণ সহ যুদ্ধং জেতুং শক্যমিতি চ মহৎ মন্ত্রিণাঞ্চ বুদ্ধ্যা ন রোচতে।

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা ভাৰ্য্যাকে কিজন্ত জনস্থান হইতে হরণ করিলেন ? ॥ ২৮-২৯ ॥

আপনি অকারণে যাহা করিয়াছেন তাহাই দোষাবহ হইয়াছে। পতিব্রতা রমণীর কাছে অপরাধ করা অত্যন্ত দোষাবহ ॥ ৩০ ॥

এই মন্ত্রীদের বুদ্ধি অমুসারেও যুদ্ধ অভিপ্রেত নহে। রামের সেই সাক্ষী ভাৰ্য্যাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করুন ॥ ৩১ ॥

মহাত্মা বিভীষণ পূৰ্ব্বেই একথা বলিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই পক্ষেই যোগদান করিয়াছেন। তিনিই ভবিষ্যতে রাজত্ব করিবেন [ এইরূপ সম্ভাবনা ] ॥ ৩২ ॥

১। হ 'তত্তে'। ২। হ '-তাবরোধস্ত'। ৩। হ 'দোষমাবহতে'। ৪। হ 'তদেব'। ৫। হ

বরবস্ত্রাণি রত্নানি প্রেষয়াম রঘুভ্রমে ।

সীতাকৈব মহারাজ স্ববর্ণং বাহনানি চ ।

মণিমুক্তাপ্রবালঞ্চ তথা রজতমেব চ ॥ ৩৩ ॥

মাল্যবানান্তু সংযাতু যুপাক্ষশ্চ তথৈব চ ।

অতিকায়স্তথা চায়াং কার্য্যাকাৰ্য্যাবিশারদঃ ॥ ৩৪ ॥

বিভীষণো গতঃ পূৰ্ব্বেমেতিস্তত্র গতেক্ষ বম্ ।

সন্ধিং করিষ্যতি ব্যক্তং রাঘবং প্রণিপত্য চ ।

সংমান্য মৈথিলীং চান্মৈ প্রদাস্ততি বিভীষণঃ ॥ ৩৫ ॥

মাল্যবানতিকায়শ্চ রাক্ষসানাং হিতে রতাঃ ।

রাঘবং যাচ্য শিরসা সন্ধিং কুৰ্ব্বন্তু রাবণ ॥ ৩৬ ॥

৩৩। লো-টী। মণিমুক্তাং মুক্তাম্।

৩৫। লো-টী। সংমান্য বস্ত্ররত্নাদিভিঃ।

৩৬। লো-টী। যাচ্য যাচিষ্য।

মহারাজ, আমাদের রামচন্দ্রের নিকট সীতাকে এবং উত্তম বস্ত্র ও মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্নরাজি ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি প্রেরণ করা উচিত ॥ ৩৩ ॥

মাল্যবান্, যুপাক্ষ এবং কার্য্যাকাৰ্য্য-বিশারদ ‘অতিকায়’ সহর গমন করুন ॥ ৩৪ ॥

বিভীষণ পূৰ্ব্বে হইতেই গমন করিয়াছেন, ইহারা গমন করিলে তিনি ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রণিপাতপূৰ্ব্বক রামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত সীতাকে তাঁহার নিকট প্রদান করিবেন এবং সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন ॥ ৩৫ ॥

হে রাবণ, বিভীষণ, মাল্যবান্ ও অতিকায়, ইহারা রাক্ষসদিগের হিতসাধনে নিরত। ইহারা রাঘবের নিকট অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিয়া সন্ধি স্থাপন করুন ॥ ৩৬ ॥

১। হ ‘বস্ত্রাণি চৈব রত্নানি’। ২। হ ‘-রাত্’। ৩। হ ‘-বানমুসংযাতু’। ৪। হ ‘মহামতিঃ’। ৫। হ ‘পূৰ্ব্বে চতুর্ভিষ্মহুগৈঃ সহ’। ৬। হ ‘সঃ’। ৭। হ ‘মাল্যবান্চ সহামাত্যো’। ৮। হ ‘রতঃ’। ৯। হ ‘শিরসা যাচ্য’। ১০। হ ‘সন্ধিমেষ করিষ্যতি’।

স্বজনস্য ক্ষয়ং কৃৎস্না পুত্রভ্রাতৃবধং তথা ।

সংশয়ং পরমং গহ্বা কিং জিতেন করিষ্যসি ॥ ৩৭ ॥

চঞ্চলা যুদ্ধসিদ্ধিস্তু হস্তি বা হন্যতেহপি বা ।

তস্মাদ্ যুদ্ধং ন রোচেত সন্ধিং কুরু দশানন ॥ ৩৮ ॥

প্রণিপত্য মহাবাহো রাঘবং প্রীতিনন্দন ।

দীয়তামস্মৈ সীতাং সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্ ॥ ৩৯ ॥

সাম্প্রতং সংশয়ো রাজন্ পুরং স্বং চ সবাঙ্কবম্ ।

মুক্তং ত্বং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বর্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

৩৭। লো-টী। জিতেন জয়েন।

৩৯। লো-টী। হে প্রীতিনন্দন প্রীতিসংবর্দ্ধক।

৪০। লো-টী। স্বপুং সাম্প্রতং সংশয়ং সংশয়স্থং ততো মুক্তং তাজ সীতাম্, অত্র অগ্নিন্ ত্যাগে সতি সংশয়ঃ পুংস্তা নানো ন বর্ততে।

পুত্র ও ভ্রাতৃবধ এবং স্বজনক্ষয় করিয়া এবং অত্যন্ত সংশয়াক্রান্ত হইয়া জয়লাভে আপনি কি করিবেন? ॥ ৩৭ ॥

হে দশানন, যুদ্ধে সিদ্ধিলাভ অনিয়ত। তাহাতে শত্রুবধ অথবা শত্রুহস্তে নিহত হওয়া, দুইই সম্ভব। সুতরাং যুদ্ধ রুচিকর নহে, আপনি সন্ধিস্থাপন করুন ॥ ৩৮ ॥

হে মহাবাহো, রামচন্দ্র প্রণয়-লাভে আনন্দিত হন। আপনি প্রণত হইয়া সীতাকে তাঁহার নিকট প্রদান করুন এবং তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন আপনার অভিপ্রেত হউক ॥ ৩৯ ॥

হে রাজন্, সাম্প্রতি সংশয় উপস্থিত; হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, [সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া] লঙ্কানগরীকে এবং নিজকে [এই সংশয় হইতে] মুক্ত করুন, এবিষয়ে সন্দেহ (ইত্যন্ততঃ) করিবার কারণ নাই ॥ ৪০ ॥

১। চ ইতঃ পূর্বে 'সাম ভেদং তথা দানং রাজ্যমেতদ্রমং শুভম্'। অশুভস্ত ভবেৎ যুদ্ধং তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জয়েৎ ॥ 'অভিন'গৈর্জিতং মত্তে অজিতং বিজয়ং যৎ'। ইত্যধিকম্। ২। হ 'জয়েন'। ৩। হ 'যুদ্ধি সিদ্ধিস্তু'। ৪। হ '-চেহং'। ৫। হ '-বাহু'। ৬। হ '-নন্দিন'। ৭। হ 'সংশয়ে'। ৮। হ 'আস্মা চ'।

তস্মাদেতদ্ ব্রবীম্যেয পুরস্তাস্ত্র কুলস্ত্র চ ।

রক্ষণীয়াস্ত্রযার্থা বৈ সর্বমাত্মন্যধিষ্ঠিতম্ ॥ ৪১ ॥

ক্ষমাশীলস্তথা রামঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ।

ধৰ্ম্মনিষ্ঠো মহারাজ শরণাগতবৎসলঃ ॥ ৪২ ॥

কুরুতে মুদিতঃ সন্ধিং রামো দশরথাত্মজঃ ।

লক্ষ্মণশ্চ মহাবাহুনিত্যং ভ্রাতৃহিতে রতঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রহস্তুেন কৃতং কিন্নু যুধ্যতা বানরে বলে ।

ধূম্রাক্ষেণ চ রাজেন্দ্র নিত্যং সমরবুদ্ধিনা ॥ ৪৪ ॥

বজ্রদংষ্ট্রেণ চ তথা মহামায়েন রক্ষসা ।

অকম্পনেন বীরেণ যুধ্যতা রাক্ষসেশ্বর ॥ ৪৫ ॥

৪১। লো-টা। অস্ত্র রাক্ষসস্ত্র অর্থাৎ যে হিতার্থা তে ত্রয়া রক্ষণীয়াঃ। কৃত (?) আত্মনি ত্রয়ি রাক্ষসকুলস্ত্র যৎ কিঞ্চিৎ হিতং তদধিষ্ঠিতং স্বামিকৃত্য স্থিতমিত্যর্থঃ।

সেই জন্তাই আমি ইহা বলিতেছি যে, এই নগরীর এবং এই বংশের সমস্তই আপনার রক্ষা করা উচিত। আপনার নিজের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে ॥ ৪১ ॥

হে মহারাজ, রামচন্দ্র ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, ধৰ্ম্মনিষ্ঠ এবং শরণাগত-বৎসল ॥ ৪২ ॥

দশরথ-নন্দন রাম এবং ভ্রাতার কল্যাণসাধনে নিরত মহাবাহু লক্ষ্মণ আনন্দিত হইলে সন্ধিস্থাপন করিবেন ॥ ৪৩ ॥

হে রাজেন্দ্র, নিয়ত-সমরোৎসাহী ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্তু যুদ্ধ করিয়া বানরসৈন্যের কি করিয়াছেন? ॥ ৪৪ ॥

হে রাক্ষসরাজ, মহামায়াবী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র এবং বীর অকম্পনই বা যুদ্ধ করিয়া কি করিয়াছেন? ॥ ৪৫ ॥

তথান্নৈষু<sup>১</sup>ধ্যমানৈশ্চ কিং কৃতং বানরে বলে ।

ন হতো যুথপঃ কশ্চিৎ বনোদ্দেশোহপি বানরঃ ॥ ৪৬ ॥

যেষাং বীৰ্য্যাঙ্ঘ্রিভেতীন্দ্রঃ কুবেরবরুণাবপি ।

যমো বৈবস্বতো যেষাং তথান্নো দেবদানবাঃ ॥ ৪৭ ॥

যেষাং নাস্তি সমো বীৰ্য্যো তে হতা বানরৈষু<sup>২</sup>ধি ।

ন চাপি বানরাঃ শক্যা হস্তং পাদপযোধিনঃ ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসানাং তু রামেণ স্ত্রীবেণ চ পালিতাঃ ।

তত্র তে রোচতাং সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ ॥ ৪৯ ॥

মা কৃথাঃ পুরনাশং তু মা কৃথাঃ কুলসংক্ষয়ম্ ।

হিতং সর্বং ব্রবীম্যেমা কুরুষ্ব বচনং মম ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে মন্দোদরীবাচ্যং নাম  
ত্ৰয়স্তিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

৪৬। লো-টী। বনোদ্দেশঃ বনমেব তৎ উৎকৃষ্টঃ দেশো বসতির্থস্ত সঃ ।

৪৭। লো-টী। যুথ প্রহস্তস্ত বীৰ্য্যাং, যেষামকম্পনাদীনাং বীৰ্য্যো ।

ত্রীযুক্তলোকনাথ-চক্রবর্তি-কৃতায়াম্ লক্ষ্মা-মনোহরায়াম্ মন্দোদরী-বাক্যম্ ॥

অত্যাশ্রয় বীরগণই বা যুদ্ধ করিয়া বানর-সৈন্যের কি করিয়াছেন? বনবাসী বানর হইলেও তাহাদের কোনও দলপতিই নিহত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, সূর্য্য-পুত্র যম এবং অত্যাশ্রয় দেবতা ও দানবগণ যাহাদের বীৰ্য্যে ভীত, বীরহে যাহারা অতুলনীয়, সেই রাক্ষসগণ যুদ্ধে বানরের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃক্ষ দ্বারা যুদ্ধপরায়ণ বানরগণকে রাক্ষসগণ বধ করিতে পারিবে না, তাহারা রাম এবং স্ত্রীবে কর্তৃক রক্ষিত। হে রাবণ, রামের সহিত সন্ধি আপনার অভিপ্রেত হউক ॥ ৪৬-৪৯ ॥

নগর-ধ্বংস ও বংশ-নাশ করিবেন না, আমি সমস্তই হিতকর বাক্য বলিতেছি, আমার কথা রক্ষা করুন” ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে মন্দোদরীবাচ্য-নামক

৩৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

১। হ ‘রাবণ’। ২। হ ‘রাক্ষসাপাশ’। ৩। হ অতঃ পরং ‘যোগাশ্রয় রাবণো মিত্রঃ কঠিবীৰ্য্যার্জুনো বখা’ ইত্যধিকম্। ৪। হ ‘শৌর্য্যমানিষং’।

( ৩৪ ) চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

তস্তাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রিয়ায়া রাক্ষসেশ্বরঃ ।

দীর্ঘমুঞ্চঞ্চ নিশ্বস্তু নিরীক্ষ্য চ সভাসদঃ ।

বসন্তে মন্দোদরীং গৃহ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১ ॥

ত্বয়াহং হিতকাজ্জিগ্যাসা বচো যদভিভাষিতঃ ।

ন তন্মনসি মে দেবি প্রবিবেশাপ্রিয়ং প্রিয়ে ॥ ২ ॥

দেবান্ জিত্বা রণে পূর্বমসুরোরগদানবান্ ।

প্রণমে মানুষ্যং কস্মাদ্ বানরং যঃ সমাপ্রিতঃ ॥ ৩ ॥

প্রণম্য রামং কাকুৎস্থং কিং নু বক্ষ্যন্তি দেবতাঃ ।

কীদৃশং বা ভবেম্মহং জীবিতং হততেজসে ।

হত্বা তস্ত পুরা ভার্য্যাং মানং কৃত্বা হৃদারুণম্ ॥ ৪ ॥

১। গো-টী। গৃহ্য গৃহীত্বা।

রাক্ষসরাজ . রাবণ প্রিয়া মন্দোদরীর সেই কথা শুনিয়া তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সভাসদদিগের প্রতি [একবার] দৃষ্টিপাত করত মন্দোদরীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন— ॥ ১ ॥

“হে দেবী, হে প্রিয়তমে, তুমি আমার হিতকাজ্জিগ্যাসা বচন বলিলে, সেই অপ্রিয় বাক্য আমার অন্তরে প্রবেশ করে নাই ॥ ১ ॥

পূর্বে অসুর, উরগ, দানব ও দেবগণকে পরাজিত করিয়া [সম্প্রতি] বানরের আশ্রিত মানুষ্যের নিকট প্রণত হইব কি জ্ঞাত ? ॥ ৩ ॥

কুকুৎস্থনন্দন রামকে প্রণাম করিলে দেবগণ কি বলিবেন ? পূর্বে তাহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া এবং দারুণ অহঙ্কার করিয়া সম্প্রতি নিস্তেজ হইয়া জীবিত থাকাই বা আমার পক্ষে কিরূপ হইবে ? ॥ ৪ ॥

১। হ ‘ভাষিতম্’। ২। হ ‘প্রবিণতপ্রিয়ং প্রিয়ম্’। ৩। হ ‘বানরান্’। ৪। হ ‘বক্ষ্য’ (?)। ৫। হ ‘-সঃ’।



রাক্ষসান্ ঘাতয়িত্বা তু লক্ষ্মাং সংপীড়্য সৰ্ব্বতঃ ।

রাঘবং প্রণমে কস্মাদ্বীনবীৰ্য্য ইবাবলঃ ॥ ৫ ॥

[ জানামি সীতাং জনকপ্রসূতাং

জানামি রামং মধুসূদনকং ।

এতদ্বি জানাম্যহমশ্চ বধ্য-

স্তথাপি সন্ধিং ন করোম্যেনেন ॥ ৬ ॥ ]

রাঘবং প্রণমন্ বাহুং কথং জীবিতুমুৎসহে ।

এষ মে সহজো ভাবো নিত্যং মনসি নিষ্ঠিতঃ ॥ ৭ ॥

৫। লো-টী। মহতে মহত্তরায় বলবতে চ সন্ধিরার্থঃ। ন বিজ্ঞতে চলা লক্ষ্মার্ষস্ত  
সোহ্চলঃ।

৭। লো-টী। সহজো ভাবঃ স্বভাবসিক্তো ধর্ম্মঃ নিষ্ঠিতঃ নিষ্ঠাং পরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তঃ।

রাক্ষসদিগকে নিহত করাইয়া এবং লক্ষ্মানগরীকে সর্ব্বতোভাবে  
পীড়িত করাইয়া বলবীৰ্য্যহীন ব্যক্তির ন্যায় রামের কাছে প্রণত হইব  
কেন? ॥ ৫ ॥

[ জানি সীতা জনকনন্দিনী, জানি রাম অয্যং মধুসূদন, এবং ইহাও  
জানি যে, আমি ইহার বধ্য, তথাপি ইহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিব  
না ॥ ৬ ॥ ]

রামের নিকট প্রণত হইয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারি?  
ইহাই আমার স্বাভাবিক মনোভাব এবং এই ভাবই সর্ব্বদা আমার মনের মধ্যে  
রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

১। হ 'চ'। ২। হ 'সর্ব্বলঃ'। ৩। হ 'মানুষ্য'। ৪। হ 'ইবাচলঃ'। ৫। হ 'ধরণি'।

৬। হ 'এতচ্চ'। ৭। হ 'দোষো'। ৮। হ 'বি'।

অপি ভজ্যে তদা দেবি ন নমেয়ং তু কশ্চচিৎ ।

ত্রৈলোক্যে স পুমান্ নাস্তি যো ময়া ন জিতো রণে ॥ ৮ ॥

দেবানাঞ্চ বলং হত্বা দেবরাজো ময়া জিতঃ ।

রাঘবং প্রণমে কশ্মান্মুর্দ্ধ্বি স্থিত্বা তু দেহিনাম্ ॥ ৯ ॥

মা কৃথা হৃদি সস্তাপং সংজয়িষ্যে শুচিস্মিতে ।

হনিষ্যে রাঘবকৈব লক্ষ্মণং বানরাংশ্চ তান্ ॥ ১০ ॥

সুগ্রীবঞ্চ বধিষ্যামি হনুমন্তঞ্চ বানরম্ ।

ন তু সন্ধিং করিষ্যামি রাঘবেণ সত্বে তু ॥ ১১ ॥

বৈদেহীং নার্পয়িষ্যামি রাঘবস্তু ভয়াদহম্ ।

সাম্প্রতং চ ন সন্ধিং তু করিষ্যতি স রাঘবঃ ॥ ১২ ॥

৮। লো-টী। ভজ্যে ত্রিয়ে ।

১২। লো-টী। সাম্প্রতং কৃতমপি সন্ধিম্ ।

আমি বরং ভাজিয়া ( অর্থাৎ মরিয়া ) যাইব, কিন্তু কাহারও নিকট নত হইব না। ত্রৈলোক্যে এমন ব্যক্তি কেহ নাই, যাহাকে আমি যুদ্ধে পরাজিত করি নাই ॥ ৮ ॥

আমি দেবতাদের বল নাশ করিয়া দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছি। সমস্ত প্রাণীর মন্তকে অবস্থান করিয়া সম্প্রতি রামের নিকট নত হইব কেন ? ॥ ৯ ॥

হে সুন্দরি, মনে মনে কোনরূপ সস্তাপ করিও না, আমি জয়লাভ করিব। রাম, লক্ষ্মণ এবং সেই বানরদিগকে নিহত করিব ॥ ১০ ॥

বানর সুগ্রীব এবং হনুমানকেও বধ করিব কিন্তু রামের সহিত সন্ধিস্থাপন করিব না ॥ ১১ ॥

আমি রামের ভয়ে সীতাকে প্রদান করিব না। তা' ছাড়া সেই রামও সম্প্রতি সন্ধি করিতে সম্মত হইবে না ॥ ১২ ॥

১। হ অস্ত পূর্বাদ্বিত্ত স্থানে 'যেবাং রক্ষঃসহপ্রাণাং নিতাং মধ্যেহস্মি বিষ্ঠিতঃ। তেবাং মধ্যে কথং স্বাত্ত্বং শক্যে শত্রুবশভতঃ। ব্রতমেতৎ পুত্রা সত্তেহ্য রাক্ষসানাং হিতস্য মে। অধিরাজো তদা দেবি ন নমেয়স্ত কশ্চচিৎ' ॥ ইত্যধিকম্। ২। হ 'বিজ্ঞ-'।

সাগরং স্তমহদ্ বদ্ধা রুদ্ধা লঙ্কাং সকাননাম্ ।

রাক্ষসপ্রবরান্ হত্বা সন্ধিং কুর্যাৎ কথং প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥

ন ত্বহং সন্ধিমিচ্ছামি কদাচিদপি ভাবিনি ।

গচ্ছ ত্বং ভব বিশ্রুতা সর্বমেতৎ স্থথোদয়ম্ ॥ ১৪ ॥

মা কুথা হৃদি সন্তাপম্ অহং যাস্তে রণাজিরম্ ।

অত্ সর্বান্ হনিষ্যামি শত্রুন্ সমরমূর্ছনি ॥ ১৫ ॥

পুত্রাশ্চ তে মহাবীৰ্যা মেঘনাদপুরোগমাঃ ।

ন তেষাং মুচ্যতে কশ্চিদপি মৃত্যুর্বরাননে ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-টী। স্তমহদ্ যথা।

১৪। লো-টী। স্থথানামুদয়ো ষষ্ঠাৎ তৎ।

১৫। লো-টী। রণাজিরং রণভূমিম্।

১৬। লো-টী। তেষাং সকাশাৎ হস্তাদিত্যর্থঃ। কশ্চিদপি মৃত্যুঃ শত্রুঃ।

হে প্রিয়ে, রাম বিশাল সমুদ্র বন্ধন করিয়া, কাননসমন্বিত লঙ্কানগরী অবরুদ্ধ করিয়া, বড় বড় রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া এক্ষণে সন্ধিস্থাপন করিবে কেন ? ॥ ১৩ ॥

হে সুন্দরি, আমি কখনও সন্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি যাও, বিশ্বাস কর, এই সমস্তই [ পরিণামে ] সুখাবহ ॥ ১৪ ॥

মনে মনে সন্তাপ করিও না, আমি রণক্ষেত্রে গমন করিব এবং অত্ সম্মুখ-সমরে সমস্ত শত্রুকে নিহত করিব ॥ ১৫ ॥

হে সুন্দরি, তোমার মেঘনাদ প্রভৃতি পুত্রগণও মহাবীৰ্য্যশালী। তাহাদের নিকট হইতে কেহই এমন কি সাক্ষাৎ কৃতান্তও মুক্তি পাইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

অন্তঃপুরায় গচ্ছ ত্বং সুখিনী তব সম্মুখা ।

এবমুক্তা পরিষজ্য ভার্য্যাং শ্রীতিমনা ইব ॥ ১৭ ॥

প্রবিবেশ তদা দেবী স্বয়ং চ ভবনং শুভম্ ।

চিন্তয়ামাস তদ্ ঘোরং বিগ্রহং সমুপস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাবণস্ত ততো বাক্যং রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ।

কল্ল্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং ক্ষিপ্ৰমানীয়তাং ততঃ ॥ ১৯ ॥

অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিগূঢ়ং হৃদয়ে শয়ম্ ।

দেবাস্থরে যথা পূর্বং দেবতা নিহতা যুধি ॥ ২০ ॥

১৮। লো-টী। তদ্ বিগ্রহং যুদ্ধম্। বিগ্রহং কায়বিস্তারে বিভাগে না রণেঃস্ত্রিয়ামিতি কোষঃ।

২০। লো-টী। নিগূঢ়ং গুপ্তং, দেবাস্থরে যুদ্ধে রুদ্রেণ নিগূঢ়ঃ ক্রোধঃ যথা অন্ধকে মূর্ত্তঃ, তদা নিহতে, শিতাশ্তীক্লাঃ।

তুমি অন্তঃপুরে গমন কর এবং পুত্রবধূদের সহিত সুখে অবস্থান কর।” এই বলিয়া রাবণ মন্দোদরীকে আলিঙ্গন করিয়া যেন কিঞ্চিৎ শ্রীতিলাভ করিলেন ॥ ১৭ ॥

তখন মন্দোদরী স্বয়ং গৃহে গমন করিলেন এবং উপস্থিত সেই ভীষণ যুদ্ধের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

তার পর রাবণ রাক্ষসদিগকে এই কথা বলিলেন—“সত্তর আমার রথ সুসজ্জিত কর এবং তার পর সত্তর [ উহা ] আনয়ন কর ॥ ১৯ ॥

আজ আমি হৃদয়াভ্যন্তরে বিলীন নিগূঢ় ক্রোধকে প্রকাশিত করিব। পূর্ব্বে দেবাস্থর-সংগ্রামে যেমন দেবগণ নিহত হইয়াছে [ আজ সেইরূপ রাম আমার নিকট নিহত হইবে ] ॥ ২০ ॥

১  
ময়া বোর্যেণ মহতা দেবরাজশ্চ নির্জিতঃ ।

২  
চিরকালস্থিতং হেতদ্ যুদ্ধং মে রাঘবেণ চ ॥ ২১ ॥

অথ তুণীশয়া বাণা নিমুক্তা ইব পন্নগাঃ ।

রামং সমভিধাবন্তু বিষাগ্নিপ্রতিমাঃ শিতাঃ ॥ ২২ ॥

৩  
সুতেজিতৈ রুহ্মপুত্ৰৈস্তৈলধৌতৈহিরণ্ময়ৈঃ ।

৪  
শরীরং দীপয়িষ্যেহমুচ্ছাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে রাবণবাক্যং নাম

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

২৩। লো-টী সুতেজিতৈঃ রুহ্মপুত্ৰৈর্বাণৈঃ শরীরং শরীরানি মমাহুজান্  
বিভীষণেন সহ বর্তমানান্ লঙ্কামতিক্রান্তান্ পার্শ্বমুপগতাংশ্চ রাঘবৌ চ গৃহ গৃহীত্বা সোহহং দীপয়িষ্যে  
ইতি পূর্বক্রিয়াবধঃ ॥

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবাক্যং নাম ॥

আমি মহাবীর্য-প্রভাবে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছি। দীর্ঘকাল পরে  
এই আমার রামের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

আজ আমার তুণগর্ভশায়ী বিঘ, অগ্নি ও সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিমুক্ত  
হইয়া রামের প্রতি ধাবিত হউক ॥ ২২ ॥

আমি উচ্ছাদ্বারা হস্তীর ন্যায় উত্তমরূপে শানিত সুবর্ণপুত্ৰ তৈলধৌত স্বর্ণ-  
নির্মিত শরদ্বারা শত্রু-শরীর উদ্দীপ্ত করিব ( জ্বালাইয়া দিব ) ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণবাক্য-নামক

৩৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

১। হ অস্ত পূর্বার্জং নাস্তি। ২। হ 'কালে'। ৩। হ 'সুতেজসৈব কাহুংসং তৈল-'। ৪। হ '-রাণীপ-' (?)।

৫। হ অতঃ পরং 'বানরান্ হবদ্বান্ গৃহ-রাঘবেণ প্রণোদিতান্। মহাবানান্ হনিষ্যামি মম পার্শ্বমুপাগতান্ ॥ ইত্যধিকম্।

( ৩৫ ) পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

স এবমুক্তা জ্বলনপ্রকাশঃ

রথঃ তুরঙ্গোত্তমরাজযুক্তম্ ।

প্রকাশমানং বপুষা বরেণ

সমারুরোহামররাজশত্রুঃ ॥ ১ ॥

স শঙ্খভেরীপটহপ্রণাদৈ-

রাক্ষ্ণেড়িতাশ্ফোটিতসিংহনাদৈঃ ।

পুণ্যৈঃ স্তবৈশ্চাপ্যভিপূজ্যমান-

স্তদায়যৌ রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥ ২ ॥

১। লো-টী। তুরগোত্তমানাং বাজেন বায়ুবেগেন যুক্তম্। ‘বাজঃ পক্ষৌ স্বনে রয়ে’ ইতি ভূরি०। তুরঙ্গোত্তমরাজিযুক্তমিতি পাঠে তুরঙ্গোত্তমানাং রাজ্যা শ্রেণ্যা যুক্তং, বারণশ্রেষ্ঠেন বপুষা বিশিষ্টঃ।

( লো টী। ) অতিবলেন অতিশয়সৈন্তেন। সম্যগুদীর্ণঃ জাতঃ মনুদৈর্ভং ত্রঃপঞ্চ বস্ত্র তম্।

২। লো-টী। আক্ষেড়িতং রক্ষসাং সামান্তধ্বনিঃ। আশ্ফোটিতং বাহুধ্বনিঃ, সিংহনাদশ্চ ঘোধানাং, তৈঃ পুণ্যৈঃ মনোনৈজঃ।

উত্তম শরীর দ্বারা শোভমান দেবরাজ-শত্রু রাবণ এই কথা বলিয়া উত্তম অশ্বযুক্ত অগ্নির ত্রায় দীপ্যমান রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১ ॥

তখন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজ রাবণ শঙ্খ, ভেরী ও পটহধ্বনি, [ রাক্ষসদের ] গর্জনে, বাহ্মাশ্ফোট ও সিংহনাদ এবং পবিত্র স্তব দ্বারা সম্মানিত হইয়া যাত্রা করিলেন ॥ ২ ॥

১। ছ ‘রাজি-’। ২। ছ ‘পরেণ’। ৩। ছ অতঃ পরম্ ‘আরুহ তং বারণতৈঃ সমেতং দিব্যস্তথা রাক্ষসরাজপুত্রৈঃ। যযৌ তদাযোধনমুগ্রবীৰ্য্যো বেগেন রোষস্ত বলেন চৈব॥ তমেকবীরং সমুদীর্ণমহুং নিশাচরেন্নাং হবিবৃক্ষকোপম্। তদামুগ্রগুণিরি রাজকজা রক্ষোগণাঃ সংযুক্তা জাতহর্ষাঃ’ ॥ ইত্যধিকম্। ৪। ছ ‘-যুজা-’।

সশৈলজীমূতনিকাশকায়ৈ-

ম'ংসাশনৈঃ পাবকদীপ্তনৈত্রৈঃ ।

বভৌ বৃতো রাক্ষসযোধমুখ্যৈ-

ভু'তৈবৃতো রুদ্র ইবামরেশঃ ॥ ৩ ॥

ততো নগর্যাঃ সহসা মহৌজা

নিজ্জন্ম্য তদ্বানরসৈশ্চমুগ্রম্ ।

সমুত্থতং পাদপশৈলহস্তং

মহার্ণবাস্তস্তনিতং দদর্শ ॥ ৪ ॥

তদ্রাক্ষসানীকমতিপ্রকাণ্ডম্

আলোক্য রামোহমরতুল্যরূপঃ ।

বিভীষণং শস্ত্রভূতাং বরিষ্ঠম্

উবাচ শৈলাগ্রগতো মহাত্মা ॥ ৫ ॥

৩। লো-টা। শৈলজীমূতেতি ক'চৎ পাঠঃ। নীলজীমূতেতি পাঠে জীমূতো মেঘঃ।  
পাবকদীপ্তনৈত্রৈঃ। কচিৎ পাবকনেত্রদীপ্তিরিতি পাঠে বিশেষণস্ত পরনিপাতঃ। বলৈঃ সৈত্রৈঃ।

৪। লো-টা। মহার্ণবাস্তস্তনিতং মহার্ণবাস্তস ইব স্তনিতং গজ্জিতং বস্ত্র ভং।

৫। লো-টা। শৈলাগ্রগতঃ স্রবেলাগ্রগতঃ।

রাবণ অগ্নিতুল্য-নেত্রবিশিষ্ট মেঘ ও পর্বতপ্রমাণ দেহধারী শ্রেষ্ঠ রাক্ষস-  
যোদ্ধৃবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূত-পরিবৃত দেবাদিদেব মহাদেবের আয় শোভা  
পাইতে লাগিলেন—॥ ৩ ॥

তার পর মহাবলশালী রাবণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া মহাসমুদ্রের আয়  
গজ্জন-নিরত পাদপ ও পর্বতধারী সেই সমুত্থত ভীষণ বানর-সৈন্য দর্শন করিলেন ॥৪॥

দেবতুল্য রূপবান্ পর্বতাগ্রসমাক্রুত মহাত্মা রামচন্দ্র সেই অতিবিশাল

নানাপতাকাধ্বজশস্ত্রজুষ্কং

প্রাসাসিশূলাশনিচক্রজুষ্কম্ ।

কশ্বেদমক্ষোভ্যমভীরু সৈন্যঃ

নাগেন্দ্ররাজোপমরাজজুষ্কম্ ॥ ৬ ॥

ততঃ স রামশ্চ বচো নিশম্য

বিভীষণঃ শক্রসমানবীৰ্য্যঃ ।

শশংস রামায় বলপ্রবীরান্

ছুরাসদান্ রাক্ষসপুঙ্গবাংস্তান্ ॥ ৭ ॥

যোহসৌ গজস্কন্ধগতো মহাত্মা

নবোদিতার্কোপমতাত্ত্রচক্ষুঃ ।

প্রকম্পয়ন্ নাগশিরোহভূতৈতি

প্রবীরবাহুঃ তমবেহি রাজন্ ॥ ৮ ॥

৬। লো-টা। নাগেন্দ্ররাজ ঐরাবতঃ তদন্যাসৈমার্গে(?)জুষ্কম্ ।

৭। লো-টা। শক্রসমানবুদ্ধিঃ, 'শুক্রসমানবুদ্ধি'রিত্তি কচিৎ । বলপ্রবীরান্ সৈন্য-  
প্রকৃষ্ট-বীরান্ ।

৮। লো-টা। প্রকম্পয়ন্ পৃথিবীমিতি শেষঃ ।

রাক্ষস-সৈন্য অবলোকন করিয়া শত্রুধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণকে  
রলিলেন—॥ ৫ ॥

বজ্রের আয় প্রাস, অসি, শূল ও চক্রধারী বহু পতাকা ও ধ্বজপরিশোভিত  
দেবরাজের আয় কোনও রাজার পরিচালনাদীন এই দুর্দ্বন্দ্ব নিভীক সৈন্য  
কাহার ? ॥ ৬ ॥

তার পর রামের কথা শুনিয়া ইন্দ্রতুল্য বীৰ্য্যবান্ বিভীষণ তাঁহার নিকট সেই  
বাহিনীর মধ্যবর্তী প্রধান প্রধান দুর্দ্বন্দ্ব রাক্ষসদের পরিচয় দিতে লাগিলেন—॥ ৭ ॥

হে রাজন্, ঐ যে মহাত্মা হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ়, যাহার চক্ষুঃ নবোদিত সূর্য্যের

১। হ 'দৃপ্ত'। ২। হ 'হস্ত' ৩। ক '-নাগ-'। ৪। হ 'শুক্র-'। ৫। হ '-বুদ্ধি'।

৬। হ '-নেত্রঃ'। ৭। হ '-বৈহি'।



যোহসৌ রথস্থো মৃগরাজকেতু-

ধুব্বন্ ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রকাশম্ ।

করীব ভাত্যগ্রবিবৃত্তদংষ্ট্রঃ

স ইন্দ্রজিদ্ভাঙ্কসরাজপুত্রঃ ॥ ৯ ॥

যশৈচয বিব্রস্ত ইবেন্দকল্লো

ধন্বী রথস্থোহতিরথোহতিবীরঃ ।

বিস্ফারয়ন্ বৈ ধনুরুগ্রনাদম্

এষোহতিকায়োহতিবিবুদ্ধকায়ঃ ॥ ১০ ॥

৯। লো-টী। মৃগরাজঃ সিংহঃ ধুব্বন্ কম্পয়ন্ করীব মত্তহস্তীব, উগ্রা উচ্চা ভয়ানকঃ বিব্রতাঃ প্রকাশিতা দংষ্ট্রা যন্ত সঃ ।

১০। লো-টী। ইন্দ্রকল্লঃ ইন্দ্রতুলা ইব বিব্রস্তঃ ক্লতঃ বিধাত্রেতি শেষঃ । যদ্বা, রাবণে বিব্রস্তঃ হ্রাসবৎ স্থাপিতঃ । বিব্রগোতি প্রকাশতে, চাপং বিস্ফারয়ন্ চাপস্ত শব্দং কুর্ক্বন্ । ‘বিস্ফারো ধনুবাং ধ্বনি’রিত্তি বহুশালা ।

আয় এবং যিনি হস্তীর মস্তক কম্পিত করিতে করিতে আসিতেছেন, তাঁহাকে ‘প্রবীর-বাহু’ বলিয়া জানুন ॥ ৮ ॥

ঐ যিনি রথারূঢ়, যাঁহার পতাকা সিংহচিহ্নিত, যিনি ইন্দ্রধনুর আয় শোভাময় ধনুক কম্পিত করিতে করিতে উগ্রদংষ্ট্রা-বিবৃত্তকারী হস্তীর আয় শোভা পাইতেছেন, তিনি রাঙ্কসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ ॥ ৯ ॥

আর ঐ যে রথারূঢ় ধনুর্ধর মহাবীর, যিনি ভয়ানক শব্দবিশিষ্ট ধনুক বিস্ফারিত করিতেছেন এবং যাঁহার শরীর অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত, ইনি মহাবীর অতিকায় ॥ ১০ ॥

যোহসৌ নবাকৌপমতাত্রচক্ষু-

রাক্ষহ ঘণ্টানিনদপ্রণাদম্ ।

খরং খরং গর্জতি বৈ ছুরাত্মা

মহোদরো নাম স এষ বীরঃ ॥ ১১ ॥

যোহসৌ হয়ং কাক্ষনচিত্রভাণ্ডম্

আরুহ সক্ষ্যাব্রঘনপ্রকাশম্ ।

প্রাসং সমুদ্রম্য মরীচিনদ্ধং

পিশাচ এষোহশনিতুল্যবেগঃ ॥ ১২ ॥

বশৈচয কালানলতুল্যবেগঃ

খড়গী ধনুদ্বান্ কবচী কিরীটী ।

গজেন্দ্রমাস্থায় গিরিপ্রকাশং

খরাত্মাজোহয়ং মকরাঙ্কনামা ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। খরং গর্জতং, খরং দারুণম্।

১২। লো-টী। কাক্ষনময়চিত্রং নানাবিধং ভাণ্ডমলঙ্করণং যন্ত তম্। 'ভাণ্ডং পাত্রে বণিষ্মূলধনে ভূষাংভূষয়ো'রিত্তি কোষঃ। সক্ষ্যাব্রঘনিঃ সক্ষ্যাব্রযুক্তো গিরিশৃংগপ্রকাশং প্রাসং মরীচিনদ্ধং স্বদীপ্ত্যা যুক্তং সমুদ্রম্য গৃহীত্বা গর্জতি ইতি পূর্বক্রিয়াসম্বন্ধঃ। এবমন্তত্।

১৩। লো-টী। কালানলঃ প্রলয়কালবহ্নিঃ, তন্তুল্যবেগঃ।

ঐ যাহার চক্ষুঃ নবোদিত সূর্য্যের আয় রক্তবর্ণ, যে ছুরাত্মা ঘণ্টাধ্বনির আয় চীৎকারনিরত গর্দভে আরোহণ করিয়া কর্কশ গর্জনে করিতেছে, এই বীরের নাম মহোদর ॥ ১১ ॥

ঐ যিনি বিচিত্র সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত সাক্ষ্য মেঘের আয় রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রভামণ্ডিত প্রাস উদ্ভূত করিয়াছেন—বজ্রতুল্য বেগশালী ইহার নাম পিশাচ ॥ ১২ ॥

আর এই যিনি কালানলতুল্য বেগবান্, খড়্গ, ধনুক, কবচ ও কিরীটধারী,

যশৈচয চাপাসিশরৌঘজুফং

পতাকিনং পাবকতুল্যরূপম্ ।

রথং সমাস্থায় বিভাত্যদগ্ৰো

নরাস্তকোহয়ং নগশৃঙ্গযোধী ॥ ১৪ ॥

যশৈচয নানাবিধঘোররূপৈ-

ব্যাস্ত্রোষ্ট্রনাগেন্দ্রমৃগেন্দ্রবত্ৰৈঃ ।

ভূতৈর্বতোহভ্যেতি বিবৃন্তেনৈঃ

সোহয়ং স্তদংষ্ট্রো বিজিতারিসূনুঃ ॥ ১৫ ॥

যশৈচয ঘোরং বহুবজ্রজুফং

সকাঞ্চনং পাবকতুল্যরূপম্ ।

শূলং সমুদ্যম্য বিভাতি বেগাদ

দেবাস্তকোহসৌ নরসিংহযোধী ॥ ১৬ ॥

১৪। লো-টী। উদগ্ৰং মহং যথা তথা ভাতি, নগশৃঙ্গং পৰ্বত-শৃঙ্গমপি যোদ্ধুং সংহৰ্ত্তুং শীলমন্ত্ৰ ।

১৫। লো-টী। ব্যাস্ত্রাদীনামাস্ত্রানীব যানি আস্ত্রানি তৈষু কৈতুর্ভূতৈঃ, মধ্যাপদলোপী সমাসঃ। বিবৃন্তেনৈঃ বিশেষণ বৃত্তানি বৰ্ত্তুলানি নেত্রাণি যেষাং তৈঃ। বিজিতারিসূনুঃ বিজিতারেঃ কস্তচিদ্রাক্ষসস্ত্ৰ সূনুঃ। রাবণস্ত বা। ‘বিজিতাশ্বসূনুঃ’ ইতি বা পাঠঃ।

১৬। লো-টী। বহুবজ্রজুফং বজ্রো হীরকং, নির্ধাতীতি পাঠে আগচ্ছতি।

যিনি পৰ্বততুল্য হস্তীর উপর সমারূঢ়, ইনি খরের পুত্র, ইহার নাম মকরাক্ষ ॥ ১৩ ॥

আর এই যে ভীষণ ব্যক্তি খড়্গ ও ধনুর্বাণযুক্ত পতাকাশোভিত অগ্নিবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, পৰ্বতশৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধপরায়ণ এই ব্যক্তির নাম নরাস্তক ॥ ১৪ ॥

আর এই যিনি নানাবিধ ভীষণাকৃতি ব্যাস্ত্র, উষ্ট্র, হস্তী ও সিংহের স্ত্রায় মুখবিশিষ্ট ঘৃণিতাক্ষ ভূতবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিতেছেন, ইনি ‘বিজিতারি’র পুত্র স্তদংষ্ট্র ॥ ১৫ ॥

হে নরসিংহ! এই যে ভীষণাকৃতি ব্যক্তি বহু হীরক ও কাঞ্চন-সমষ্টিত

যশৈচয শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য

বিদ্যুৎপ্রভং কিঙ্কিণিবজ্রজুফটম্ ।

নাগেন্দ্রমাস্থায় গিরিপ্রকাশম্

আয়াতি সোহয়ং ত্রিশিরাস্তরস্বী ॥ ১৭ ॥

অয়ং তু জীমূতনিকাশরূপঃ

কুম্ভঃ প্রতিবৃঢ়স্বজাতবক্ষাঃ ।

সমাহিতঃ পন্নগরাজকেতু-

বিস্ফারয়ন্ ভাতি ধনুধ'নুস্মান্ ॥ ১৮ ॥

যশৈচয জাম্বুনদবজ্রজুফটং

দৌপ্তং স্বেঘোরং পরিঘং প্রগৃহ্য ।

আয়াতি রক্ষোবলকেতুভূতো

নিকুম্ভ এষোহদ্ভুতঘোরকস্মা ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। কিঙ্কিণীতি ব্রহ্মস্বমাধম্ ।

১৮। লো-টী। প্রতিবৃঢ়ম্ অতিপৃথুগং স্বজাতং সুন্দরং বক্ষো যন্ত সঃ ।

১৯। লো-টী। অত্রাপি এষোহদ্ভুতঘোররূপ ইতি বাক্যাস্তরম্ ।

আগ্ন্যপ্রভ শূল সবেগে উত্তোলিত করিয়া বিরাজমান, ঐ যোদ্ধার নাম 'দেবাস্তক' ॥ ১৬ ॥

আর এই যিনি কিঙ্কিণী ও হীরকযুক্ত বিদ্যুৎপ্রভ শাণিত শূল গ্রহণ করিয়া পর্বততুল্য হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বেগে আগমন করিতেছেন, ইহার নাম ত্রিশিরাঃ ॥ ১৭ ॥

এই যিনি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, য়াঁহার বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও সুন্দর, য়াঁহার কেতু পন্নগরাজচিহ্নিত, যে ধনুস্মান্ একাগ্র হইয়া ধনুক বিস্ফারিত করত বিরাজ করিতেছেন, ইহার নাম 'কুম্ভ' ॥ ১৮ ॥

এই যিনি সুবর্ণ ও হীরকখচিত অতিভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিয়া আগমন

১। ছ 'য এষ'। ২। ছ 'গজেন্দ্র'। ৩। ছ 'অসৌ তু'। ৪। ছ 'পৃথুবাহ'। ৫। ছ 'নধুমং'। ৬। ছ 'সোহসৌ নিকুম্ভোহদ্ভুতভীমকস্মা'। অতঃ পরং 'যশৈচ চাপাদিবরোষজুপ্তং পতাকিনং পাবকতুল্যরূপম্। রথং সমাস্থায় বিভাভ্যাদগ্রং নরাস্ত্রকোহয়ং নগশূলযোধী'। যশৈচ কালানলতুল্যরূপঃ খড়্গী ধনুস্মান্ কবচী ক্রীড়া। গজেন্দ্রমাস্থায় গিরিপ্রকাশং ধরথনোহয়ং মকরাস্কনামা। যশৈচ নানাবিধতুল্যরূপৈর্বাঘ্রোষ্ট্রনাগেন্দ্রমুখাঘ্রোষ্ট্রেঃ। দূতৈর্কৃতো ভাতি বিবৃন্তনৈঃ সোহয়ঃ হৃদংষ্ট্রো বিজিতাঘনুহুঃ। যশৈচ ঘোরং বহুবজ্রযুক্তং সকাধিনং পাবপদীপ্তরূপম্। শূলং সমুত্তম্য সমেতি বেগাদেবাস্তকশৈচ নগেন্দ্রযোধী'। ইত্যাদিকম্।

যত্রৈতদ্দিন্দুপ্রতিমং বিভাতি

ছত্রং সিতং রুক্ষশলাকমগ্র্যম্ ।

অত্রৈষ রক্ষোহধিপতির্মহাত্মা

ভূতৈর্বতো রুদ্র ইবাভ্যুপৈতি ॥ ২০ ॥

যোহসৌ কিরীটী জ্বলনোজ্জ্বলাশ্চো

মহেন্দ্রবিক্ষোপমভীমরূপঃ ।

মহেন্দ্রবৈবস্বতদর্পহস্তা

রক্ষোহধিপঃ সোহয়মুপৈতি হৃষ্টঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে রাবণানীকদর্শনং নাম

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

২০। লো-টী। সিতং শুক্লং রুক্ষমগ্রী শলাকাকাষ্ঠী যত্র তৎ। শলাকা শল্য-মদনসারিকা-  
শল্লকীষু চ। ছত্রাদিকাষ্ঠীশরয়ো'রিতি কোষঃ। অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্।

২১। লো-টী। জ্বলনবৎ বহুবৎ উজ্জ্বলানি আত্মানি যন্ত সঃ। মহেন্দ্রঃ পর্বতঃ,  
মহেন্দ্রঃ শত্রুঃ। এতদনন্তরং কুত্রাচং সর্গো নাস্তি ॥\*

ত্রিলোকনাথ চক্রবর্তিকৃতায়ং লঙ্কামনোহরায়ং রাবণানীকদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥

করিতেছেন, ইনি নিকুম্ভ; ইনি অতিভীষণ ও অদ্ভুতকর্মা, ইনি রাক্ষসসৈন্যের  
কেতুস্বরূপ ( নেতৃস্থানীয় ) ॥ ১৯ ॥

যে রথে এই সুবর্ণশলাকাযুক্ত চন্দ্রের আয় শুভ্র সুন্দর ছত্র শোভা  
পাইতেছে, ইহাতে মহাত্মা রাক্ষসরাজ ভূতপরিবৃত রুদ্রের আয় আগমন  
করিতেছেন ॥ ২০ ॥

ঐ যিনি কিরীটধারী, যাঁহার মুখমণ্ডল অগ্নির আয় উজ্জ্বল, যাঁহার আকৃতি  
বিক্ষা ও মহেন্দ্রপর্বতের আয় ভীষণ, ইনিই ইন্দ্র ও যমের দর্পহারী রাক্ষসরাজ  
রাবণ সানন্দে আগমন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণসৈন্যদর্শন-

নামক ৩৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

( ৩৬ ) ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণং প্রতি ভাষিতম্ ।  
 প্রত্যাচ ততো রামো বিভীষণমিদং বচঃ ॥ ১ ॥  
 অহো দীপ্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।  
 আদিত্য ইব দুপ্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি বীৰ্য্যবান্ ॥ ২ ॥  
 ন ব্যক্তং লক্ষ্যতে চাস্মৈ রূপং তেজঃসমম্বিতম্ ।  
 দৈত্যদানববীরাণাং বপুৰেবংবিধং কিল ॥ ৩ ॥  
 যাদৃশং রাক্ষসেন্দ্রস্য বপুৰেতদ্বিরাজতে ।  
 তথৈবাস্থানুগাস্তল্যাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাস্তথানুজাঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রাক্ষসং রাবণং প্রতি ।

৩। লো-টী। রূপং রূপবচ্ছরীরম্ । এবংবিধম্ এতাদৃশং বপুঃ দেবদানববীরাণাং মধ্যে কিল নিশ্চিতং ন লক্ষ্যে ন দৃষ্টবান্ অস্মি । সূবাক্তমিতি পাঠে দেবাদীনাং বপুঃ এবংবিধ-  
 মস্তাপি সূবাক্তং স্পষ্টং রূপং লক্ষ্যে পশ্যামি ।

৪। লো-টী। অস্থানুগাদয়ঃ শরীরক্রমেণ তুল্যা অনুজা জাতিভ্রাতরঃ ।

রাবণের বিষয়ে বিভীষণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম প্রত্যুত্তরে বিভীষণকে এই কথা বলিলেন— ॥ ১ ॥

অহো ! মহাতেজস্বী বীৰ্য্যবান্ রাক্ষসরাজ কিরণমালামণ্ডিত প্রদীপ্ত আদিত্যের ত্রায় দুপ্রেক্ষ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ২ ॥

তেজঃপ্রভাবে ইহার আকৃতি সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে না । দৈত্য ও দানব-বীরদিগের শরীর প্রায়শঃই এইরূপ ॥ ৩ ॥

রাক্ষসরাজের এই শরীর যেরূপ, ইহার অনুচরবর্গ এবং পুত্র, পৌত্র ও অনুজ-বৃন্দও তদনুরূপ ॥ ৪ ॥

সৰ্বে পৰ্বতসঙ্কশাঃ সৰ্বে বিক্রান্তযোধিনঃ ।

সৰ্বে দীপ্তায়ুধধরা যোদ্ধাশ্চাস্ত মহোজসঃ ॥ ৫ ॥

ভাতি রাক্ষসরাজোহয়ং প্রদীপ্তৈর্ভীমবিক্রমৈঃ ।

যৌধৈঃ পরিবৃত্তো ভূতৈর্দেহবান্ধিরিবাস্তকঃ ॥ ৬ ॥

এবমুক্ত্বা ততো রামো ধনুরাদায় বীৰ্য্যবান্ ।

লক্ষণানুচরস্তস্থৌ সমুদ্ধত্য শরোত্তমান্ ॥ ৭ ॥

ততঃ স রক্ষোহধিপতির্মহাত্মা রক্ষাংসি তাত্মাহ মহাবলানি ।

দ্বারেষু পুর্যা গৃহগোপুরেষু স্থনির্বৃত্তান্তিষ্ঠত নিৰ্ব্বিশঙ্কাঃ ॥ ৮ ॥

স এবমুক্ত্বা ত্রিদশেন্দ্রশত্রুরুদ্যম্য চাপং সশরং প্রদীপ্তম্ ।

ব্যদারয়দ্বানরসাগরৌঘং মহাবাবঃ পূর্ণমিবাৰ্ণবৌঘম্ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। সমকালয়োঃ সমানা প্রভা দীপ্ত্যধেবাং ভৈঃ। ‘দেহবান্ধিরিবাস্তক’ ইতি পাঠে দেহবান্ধির্য্যধিত্তিরিতি শেষঃ।

৭। লো-টা। সমুদ্ধত্য গৃহীত্বা, সংগৃহেতি পাঠঃ।

৮। লো-টা। বানরসাগরৌঘং বানরসাগরবেগং ব্যদারয়ং ভাবন্তয়ং মহাবাষো মহামীনো রাঘব ইব।

মহাবলশালী রাবণের যোদ্ধাবৃন্দ সকলেই পরাক্রান্ত যোদ্ধা, সকলেই পৰ্বত-প্রমাণ এবং সকলেই প্রদীপ্ত-আয়ুধধারী ॥ ৫ ॥

এই রাক্ষসরাজ ভীষণ-পরাক্রান্ত তেজস্বী যোদ্ধাবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া মূর্তিমান্ ভূতবৃন্দে পরিবৃত্ত কৃতাস্তুর আয় শোভা পাইতেছেন ॥ ৬ ॥

এই বলিয়া তার পর বীৰ্য্যবান্ রামচন্দ্র লক্ষণের সহিত ধনুক গ্রহণ করিয়া উত্তম শরসমূহ উত্তোলনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

তারপর রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণ সেই মহাবলশালী রাক্ষসদিগকে বলিলেন—তোমরা গৃহদ্বার ও পুরদ্বারসমূহে নিঃশঙ্ক হইয়া সাবধানে অবস্থান কর ॥ ৮ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু রাবণ এই বলিয়া প্রদীপ্ত ধনুর্বাণ উত্তোলিত করিয়া

১। হ ‘পৰ্বত-’। ২। হ ‘শূরৈঃ’। ৩। হ ‘যৌধৈঃসকালপ্রচোদিতঃ’। ৪। হ ‘হানেষণং তিষ্ঠত’।

৫। হ ‘স্বদী-’।

তমাপতন্তং সহসা নিরীক্ষ্য দীপ্তেষুচাপং যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্ ।

ততো হরীশঃ সমুপাজগাম তং রাবণং যোদ্ধুমতিপ্রচণ্ডঃ ॥ ১০ ॥

বলাৎ সমুৎপাট্য মহোধরাগ্রং ছুদ্রাব রক্ষোহধিপতিং হরীশঃ ।

তং শৈলমগ্রং বহুবৃক্ষসানুং প্রগৃহ্য চিক্লেপ স রাবণায়

তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য রাজা বিভেদ বাণৈর্ঘমদগুণকল্পৈঃ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ প্রবুদ্ধোত্তমশৃঙ্গবৃক্ষে শৈলে বিদীর্ণে বহুচিত্রসানৌ ।

মহাহিকল্পঃ শরমুগ্ধবেগং সমাদদে রাক্ষসসৈন্তনাথঃ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। দীপ্তা ইবশ্চাপঞ্চ যন্ত তন্ম্ অতিপ্রকাশং জাজ্ঞায়মানম্ ।

১১। লো-টী। মহীধরাগ্রং পর্বতশ্রেষ্ঠং, বহবো বৃক্ষাঃ সানুযু যন্ত তন্ম্, রাবণায় রাবণং হস্তম্ ।

১২। লো-টী। প্রবুদ্ধানি উত্তমানি শৃঙ্গানি বৃক্ষাশ্চ যন্ত তস্মিন্, বহুনি চিত্রাণি আশ্চর্যানি সানুযু যন্ত তস্মিন্ ।

বিশালকায় মৎস্ত যেমন পরিপূর্ণ সমুদ্রপ্রবাহকে বিদারিত করে, সেইরূপ সেই বানরসমুজ্জের প্রবাহকে বিদারিত করিলেন ॥ ৯ ॥

প্রদীপ্ত-ধনুর্দারণধারী রাক্ষসরাজ রাবণকে সহসা যুদ্ধে ধাবিত দেখিয়া অতি প্রচণ্ড বানররাজ সুগ্রীব যুদ্ধার্থে সমাগত হইলেন ॥ ১০ ॥

সুগ্রীব বলপূর্বক একটি শ্রেষ্ঠ পর্বত উৎপাটিত করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন । সেই পর্বতের সানুদেশে বহু বৃক্ষ ছিল । সুগ্রীব সেই বিশাল পর্বতটি ধারণ করিয়া রাবণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন । রাবণ সেই পর্বতটীকে পতিত হইতে দেখিয়া ঘমদগুতুল্য বাণদ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥

বহু বিচিত্র সানু এবং বিশাল বিশাল শৃঙ্গ ও বৃক্ষসমন্বিত সেই পর্বত বিদীর্ণ হইলে রাক্ষসসৈন্তের অধিনায়ক [ রাবণ ] মহাসর্পতুল্য উগ্রবেগশালী শর গ্রহণ করিলেন ॥ ১২ ॥

১। হ 'সহসা জগাম'। ২। হ '-প্রকাশম্'। ৩। হ 'তচ্ছৈল-'। ৪। হ '-বৃক্ষবণ্ডে'। ৫। হ '-বীর্ঘা'। ৬। হ '-ধুতপেল্লঃ'।



স তং গৃহীত্বানিলতুল্যবেগং সবিষ্ফুলিঙ্গং জ্বলনপ্রকাশম্ ।

বাণং মহেন্দ্রাশনিতুল্যবেগং চিক্কেপ রাজা হরিশূথপায় ॥ ১৩ ॥

স সায়কো রাবণবাহুযুক্তঃ শক্রাশনিপ্রথ্যবপুঃ শিতাগ্রঃ ।

সুগ্রীবমাসাশ্রু বিভেদ বেগাদ গুহেরিতা ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

স সায়কার্ত্তো বিপরীতচেতাঃ কূজন ব্যথার্ত্তো নিপপাত ভূমৌ ।

তং প্রেক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ ॥ ১৫ ॥

ততো গবাক্ষো গবয়ঃ স্তদংষ্ট্রো মৈন্দো নলো জ্যোতিমুখোহঙ্গদশ্চ ।

শিলাঃ সমুৎপাট্য বিরুদ্ধকায়াঃ প্রহুজ্জবুস্তং প্রতি রাক্ষসেন্দ্রম ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-টী। অনিলতুল্যবেগং বায়ুতুল্যবেগম্ ।

১৪। লো-টী। শক্রাশনিপ্রথ্যবপুঃ শক্রবজ্রতুলাকারঃ শিতাগ্রঃ শাণিতাগ্রঃ। বিভেদ বিদারয়ামাস। গুহেরিতা কার্ত্তিকেয়প্রেরিতা উগ্রশক্তিঃ ক্রৌঞ্চং পক্ষতং যথা বিদারয়ৎ ।

১৫। লো-টী। আর্ন্তঃ কূজন কূর্ণন নিপপাত ।

১৬। লো-টী। জ্যোতিশব্দ ইদমন্তঃ হ্রলোপো বা ইতি বিমলবোধঃ। 'প্রহুজ্জবুস্তং প্রতি'তি পাঠঃ। 'সমাহববুস্তং যুধি' ইতি কচিং পাঠঃ ।

সেই রাবণ সেই বায়ুতুল্য বেগশালী ও ইন্দ্রের বজ্রের আয় বেগশালী অগ্নির আয় ফুলিঙ্গযুক্ত শরটী বানরদলপতির উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৩ ॥

কার্ত্তিকেয়ের নিক্ষিপ্ত ভীষণ শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চপক্ষত বিদারিত করিয়াছিল, ইন্দ্রের বজ্রের আয় শাণিত অগ্রভাগযুক্ত রাবণবাহুনিক্ষিপ্ত সেই শর সেইরূপ বেগে সুগ্রীবকে বিদারিত (ক্ষতবিক্ষত) করিল ॥ ১৪ ॥

সুগ্রীব শরাঘাতে কাতর হইয়া বেদনায় আর্তনাদ করিতে করিতে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন-ভাবে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসগণ সানন্দে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

তার পর বিশালকায় গবয়, গবাক্ষ, স্তদংষ্ট্র, মৈন্দ, নীল, জ্যোতিমুখ ও অঙ্গদ শিলা উৎপাটিত করিয়া সেই রাক্ষসরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১৬ ॥

১। হ 'বাহুশনি'। ২। হ 'শর'। ৩। হ 'ন-হরীকো'। ৪। হ 'বীক্ষ'। ৫। ক 'জ্যোতিমুখোঃ'। ৬। হ 'কোপাঃ'।

তেষাং প্রহারান্ স চকার মোঘান্ রক্ষোহধিপো বাণশতৈঃ শিতাঐঃ

তান্ বানরেন্দ্রানপি বাণজালৈর্বিভেদ জাম্বুনদচিত্রপুষ্ঠৈঃ ॥ ১৭ ॥

তে বানরেন্দ্রাঙ্গিদশারিবার্ণৈর্ভিন্না নিপেতুভূ'বি ভীমরূপাঃ ।

ততস্ত তদ্বানরসৈশ্চমুগ্রং সন্তাড়য়ামাস স বাণজালৈঃ ॥ ১৮ ॥

তে বধ্যমানাশ্চ কৃতার্ভিনাদা ভয়েন শোকেন চ বিহ্বলাঙ্গাঃ ।

শাখায়ুগা রাবণসায়কার্ত্তা জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং স্ম রামম্ ॥ ১৯ ॥

ততো মহাত্মা স ধনুর্ধনুয়ান্ আদায় রামঃ সহসা জগাম ।

তং লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিরভ্যুপেত্য প্রোবাচ বাক্যং পরমার্থযুক্তম্ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। মোঘা বার্থাঃ, বিভেদ দারয়ামাস।

[ লো-টী। ] নানাক্রমাভাঃ নানাক্রমৈরাভাস্তীতি তথা, নানাক্রমাণাং রক্তশুক্লাদৌনামিব  
আভা দীপ্তিধেয়াং তে ইতি বা। ভয়সংনিরুদ্ধা ভয়ব্যাপ্তাঃ, স্বস্বভয়শল্যাবিকা ইতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। শরণ্যং শরণাগতপালকম্।

২০। লো-টী। পরমার্থযুক্তং সেবকে তিষ্ঠতি রাজ্ঞা ন যুক্ত্যত ইতি যঃ পরমার্থস্তুদযুক্তম্।

রাক্ষসরাজ রাবণ শাণিত-অগ্রভাগযুক্ত শত শত বাণদ্বারা তাহাদিগের  
প্রহারকে ব্যর্থ করিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ বানরদিগকেও সুবর্ণচিত্রিত পুঙ্খদেশযুক্ত  
শরজালে ক্ষতবিক্ষত করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই ভীষণাকৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ রাবণের শরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভূতলে  
পতিত হইলেন। তার পর রাবণ সেই ভীষণ বানরসৈন্যগণকে শরজালে সন্তাড়িত  
করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

ভয়ে ও শোকে প্রহৃত বানরগণের গাত্র বিকল হইয়া পড়িল, তাহার  
রাবণের শরাঘাতে কাতর হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে শরণাগতপালক রাম-  
চন্দ্রের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥

তার পর সেই ধনুর্ধর মহাত্মা রামচন্দ্র সহসা ধনুক গ্রহণ করিয়া গমন করিতে

অহমার্ধ্য স্পর্ধ্যাপ্তো বধায়াশ্চ ছুরাশ্বনঃ ।

বধিধ্যাম্যহমেবৈনমনুজানীহি মাং বিভো ॥ ২১ ॥

মম শত্রুরিপোশ্চৈব সংবিমর্দো ভবত্বয়ম্ ।

অগ্ৰ পশ্যন্তু ভূতানি পরিভূতং ময়া রিপুম্ ॥ ২২ ॥

ততোহব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।

গচ্ছ ত্বং বচনং চেদং নিবোধ মম লক্ষ্মণ ॥ ২৩ ॥

রাবণো হি মহাবীর্যো রণেহদ্ধুতপরাক্রমঃ ।

ত্রৈলোক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো দুস্ত্রধ্ব্যো ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

২১। লো-টী। স্পর্ধ্যাপ্তঃ স্পৃষ্ট শব্দঃ, ‘পর্ধ্যাপ্তঞ্চ যথেষ্টে শ্রাৎ ভৃশ্তৌ শব্দে নিবারণে’ ইতি কোষঃ। অনুজানীহি মাং মহ্যমাজ্ঞাং দেহীতার্থঃ।

২২। লো-টী। অগ্ৰং সংবিমর্দঃ সংগ্রামঃ।

২৪। লো-টী। সংক্রুদ্ধশ্চেৎ ত্রৈলোক্যেনাপি দুস্ত্রধ্বাঃ প্রধ্বংষিতুং লজ্জয়িতুমশক্যঃ।

উদ্যত হইলেন, লক্ষ্মণ কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অতীব অর্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন—॥ ২০ ॥

হে আৰ্য্য, এই ছুরাআকে বধ করিতে আমিই যথেষ্ট। হে প্রভো, আদেশ করুন, আমিই ইহাকে বধ করিব ॥ ২১ ॥

আমার ও ইন্দ্রশত্রু রাবণের এই যুদ্ধ সংঘটিত হউক, আজ সর্বভূত অবলোকন করুক—আমি শত্রুকে পরাভূত করিয়াছি ॥ ২২ ॥

তার পর যথার্থ-পরাক্রমশালী মহাতেজস্বী রাম বলিলেন—‘লক্ষ্মণ, তুমি গমন কর এবং আমার এই কথা শোন—॥ ২৩ ॥

রাবণ মহাবীর, যুদ্ধে তাহার অদ্ভুত পরাক্রম, সে ক্রুদ্ধ হইলে [ সম্মিলিত সমস্ত ] ত্রৈলোক্যবাসীর পক্ষেও দুর্দ্বর্ষ, সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

তস্মাচ্ছিদ্রাণি মার্গস্য স্বচ্ছিদ্রাণ্যভিরক্ষ চ ।

চক্ষুষা ধনুষা চৈব রক্ষাত্মানং সমাহিতঃ ॥ ২৫ ॥

রাঘবস্য বচঃ শ্রোত্বা সংপ্রহৃষ্টতনুরুহঃ ।

অভিবাণ্ড ততো রামং যযৌ সৌমিত্রিরাহবম্ ॥ ২৬ ॥

স রাবণং বারণহস্তবাহুং দদর্শ দীপ্তোত্ততভীমচাপম্ ।

প্রচ্ছাদয়ন্তঃ শরবৃষ্টিজালৈস্তান্ বানরান্ বাণবিভিন্নদেহান্ ॥ ২৭ ॥

তমালোক্য মহাতেজা হনুমান্ মারুতান্নজঃ ।

ভ্রংশয়ন্ শরজালানি প্রত্যগচ্ছৎ স রাবণম্ ॥ ২৮ ॥

রথং তস্মাৎ সমাসাণ্ড বাহুমুগ্ধম্য দক্ষিণম্ ।

ত্রাসয়ন্ রাবণং ধীমান্ হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। মার্গস্য অশ্বেষয়, সমাহিতঃ সাবহিতঃ।

[ ২৬? ] লো-টী। রামায় রামম্।

২৭। লো-টী। দীপ্তমুজ্জলমুগ্ধতং গৃহীতং ভীমং ভয়ানকং কাশ্মুকং যন্ত তম্। পূৰ্ব-  
বাণবিভিন্নদেহান্ পুনঃ প্রচ্ছাদয়ন্তম্।

২৮-২৯। লো-টী। ভ্রংশয়ন্ নাশয়ন্, সমাসাণ্ড প্রাপ্য। তোত্রং কশাম্ আচ্ছিত্ত বলাদ্  
গৃহীত্বা।

তাহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিও এবং নিজের ছিদ্র গোপন করিও। খুব  
সাবধানে চক্ষুঃ ও ধনুকদ্বারা আত্মরক্ষা করিও” ॥ ২৫ ॥

রামের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তিনি রামকে অভি-  
বাদন করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

তিনি দেখিলেন—হস্তীর শুণ্ডের আয় বান্ধসময়িত রাবণ প্রদীপ্ত ভীষণ ধনুক  
উত্তত করিয়া শরজালে সেই বানরদিগকে আচ্ছাদিত করিতেছেন এবং বানরদের  
শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

মহাতেজস্বী পবননন্দন হনুমান্ সেই রাবণকে দেখিয়া শরজাল নিবারিত  
করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধিমান্ হনুমান্ রাবণের রথে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণবাহু উত্তোলন করত  
তাঁহাকে সন্ত্রাসিত করিয়া বলিতে লাগিলেন— ॥ ২৯ ॥

দেবদানবগন্ধৰ্ব্বা যক্ষাশ্চ সহ পন্নগৈঃ ।

অবধ্যত্বাং ত্বয়া ভগ্না বানরেভ্যশ্চ<sup>১</sup> তে ভয়ম্ ॥ ৩০ ॥

তদত্ৱ দেবাঃ পশ্যন্তু সযক্ষোরগপন্নগাঃ ।

ত্বামত্ৱ ভগ্নং নিহতং বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ ॥ ৩১ ॥

এষ মে দক্ষিণো বাহুঃ পঞ্চশাখঃ সমুদ্রতঃ ।

নির্হরিষ্যতি তে দেহাদ্ ভূতাত্মানং চিরোষিতম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং রাবণো ভীমবিক্রমঃ ।

সংরক্তনয়নঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥

ক্ষিপ্ৰং প্রহর নিঃশঙ্কং স্থিরাং কীৰ্ত্তিমবাণু হি ।

বিক্রমক বিদিত্বা তে নাশয়িষ্যামি জীবিতম্ ॥ ৩৪ ॥

৩০। লো-টী। যে দেবাদয়স্তেষামবধ্যত্বাং তে ত্বয়া ভগ্না বিদ্রাবিতাঃ।

৩২। লো-টী। সমুদ্রতঃ সম্যগুজোগবান্, ভূতাত্মানং প্রাণং জীবং বা।

৩৪। লো-টী। ক্ষিপ্ৰম্ আদৌ, স্থিরাং কীৰ্ত্তিমিতি শোপহাসবাক্যম্। বিদিত্বা  
পশ্চাৎ।

দেব, দানব, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগদিগকে তুমি পরাভূত করিয়াছ, কারণ,  
তুমি তাহাদের অবধ্য। কিন্তু, বানরদিগের কাছে তোমার ভয় আছে ॥ ৩০ ॥

সুতরাং আজ যক্ষ, উরগ, দেবতা ও রাক্ষসগণ অবলোকন করুন—‘ভীষণ  
বিক্রমশালী বানরগণের হস্তে তুমি পরাভূত ও নিহত হইয়াছ’ ॥ ৩১ ॥

এই আমার পঞ্চশাখাসমন্বিত দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত হইয়াছে, ইহাই  
তোমার দেহ হইতে দীর্ঘদিনের অধিবাসী ভূতাত্মাকে নিষ্কাশিত করিবে ॥ ৩২ ॥

হনুমানের কথা শুনিয়া ভীষণ-বিক্রমশালী রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ  
হইল, তিনি এই কথা বলিলেন— ॥ ৩৩ ॥

তুমি নিঃশঙ্কভাবে সত্ত্বর প্রহার করিয়া অবিদ্যুৎ কীৰ্ত্তি লাভ কর। তোমার  
পরাক্রম বিদিত হইয়া তোমার জীবন নাশ করিব ॥ ৩৪ ॥

রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা বায়ুসূরভাষত ।

প্রহৃতং তে ময়া পূর্বমক্ষং স্মর স্মৃতং তব ॥ ৩৫ ॥

এবমুক্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

আজঘানানিলস্মৃতং তলেনোরসি বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৬ ॥

স তদা নিহতস্তেন মুহূর্তং ব্যচলৎ কপিঃ ।

আজঘান চ সংক্রুদ্ধস্তলেনৈবামরদ্বিষম্ ॥ ৩৭ ॥

তথা স তেনাভিহতো বানরেণ তরস্বিনা ।

দশগ্রীবঃ সমুদ্রুতো যথা ভূমিচলেহচলঃ ॥ ৩৮ ॥

সংগ্রামে তু তদা দৃষ্ট্ৱা রাবণং তলতাড়িতম্ ।

ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধা নেতুর্দেবাস্চ সাস্ত্ররাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৫। লো-টী। ভাবে ক্তঃ। তে ইতি কন্মণি ষষ্ঠী বা, অক্ষং হৃদয়তা যত্র ঐ পূর্বমেব প্রহৃত ইত্যর্থঃ।

৩৭। লো-টী। ব্যচলৎ অস্থিরোহিতৱৎ।

৩৮। লো-টী। সমুদ্রুতশ্চলিতঃ, ভূমিচলে ভূমিকম্পে।

রাবণের কথা শুনিয়া হনুমান্ বলিলেন, আমি তোমাকে পূর্বেই প্রহার করিয়াছি, তোমার পুত্র অক্ষের কথা স্মরণ কর ॥ ৩৫ ॥

এই কথা বলিলে মহাতেজস্বী বীর রাক্ষসরাজ রাবণ বায়ুপুত্র হনুমান্কে বক্ষে চপেটাঘাত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তাহার প্রহারে হনুমান্ মুহূর্তের জগ্ৰ বিচলিত হইলেন এবং তার পর ক্রুদ্ধ হইয়া অমরশত্রু রাবণকে চপেটাঘাত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

ভূমিকম্পে পর্বত যেমন কম্পিত হয়, বেগবান্ বানর হনুমানের সেই চপেটাঘাতে রাবণ সেইরূপ কম্পিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

তখন রাবণকে যুদ্ধে চপেটাঘাতে আহত দেখিয়া সিদ্ধ, ঋষি, চারণ, দেবতা ও অশুরগণ উল্লসিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

অথাস্থশ্চ মহাতেজা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

সাধু বানর বীর্যং তে শ্লাঘনীয়োহসি মে রিপুঃ ॥ ৪০ ॥

রাবণেনৈবমুক্তস্ত হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ।

মম বীর্যং ধিগন্তেতদ্ যৎ ত্বং জীবসি রাবণ ॥ ৪১ ॥

সকুৎ তু প্রহরেদানীং ছবুন্ধে কিং বিকথসে ।

ততস্ত্বাং মামকো মুষ্টির্নয়িষ্যতি যমালয়ম্ ॥ ৪২ ॥

ভেন বানরবাক্যেন ক্রোধস্তস্য ব্যবর্দ্ধত ।

স ক্রোধান্নিপরীতাত্মা প্রজ্জ্বালেব রাবণঃ ॥ ৪৩ ॥

৪২। লো-টী। বিকথসে আত্মানং শ্লাঘয়সি। নেতা নেয়তি যমক্ষয়ং যমাবাসম্।

৪৩। লো-টী। প্রজ্জ্বালেব ইবশব্দ এবার্থে। 'প্রজ্জ্বাল চ রাবণ' ইতি কচিং পাঠঃ।

রাবণ কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, বানর, তোমার পরাক্রম উত্তম, তুমি আমার শ্লাঘার যোগ্য শত্রু বটে ॥ ৪০ ॥

রাবণের এই কথায় হনুমান্ বলিলেন, হে রাবণ, ধিক্ আমার পরাক্রম, যেহেতু তুমি [ এখনও ] বাঁচিয়া আছ ॥ ৪১ ॥

হে ছবুন্ধে, কেন আর শ্লাঘা করিতেছ, একবার প্রহার করিয়া লও, তার পর আমার মুষ্টি ( ঘুষি ) তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে ॥ ৪২ ॥

হনুমানের এই কথায় রাবণের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল, তিনি ক্রোধানলে পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৩ ॥

সংরক্তনয়নোহিত্যর্থং মুষ্টিমুদ্রাম্য দারুণম্ ।

পাতয়ামাস বেগেন বানরোরসি বীৰ্য্যবান্ ॥ ৪৪ ॥

মুষ্টিনা তেন বিদ্রুস্তং বিসংজ্ঞো বিহ্বলোহভবৎ ।

হনুমান্ বক্ষসি ব্যুঢ়ে সংচচাল মহাকপিঃ ॥ ৪৫ ॥

বিসংজ্ঞং তু ততো দৃষ্ট্বা হনুমন্তং স রাবণঃ ।

জবেনাতিরথঃ শীঘ্রং নীলং প্রতি সমাদ্রবৎ ॥ ৪৬ ॥

সোহস্তুকপ্রতিমৈবানৈঃ পরমর্শবিভেদিভিঃ ।

ক্ষিপ্ৰমাচ্ছাদয়ন্নীলং যুধে হরিচমুপতিম্ ॥ ৪৭ ॥

স শরৌঘসমায়ন্তো নীলো হরিচমুপতিঃ ।

গিরিশৃঙ্গং সমুৎপাট্য রক্ষোহধিপতয়েহস্বজৎ ॥ ৪৮ ॥

৪৫ । লো-টী । বিদ্রুস্তাড়িতঃ; বিহ্বলোহবশঃ । ব্যুঢ়ে পৃথুলে অভবৎ সংচচাল চক্ৰম্পে চ ।

৪৮ । লো-টী । সমায়ন্তঃ ক্রেশিতঃ ।

তাঁহার চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ হইল । তিনি দারুণ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া হনুমানের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন ॥ ৪৪ ॥

মহাকপি হনুমান্ সেই মুষ্ঠ্যাঘাতে বিশাল বক্ষঃস্থলে প্রহৃত হইয়া বিকল ও অচেতন হইয়া ছটফট্ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

তারপর মহারথী রাবণ হনুমান্কে অচেতন দেখিয়া সত্বর বেগে নীলের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

তিনি যুদ্ধে পরমর্শবিদারক অতুলনীয় শরজালে বানরসেনাপতি নীলকে দ্রুত আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭ ॥

শরজালে পরিক্রিষ্ট বানরসেনাপতি নীল পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

১ । হ 'সংবন্ধনয়নো-' । ২ । '-ণঃ' । ৩ । হ 'রাবণঃ' । ৪ । হ 'স ত্তেনাভিহতে গাঢ়' । ৫ । হ 'বিসংজ্ঞ' । ৬ । হ 'সমভাগ্য' । ৭ । হ '-শ্রীতিঘাতিভিঃ' । ৮ । হ '-মাদীপয়ামাস নীলং হরি-' ।



হনুমানপি তেজস্বী সমাশ্বস্তো মহাবলঃ ।

নীলেন সহ সংযুক্তং রাবণং প্রেক্ষ্য বীর্যবান্ ॥ ৪৯ ॥

স রাবণবধার্থং তু ন চকার মতিং তদা ।

নিরীক্ষমাণো যুদ্ধেপ্সুঃ সরোষমিদমব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥

অন্যায়ত ইদং যুদ্ধং ক্ষত্রধর্মবিদা কৃতম্ ।

মামপাশ্র যদন্তেন যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ॥ ৫১ ॥

তদনাদৃত্য বচনং রাক্ষসাধিপতির্বলী ।

ব্যদারয়দ্ গিরেঃ শৃঙ্গং নীলাস্তং সপ্তধা শরৈঃ ॥ ৫২ ॥

তদ্বিকীর্ণং গিরেঃ শৃঙ্গং দৃষ্ট্বা হরিচমুপতিঃ ।

নীলোহগ্নিরিব জজ্বাল স বীরঃ পরবীরহা ॥ ৫৩ ॥

৫২। লো-ট। নীলাস্তং নীলেন স্পৃশম্ ।

৫৩। লো-ট। বিকীর্ণং ছিন্নম্ ।

মহাবলশালী তেজস্বী হনুমান্ও প্রকৃতিস্থ হইয়া রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধনিরত দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার অভিলাষ না করিয়া, যুদ্ধাভিলাষে তাহাকে নিরীক্ষণ করত সক্রোধে এই কথা বলিলেন—॥ ৪৯-৫০ ॥

হে যুদ্ধবিশারদ, তুমি ক্ষত্রধর্ম জানিয়াও যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর সহিত যুদ্ধ করিতেছ, ইহা অন্তায় ॥ ৫১ ॥

বলশালী রাক্ষসরাজ সেই কথা উপেক্ষা করিয়া নীলের নিষ্কিপ্ত পর্বতকে শরাঘাতে সপ্তধাও বিদারিত করিলেন ॥ ৫২ ॥

শক্রবীরনিহস্তা বানরসেনাপতি বীর ‘নীল’ সেই পর্বতশৃঙ্গ বিদারিত দেখিয়া অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন ॥ ৫৩ ॥

সোহ্মকর্ণান্ ধবান্ শালান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ পুষ্পিতান্ ।

অগ্ন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষান্ নীলশ্চিক্ৰেপ সংযুগে ॥ ৫৪ ॥

স তানাপততঃ শীঘ্রং বৃক্ষাংশ্চিচ্ছেদ রাবণঃ ।

নীলং চাভিজঘানান্শু দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥ ৫৫ ॥

সোহ্মভিরূষ্যঃ শরৌঘেণ বেগেন চ মহাবলঃ ।

ব্রহ্মং কৃত্বাত্মনো দেহং ধ্বজাগ্রে নিপপাত হ ॥ ৫৬ ॥

পাবকাত্মজমালোক্য ধ্বজাগ্রে পর্য্যবস্বিতম্ ।

জজ্বাল রাবণঃ ক্রোধাৎ ততো নীলো ননাদ হ ॥ ৫৭ ॥

ধ্বজাগ্রে ধনুষ্শাট্যে কীরীটাগ্রে চ তং হরিম্ ।

সমুগ্রীবঃ সসৌমিত্রিদৃষ্ট্ৱা রামোহপি বিস্মিতঃ ॥ ৫৮ ॥

৫৫। লো-ট। অস্ত্রলাঘবম্ অস্ত্রশিক্ষায়াঃ শীঘ্রতাম্ ।

৫৮। লো-ট। বিস্মিতঃ বিশিষ্টং স্মিতং হান্তং বশ্চ সঃ, জাতহাসো বভূবেত্যর্থঃ ।

তিনি যুদ্ধে অশ্বকর্ণ, ধব, শাল, পুষ্পিত সপ্তপর্ণ এবং অগ্ন্যাশ্ব বহুবৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

রাবণ হস্তের ক্ষিপ্ততা দেখাইয়া সেই সমস্ত নিক্ষিপ্ত বৃক্ষকে সহস্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সহস্র নীলকে আঘাত করিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহাবলশালী নীল শরধারায় অভিষিক্ত হইয়া নিজের শরীরকে ক্ষুদ্র ( সংকুচিত ) করিয়া বেগে রাবণের ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইলেন ॥ ৫৬ ॥

তাঁহাকে ধ্বজাগ্রে অবস্থিত দেখিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং নীলও গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব নীলকে রাবণের ধ্বজাগ্রে ধনুকের অগ্রে এবং কীরী-টাগ্রে অবস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

১। হ 'বরান্'। ২। '-স্ত'। ৩। হ 'চাপি-'। ৪। হ '-সমস্ত-'। ৫। হ '-বিশ্বঃ'

৬। হ 'মহাবলপরাক্রমঃ'। ৭। হ 'কোপাৎ'। ৮। হ 'সৌমিত্রিঃ সহগ্রীবো দৃষ্ট্ৱা'।

রাবণোহপি মহাসত্ত্বঃ কপিলাঘববিস্মিতঃ ।

সত্ত্বমাবিষ্টহৃদয়ো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপত্তত ॥ ৫৯ ॥

তত উচুঃ ক্রুশং কী লক্ষ্মণাঃ প্লবঙ্গমাঃ ।

নীললাঘবসম্ভ্রান্তং দৃষ্ট্বা রাবণমাহবে ॥ ৬০ ॥

বানরাণাং প্রণাদেন সংক্রুদ্ধো রাবণস্তদা ।

অস্ত্রমাহারয়ামাস দীপ্তমাগ্নেয়মুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥

আগ্নেয়েনাথ সংযুক্তং গৃহীত্বা রাবণঃ শরম্ ।

ধ্বজমুন্ধি স্থিতং নীলমুদৈক্ষত নিশাচরঃ ॥ ৬২ ॥

৫৯। লো-টী। মহাসত্ত্বঃ মহাবলোহপি কপিলাঘববিস্মিতঃ কপেঃ সকাশাদঘৎ লাঘবং লঘুতা তেন বিস্মিতঃ বিগতশ্রিতঃ। সত্ত্বমং ভয়মাবিষ্টং হৃদয়ং যন্ত সঃ। প্রত্যপত্তত ন কিঞ্চিৎ কিমপি কৰ্ত্তুং নাশকোদিত্যর্থঃ।

৬০। লো-টী। লক্ষং লক্ষ্যং ছিদ্ৰরূপং যৈস্তে। নীললাঘবসম্ভ্রান্তম্ উদ্বিগ্নম্।

৬১। লো-টী। আগ্নেয়মস্ত্রম্ আগ্নেয়মস্ত্রম্ আবাহয়ামাস সম্ভার।

৬২। লো-টী। আগ্নেয়েন মস্ত্রেণ।

মহাবলশালী রাবণও বানরের ক্ষিপ্ৰতায় বিস্মিত হইলেন এবং বিভ্রান্ত হইয়া [ সহসা ] কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না ॥ ৫৯ ॥

বানরগণ একটা লক্ষ্য করিবার মত বিষয় পাইল, তাহারা নীলের ক্ষিপ্ৰতায় রাবণকে যুদ্ধে বিভ্রান্ত হইতে দেখিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

তখন বানরদিগের চীৎকারে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদীপ্ত উত্তম আগ্নেয়াস্ত্রের আহরণ ( আবাহন ) করিলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর নিশাচর রাবণ অগ্নিমস্ত্রে অভিমুখিত শর গ্রহণ করিয়া ধ্বজাগ্রে অবস্থিত নীলের প্রতি উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৬২ ॥

ততোহব্রবীন্মহাতেজা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

কপে লাঘবযুক্তোহসি মায়য়া পরয়া যুতঃ ॥ ৬৩ ॥

যদি ত্বং রক্ষসি প্রাণান্ মায়য়া বানরাধম ।

তানি তাত্তনুরূপাণি বিসৃজন্ বহুশো রণে ॥ ৬৪ ॥

তথাপ্যয়ং ময়া ক্ষিপ্তঃ সায়কোহস্ত্রাভিমন্ত্রিতঃ ।

জীবিতং পরিরক্ষন্তং জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি ॥ ৬৫ ॥

এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

সন্ধায় বাণং ধনুষি চমূপতিমতাড়য়ৎ ॥ ৬৬ ॥

সোহস্ত্রযুক্তেন বাণেন নীলো বক্ষসি তাড়িতঃ ।

নির্দহমানঃ সহসা নিপপাত মহীতলে ॥ ৬৭ ॥

৬৩। লো-টী। হে কপে, মায়য়া যুক্তোহপি তথাপি লাঘবযুক্তোহসি। মৎকৃতপরাভব-  
যুক্তোহসি ইতি সিদ্ধবন্নির্দেশঃ।

৬৪-৬৫। লো-টী। কিঞ্চ, যদি যত্নপি তানি তানি অনুরূপাণি বহুশো বহুনি কৰ্ম্মাণি  
বিসৃজন্ কুৰ্ব্বন্ প্রাণান্ মায়য়া রক্ষসি তথাপি অস্তম্ আগ্নেয়মন্ত্রঃ তেনাভিমন্ত্রিতঃ সায়কঃ জীবিতং  
জীবনং পরিরক্ষন্তং স্বাং জীবিতাৎ শরীরাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি নাশয়িষ্যতি।

৬৭। লো-টী। অস্ত্রযুক্তেন আগ্নেয়মন্ত্রযুক্তেন।

তারপর মহাতেজস্বী রাক্ষসরাজ রাবণ বলিলেন—হে বানর, তুমি অতিশয়  
মায়ার সাহায্যে ক্ষিপ্ততা অবলম্বন করিয়াছ ॥ ৬৩ ॥

হে বানরাধম ! যদি তুমি সংগ্রামানুরূপ অস্ত্রাস্ত্র উপায় পরিত্যাগ করিয়া  
মায়ার সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করিতে থাক, তথাপি আমার নিক্ষিপ্ত এই আগ্নেয়াস্ত্র-  
মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত শর জীবনরক্ষাপ্রয়াসী তোমার জীবন বিনাশ করিবে ॥ ৬৪-৬৫ ॥

এই বলিয়া মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া সেনাপতি  
নীলকে প্রহার করিলেন ॥ ৬৬ ॥

সেই নীল অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত শরদ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রহৃত হইয়া প্রদাহ  
অনুভব করিতে করিতে সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥ ৬৭ ॥

পিতুর্মাহাত্ম্যযোগেন আত্মনশ্চৈব তেজসা ।

জানুভ্যামগমদ্ ভূমৌ ন চ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত ॥ ৬৮ ॥

বিসংজ্ঞং বানরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো রণোৎস্রকঃ ।

রথেন মেঘনাদেন সৌমিত্রিং সমুপাদ্ৰবৎ ॥ ৬৯ ॥

তমাহ সৌমিত্রিরদীনসত্ত্বো বিস্ফারয়ন্তঃ ধনুর প্রমেয়ম্ ।

আগচ্ছ মাং যোধয় রাক্ষসেন্দ্র ন বানরাংস্ত্বং প্রতিযোদ্ধুর্মহিসি ॥ ৭০ ॥

স তস্ম বাক্যং পরিপূর্ণঘোষম্ জ্যাশব্দমুগ্রঞ্চ নিশম্য রক্ষঃ ।

তথেতি সৌমিত্রিমথাভিভাষ্য চুকোপ কোপাদপি চেদমাহ ॥ ৭১ ॥

৬৮। লো-টী। পিতুর্যেমাহাত্ম্যযোগেন প্রভাবেণেতার্থঃ ।

৭০। লো-টী। অদীনসত্ত্বঃ অদীনচিত্তঃ । ধনুর্বিস্ফারয়ন্তঃ ধনুঃ শব্দঃ কুর্কন্তম্ ।

৭১। লো-টী। স রাবণো রক্ষ ইত্যম্বয়ঃ । পরিপূর্ণঘোষম্ অকাতরাঙ্করম্, অপি বিঞ্চ ।

পিতার ( অগ্নির ) মাহাত্ম্যবশে এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে নীল জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, প্রাণ হারাইলেন না ॥ ৬৮ ॥

সমরোৎসুক দশানন নীলকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া মেঘের আয় ধন্যযুক্ত রথে লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৯ ॥

প্রবল-পরাক্রম লক্ষ্মণ ধনুকধারী রাবণকে বলিলেন—হে রাক্ষসরাজ ! এস, আমার সহিত যুদ্ধ কর, তুমি বানরদের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য নও ॥ ৭০ ॥

রাক্ষস রাবণ লক্ষ্মণের বাক্য, তাঁহার পূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং অত্যাগ্র জ্যানিনাদ শ্রবণ করিয়া “তাহাই হউক” এই বলিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে পুনরায় লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥ ৭১ ॥

দিষ্ট্যাসি মে রাঘব চক্ষুষোহগ্রং প্রাপ্তোহন্তুগামী বিপরীতবুদ্ধিঃ ।

অগ্নিন্ ক্রণে যাস্তসি মৃত্যুলোকং সংচ্ছাদমানো মম বাণজালৈঃ ॥ ৭২ ॥

তমাহ সৌমিত্রিরবিস্ময়েন গর্জন্তুমুগ্রং শরচাপপাণিম্ ।

রণে ন গর্জন্তি বৃথা হি শূরাঃ কিং কথসে প্রাকৃতবৎ ত্বমহ ॥ ৭৩ ॥

জানামি বীর্যং তব রাক্ষসেন্দ্র তেজশ্চ শক্তিক্চ পরাক্রমক্চ ।

অয়ং স্থিতোহহং শরচাপপাণিরাগচ্ছ কিং মোঘবিকথনেন ॥ ৭৪ ॥

স এবমুক্তঃ কুপিতঃ সমর্জ রক্ষোহধিপঃ সপ্ত শরান্ স্পৃষ্ট্বান্ ।

তান্ লক্ষ্মণঃ কাঞ্চনচিত্রপুষ্কৈশ্চিচ্ছেদ বাণৈর্নিশিতৈঃ স্পর্শত্ৰৈঃ ॥ ৭৫ ॥

৭২। লো-টী। চক্ষুষোহগ্রং প্রাপ্ত ইতি দিষ্টা মমানন্দঃ। ‘শন্তমার্গ’মিতি বা পাঠঃ।  
অতোহন্তুগামী।

৭৩। লো-টী। অবিস্ময়েন অহঙ্কারব্যাতিরেকেণ।

৭৪। লো-টী। মোঘবিকথনেন বৃথা আত্মনঃ শ্লাঘনেন।

হে রাঘব, তোমার মরণ আসন্ন, তাই বুদ্ধিবৈপরীত্যে অদৃষ্টক্রমে তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ, তুমি আমার শরজালে আচ্ছাদিত হইয়া এখনই মৃত্যুলোকে গমন করিবে ॥ ৭২ ॥

লক্ষ্মণ বিস্মিত না হইয়াই ভীষণ-গর্জনকারী ধনুর্ব্বাণধারী রাবণকে বলিলেন—  
বীরগণ যুদ্ধে বৃথা আত্মত্যাগ করেন না, তুমি আজ সাধারণ লোকের আশ্রয় আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন ? ॥ ৭৩ ॥

হে রাক্ষসরাজ, তোমার বীর্য, তেজ, শক্তি ও পরাক্রম জানি, এই আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি, তুমি আগমন কর, বৃথা আত্মশ্লাঘা কি হইবে ? ॥ ৭৪ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম-মূলদেশযুক্ত সাতটী শর নিক্ষেপ করিলেন ; লক্ষ্মণ মূলদেশে স্তব্ধমণ্ডিত উত্তম পঞ্চযুক্ত শাণিত বাণদ্বারা সেগুলি ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৫ ॥

তান্ প্রেক্ষ্য বাণান্ সহসান্ নিকৃন্তান্ নিকৃন্তভোগানিব পন্নগেন্দ্রান্ ।

লক্ষেশ্বরঃ ক্রোধবশং জগাম সসর্জ চান্দ্রান্ নিশিতান্ পৃষৎকান্ ॥ ৭৬ ॥

স বাণবর্ষং তু ববর্ষ তীত্রং রামানুজে কাম্মুকং সঙ্গমুক্তম্ ।

ক্ষুরার্কচন্দ্রোপমকর্ণিভল্লৈঃ শরাংশ্চ চিচ্ছেদ ন চুক্ষুভে সঃ ॥ ৭৭ ॥

স বাণজালান্থ তানি তানি মোঘানি পশ্যৎস্ত্রিদশারিরাজা ।

বিসিস্মিয়ে লক্ষ্মণলাঘবেন পুনশ্চ বাণান্ নিশিতান্ যুযোচ ॥ ৭৮ ॥

স লক্ষ্মণশ্চাপি শরান্ শিতাগ্রান্ মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগান্ ।

সক্ষায় চাপে জ্বলনপ্রকাশান্ সসর্জ রক্ষোহধিপতের্বধায় ॥ ৭৯ ॥

৭৬। লো-টী। প্রেক্ষমাণঃ পশ্যন্। ‘প্রেক্ষ্য বাণানি’তি বা পাঠঃ। নিকৃন্তান্ ছিন্নান্ নিকৃন্তভোগাংশ্চিদেহান্। মৌলেরগ্রম্ অগ্রমৌলিঃ চলিতমৌল্যাগ্র ইত্যর্থঃ। বজ্রাশনির্বজ্রম্ ‘বজ্রং বজ্রাশনিস্থত্বে’তি দ্বিরূপকোষঃ।

৭৭। লো-টী। স লক্ষ্মণঃ তং বাণবর্ষং রামানুজে স্বস্মিন্ কাম্মুকং সঙ্গুণং রাবণেন কাম্মুকপ্রেরিতং ক্ষুরাদিভিচ্চিচ্ছেদ, অত্যাংশ্চ ক্ষিপ্তান্ শরান্ ধনুশ্চ। ‘ববর্ষ তীত্রং’ ‘ন চুক্ষুভে চ’ ইতি চ পাঠে স রাবণঃ ন চুক্ষুভে ক্ষোভং ন প্রাপেত্যর্থঃ।

মাথাকাটা সাপের মত সেই বাণগুলি সহস্রা কর্তিত দেখিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অপর কতকগুলি শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

রাবণ লক্ষ্মণের উপর ধনুস্মুক্ত তীত্র শরবৃষ্টি বর্ষণ করিলেন, লক্ষ্মণ বিচলিত না হইয়া ক্ষুর, অর্কচন্দ্রাকৃতি কর্ণিশর ও ভল্লদ্বারা সেই শরসমূহ ছেদন করিলেন ॥ ৭৭ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই শরসমূহ ব্যর্থ হইল দেখিয়া লক্ষ্মণের ক্ষিপ্তপ্রায়ে বিস্মিত হইলেন এবং পুনরায় শাণিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭৮ ॥

লক্ষ্মণও ইন্দ্রের ভীষণ বজ্রের আয় বেগশালী অগ্নিতুল্য শাণিতাগ্র শরসমূহ ধনুকে যোজনাকরিয়া রাক্ষসরাজের বধার্থে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭৯ ॥

১। ছ ‘ববর্ষ বাণৈশ্চলিতাগ্রমৌলিশৃংখলবজ্রাশনিতুল্যবেগৈঃ’। ২। ছ ‘-বর্ষ’। ৩। ছ ‘-নুভঃ’। ৪। ছ ‘সংগ্রহতম্’। ৫। ছ ‘শরান্ স’। ৬। ছ ‘ততঃ স্বপেন’। ৭। ছ-পুস্তকে অগ্রমৌলি নাস্তি। ৮। ছ ‘-স্তাংশ্চ’। ৯। ছ ‘স্বঘোরান্’। ১০। ছ ‘-বজ্রা-’। ১১। অতঃ পরং ছ ‘বিপাঠবৈতন্তিকবৎসদন্তৈঃ ক্ষুরার্কচন্দ্রোত্তমসিংহদন্তৈঃ। শত্ৰুস্তিনারাচশিলীমুখাধৈঃ সচ্ছিন্নহৃদীমুখনৈকবন্তৈঃ’। ইত্যধিকম্।

স তান্ প্রচিচ্ছেদ নিশাচরেন্দ্রশিচ্ছ্বা ততো লক্ষ্মণমাজঘান ।

শরেণ কালাগ্নিসমপ্রভেণ স্বয়ম্ভুদন্তেন ললাটদেশে ॥ ৮০ ॥

স লক্ষ্মণো রাবণসায়কর্তৃশ্চচাল চাপং শিখিলং প্রগৃহ ।

পুনশ্চ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য কৃচ্ছ্রাচ্চিচ্ছেদ চাপং ত্রিদশেদ্রশাত্রোঃ ॥ ৮১ ॥

তং কৃতচাপং ত্রিভিরাজঘান বাণৈস্তদা দাশরথিঃ শিতাগ্রৈঃ ।

স সায়কর্তো বিচচাল রাজা কৃচ্ছ্রাচ্চ সংজ্ঞাং পুনরাসাদ ॥ ৮২ ॥

স কৃতচাপঃ শরপীড়িতাঙ্গঃ শ্বেদাদ্র্গাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ ।

জগ্রাহ শক্তিং সমরপ্রচণ্ডাং স্বয়ম্ভুদন্তামথ দেবশক্রঃ ॥ ৮৩ ॥

৮০। লো-টী। স নিশাচরেন্দ্রস্তান্ শরান্ চিচ্ছেদেতি সাক্ষ্যেনাশয়ঃ। কৈন্তগ্রাহ—  
বিপাঠেতি বিপাঠাদয়োহত্রবিশেষাঃ। তৈশ্চ কিমুতৈঃ? কর্ণাদিভিঃ সহিতৈঃ ছিদ্ৰাদিভিঃ  
সহিতৈশ্চ। স্বয়ম্ভুদন্তেন হস্ত আৰ্ঘ্যঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেগুলি ছেদন করিলেন। ছেদন করিয়া তার পর রুদ্ৰদন্ত  
কালাগ্নিতুল্য শরদ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশে আঘাত করিলেন ॥ ৮০ ॥

লক্ষ্মণ রাবণের বাণে পীড়িত হইয়া শিখিলভাবে ধনুক ধারণপূর্বক বিচলিত  
হইয়া পড়িলেন, তার পর অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া রাবণের ধনুকটী ছেদন  
করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮১ ॥

লক্ষ্মণ তাঁহার ধনুক কাটিয়া ফেলিয়া তিনটী শাণিতাগ্র শরদ্বারা তাঁহাকে  
আঘাত করিলেন। রাবণ সেই শরাঘাতে কাতর হইয়া বিচলিত হইলেন এবং অতি  
কষ্টে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন ॥ ৮২ ॥

ছিদ্রধ্বা রাবণের সর্বাঙ্গ শরাঘাতে ব্যথিত হইল। তাঁহার শরীর শ্বেদাদ্র্গ  
ও রুধিরধারায় সিক্ত হইল, তার পর তিনি মহাদেবের প্রদত্ত প্রচণ্ড শক্তি গ্রহণ  
করিলেন ॥ ৮৩ ॥

১। হ 'তাংস্ত' ২। হ '-নলসমপ্রভেণ'। ৩। হ '-শা-'। ৪। হ 'শায়-'। ৫। হ 'পরমপ্র-'।

৬। হ '-তাং হুধি'।



স তাং বিধুমানলসম্মিকাশাং বিত্রাসনীং বানরযুথপানাম্ ।

চিক্কেপ শক্তিং তরসা জ্বলন্তীং সৌমিত্রয়ে রাক্ষসরাষ্ট্রনাথঃ ॥ ৮৪ ॥

তাং দীপ্যমানাং রঘুনন্দনস্তদা জঘান বাণৈরনলপ্রকাঠৈঃ ।

তথাপি সা তস্মৈ বিবেশ শক্তিভূজান্তরং দাশরথ্যেবিশালা ॥ ৮৫ ॥

শক্ত্যা তয়া তু সৌমিত্রিস্তাড়িতঃ স স্তনাস্তরে ।

বিষ্ণোরচিস্ত্যং স্বং ভাগমাত্মনঃ প্রতिसংস্মরন্ ॥ ৮৬ ॥

বিসংস্মতঃ পতিতং দৃষ্ট্বা সৌমিত্রিং রাক্ষসেশ্বরঃ ।

অবতীৰ্য্য রথাং তূর্ণমভিছুদ্রাব লক্ষ্মণম্ ॥ ৮৭ ॥

৮৪। লো-টা। বিধুয় ভ্রাময়িষা, সৌমিত্রয়ে সৌমিত্রিং হস্তম্।

৮৫। লো-টা। ভূতান্তরে ভূজমধ্যে।

৮৬। লো-টা। বিষ্ণোঃ স্বং ভাগম্ আত্মনো মম সম্বন্ধিনং প্রতिसংস্মরন্ বিষ্ণো-  
রচিস্ত্যঃ স্বীয়ভাগোহমিতি প্রতिसংস্মরতীত্যর্থঃ। তথাপি বিসংস্মতপি। 'আত্মানং প্রতি  
সংস্মরদি'তি পাঠে আত্মানং প্রতिसংস্মরং সংস্মরন্ সংস্মরতীত্যর্থঃ। 'আত্মনঃ প্রত্যপাস্মর'দিতি  
সাক্ষরঃ পাঠঃ। প্রত্যপাস্মরদ্বিষ্মতবান্।

রাক্ষসরাজ রাবণ বানরদলের ভীতিজনক সেই ধূমহীন অগ্নির ছায়া উজ্জ্বল-  
প্রভাময়ী শক্তিকে বেগে লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

তখন লক্ষ্মণ সেই প্রদীপ্ত শক্তিকে অগ্নিতুল্য বাণদ্বারা আঘাত করিলেন,  
তথাপি সেই বিশাল শক্তি তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল ॥ ৮৫ ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সেই শক্তিদ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রহৃত হইয়া নিজকে বিষ্ণুর  
অচিন্তনীয় অংশরূপে স্মরণ করিলেন ॥ ৮৬ ॥

রাক্ষসরাজ লক্ষ্মণকে সংজ্ঞাহীন ও নিপতিত হইতে দেখিয়া সত্বর রথ হইতে  
অবতরণ করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

১। হ '-রাজঃ'। ২। হ '-প্রতাপৈঃ'। ৩। হ '-লম্'। ৪। হ '-তক্ষ'। ৫। হ 'প্রত্যপাস্মরং'।

৬। হ '-তীর্ণো'।

ততো দানবদর্পনঃ সৌমিত্রিঃ দেবকণ্টকঃ ।

বিষোরচিস্ত্যো যো ভাগো মানুষ্যং দেহমাশ্রিতঃ ॥ ৮৮ ॥

সংপীড়য়িত্বা বাহুভ্যাং প্রভুলজ্বনেহভবৎ ।

তং গৃহীত্বা স বাহুভ্যাং চিস্তয়ামাস রাবণঃ ॥ ৮৯ ॥

হিমবান্ মন্দরো মেরুঃ কৈলাসো বা মহাগিরিঃ ।

শক্যো ভূজাভ্যামুদ্বোতুং ন ত্রয়ং রাঘবানুজঃ ॥ ৯০ ॥

লক্ষণং তু ততঃ শ্রীমান্ জিহ্বাক্ষন্তং স মারুতিঃ ।

আজ্ঞানোরসি ব্যাঢ়ে বজ্রকল্লেন মুষ্টিনা ॥ ৯১ ॥

তেন মুষ্টিপ্রহারেণ রাবণো ভীমবিক্রমঃ ।

জানুভ্যাংগমদ্ ভূমিং যুমোহ চ চচাল চ ॥ ৯২ ॥

৮৯। লো-টী। পীড়য়িত্বা ধ্বংস লজ্বনে হোলনে অপ্রভুরসমর্পণেহভবৎ।

৯১। লো-টী। ব্যাঢ়ে বর্জুলে।

তার পর দানবদিগের দর্পহারী দেবকণ্টক রাবণ মনুষ্যদেহাশ্রিত বিষুর অচিস্তনীয় অংশরূপী লক্ষণকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উত্তোলিত করিতে পারিলেন না। তখন দুই হাতে লক্ষণকে ধরিয়া চিস্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮-৮৯ ॥

মেরু, মন্দর, কৈলাস ও মহাপর্বত হিমালয়কেও আমি দুই হাতে উত্তোলন করিতে পারিয়াছি, কিন্তু এই রামের আতা লক্ষণকে তুলিতে পারিলাম না! ॥ ৯০ ॥

তার পর হনুমান্ লক্ষণকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে বজ্রকল্ল মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৯১ ॥

ভীষণ-পরাক্রমশালী রাবণ সেই মুষ্টিপ্রহারে জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৯২ ॥

১। চ'-স্ব'। ২। ক'-মাহিতঃ'। ৩। ছ'তং'। ৪। ছ'-ভ্যাং ন প্রভু'। ৫। ছ'-স তং গৃহীত্বা'। ৬। ছ'-ভ্যাং সং'। ৭। অতঃ পরং ছ-পুস্তকে 'আন্তঃ সনৈত্র্যবর্ণৈর্গণ্যাম কথিরং মুহঃ।' ইত্যধিকং।

বিসংজ্ঞং রাবণং দৃষ্ট্ৱা সমরে ভীমবিক্রমম্ ।

ঋষয়ো দানবান্শৈব নেদুর্দেবাশ্চ হর্ষিতাঃ ॥ ৯৩ ॥

হনুমানপি তেজস্বী লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।

আনয়দ্ রাঘবাভ্যাসে বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ ॥ ৯৪ ॥

বায়ুসুনোঃ সূহৃদ্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ ।

শক্রণামপ্রকম্প্যাহপি লঘুভ্রমগমং কপেঃ ॥ ৯৫ ॥

তং সমুৎসৃজ্য সা শক্তিঃ সৌমিত্রিং যুদ্ধচূর্মদম্ ।

রাবণস্য রথে তস্মিন্ স্বস্থানং প্রত্যপণ্ডত ॥ ৯৬ ॥

রাবণোহপি মহাতেজাঃ প্রাপ্য সংজ্ঞাং মহাহবে ।

আদদে নিশিতান্ বাণান্ জগ্ৰাহ চ মহদ্ধনুঃ ॥ ৯৭ ॥

৯৩। লো-টী। হর্ষিতাঃ সাসুরা ইতি বা পাঠঃ ।

৯৪। লো-টী। রাঘবাভ্যাসে তৎসমীপে হনুমান্ ।

৯৫। লো-টী। সূহৃদ্বেন সৌহাৰ্দ্দেন, 'সূহৃদ্বেন'তি পাঠে সূহৃৎ সূহৃৎ তেন কপেঃ সকাশাৎ শক্রণাং লঘুভ্রমরত্বম্ অগমং জ্ঞাতবান্ । স লক্ষণঃ । কপিষ্ঠোলয়িত্বা নিনায়, রাবণস্তোলয়িত্বমপি ন শক্ত ইতি লঘুত্বম্ । যদ্বা, শক্রণামকম্প্যাহচাল্যোহপি কপেঃ স্থানে লঘুৎ দাসভাবমগমং ।

৯৬। লো-টী। শক্তিঃ শক্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রত্যপণ্ডত অগমং ।

ভীষণ-পরাক্রমশালী রাবণকে রণক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া দেবতা, ঋষি ও দানবগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

তেজস্বী হনুমান্ ও সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া রামের নিকট আনয়ন করিলেন ॥ ৯৪ ॥

হনুমানের সৌহার্দ্য ও পরম ভক্তির ফলে তিনি শত্রুর অবিচালা হইয়াও তাঁহার নিকট লঘুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

যুদ্ধে দুর্দ্বর্ষ লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই শক্তি পুনরায় রাবণের রথে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হইল ॥ ৯৬ ॥

মহাযুদ্ধে মহাতেজস্বী রাবণও সংজ্ঞালাভ করিয়া শাণিত শর ও বিশাল ধনুক গ্রহণ করিলেন ॥ ৯৭ ॥

১। হ'-ভাঙ্গ'। ২। হ'সঃ'। ৩। হ'স তম্'। ৪। হ'পুনরাগমং'। ৫। হ'অতঃ পরং পুনশ্চ স্বরথে দ্বিবা রোষপর্ধ্যাকুলেক্ষণঃ'। ইত্যাদিকম্ ।

আশ্বাস্ত চ মহাত্মা চ লক্ষণঃ শত্রুসূদনঃ ।

বিষোৰ্ভাগমচিন্ত্যং স্বং স্মৃত্বা স্তম্ভতরোহভবৎ ॥ ৯৮ ॥

এতস্মিন্নন্তরে বীরো দৃষ্ট্ৱা রাবণবিক্রমম্ ।

লক্ষণঞ্চ সমাশ্রন্তং সৈন্যঞ্চ মুদিতং পুনঃ ॥ ৯৯ ॥

নিপাতিতমহাবীরাং বানরাণাং মহাচমুম্ ।

দৃষ্ট্ৱা রামো রণে তস্মিন্নভিহুত্ৱাৱ রাবণম্ ॥ ১০০ ॥

অথৈনমুপসঙ্গম্য হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ।

মম পৃষ্ঠং সমারুহ্য জহীমং হৃষ্টরাবণম্ ॥ ১০১ ॥

এবমুক্তস্তথেষুত্বা সমারুঢ়ঃ প্লবঙ্গমম্ ।

রাঘবঃ সমরাময়ী হস্তকামো নিশাচরম্ ॥ ১০২ ॥

৯৯। লো-টী। বীরোহতিহুত্ৱাবেতি স্বাভাষম্বয়ঃ। নিপাতিতমহাবীরা বস্তাং তাম্, 'রণে তস্মিন্ন'ত্যাতিস্থানে 'রণগতং প্রতাগাদ্রাবণং যুগী'তি কচিং পাঠঃ।

১০২-৩। লো-টী। হুমতা এবমুক্তঃ। 'ঐরাবতমিবেন্দ্রস্ত হুমন্তং সমাস্থিত' ইতি পাঠো

শত্রুনিষূদন মহাত্মা লক্ষ্মণও প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজকে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় অংশরূপে স্মরণ করিয়া স্তম্ভ হইলেন ॥ ৯৮ ॥

ইত্যবসরে রাবণের বিক্রম দেখিয়া, লক্ষ্মণকে প্রকৃতিস্থ ও সৈন্যদিগকে পুনরায় আনন্দিত দেখিয়া এবং বিশাল বাহিনীর বহুবীর নিহত হইয়াছে দেখিয়া সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রাম রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৯৯-১০০ ॥

অনন্তর হনুমান্ রামের নিকটে আসিয়া বলিলেন—“আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই হৃষ্ট রাবণকে হত্যা করুন” ॥ ১০১ ॥

এই কথায় যুদ্ধার্থে ক্রুদ্ধ রাম রাবণকে বধ করিবার অভিলাষে 'তাহাই হউক' বলিয়া হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ॥ ১০২ ॥

১। হ 'আশ্বস্ত চ বিশল্য'। ২। ক 'স'। ৩। হ 'পাপরাক্ষসম্'। ৪। হ অতঃ পরং 'শ্রুত' হুমতো বাক্যং যুক্তং রামোহমুচিন্ত্য চ' ইত্যধিকম্।

ঐরাবতমিবেন্দ্রঃ স হনুমন্তং সমাস্থিতঃ ।

রথস্থং রাবণং সংখ্যে দদর্শ মনুজাধিপঃ ॥ ১০৩ ॥

তমালোক্য মহাতেজাঃ প্রভুদ্রাবাথ রাঘবঃ ।

বিরোচনমিব ক্রুদ্ধো বিষ্ণুরভ্যুতায়ুধঃ ॥ ১০৪ ॥

জ্যাশব্দমথ কুর্ব্বংশচ বজ্রনিষ্পেষনিঃস্বনম্ ।

গিরা গম্ভীরয়া রামো রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ ॥ ১০৫ ॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম ত্বং হি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্ ।

কুত্র রাক্ষসশাদূল গতো মোক্ষমবাপ্যসি ॥ ১০৬ ॥

যদীন্দ্রবৈবস্বতভাস্করান্ বা স্বয়ম্ভুবৈশ্বানরশঙ্করান্ বা ।

গমিষ্যসি ত্বং দশ বা দিশো বা তথাপি মে নাশ্চ বিমোক্ষ্যসে ত্বম্ ॥ ১০৭ ॥

বিমলবোধীঃ । সমাক্রুতঃ সন্ সমাস্থিতঃ সমাক্ স্থিত ইত্যর্থঃ । ‘ঐরাবতমিবেন্দ্রঃ স হনুমন্ত’মিতি পাঠঃ কচিৎ ।

১০৪ । লো-টী । বিরোচনং প্রহ্লাদপুত্রমসুরাস্তুরং বা ।

১০৫ । লো-টী । বজ্রনিষ্পেষো বজ্রসংঘটজো ধ্বনিস্তস্তেৎ নিঃস্বনো যস্য তম্ ।

১০৭ । লো-টী । দৈশ্বানরোহয়িঃ, দশধা দিশঃ দশদিশঃ ।

ঐরাবতাক্রুত ইন্দ্রের শ্রায় হনুমানের উপর অবস্থিত নরপতি রাম রণক্ষেত্রে রথাক্রুত রাবণকে দর্শন করিলেন ॥ ১০৩ ॥

মহাতেজস্বী রাম তাঁহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিরোচনের প্রতি বিষ্ণুর শ্রায় অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেন ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর রাম বজ্রনির্ঘোষের শ্রায় জ্যা-আকর্ষণের শব্দ করিয়া গম্ভীরস্বরে রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন— ॥ ১০৫ ॥

“ধাম ধাম, রাক্ষসবীর ! আমার এতাদৃশ অপ্রিয় আচরণ করিয়া তুমি কোথায় গিয়া মুক্তি পাইবে ? ॥ ১০৬ ॥

যদি তুমি ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, ব্রহ্মা, অগ্নি বা মহাদেবের শরণাপন্ন হও, অথবা দশ-

যশৈশ্ব শক্ত্যা নিহতস্বয়াণ কৃচ্ছাদ্ বিষাদং সহসাত্ত্বাপেতঃ ।

স এব রক্ষোগণমৃত্যুভূতঃ প্রধক্ষ্যতে বৈ তব সৈন্যকক্ষম্ ॥ ১০৮ ॥

রাঘবস্ত বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহাকপিম্ ।

বায়ুপুত্রং মহাত্মানং বহুস্তং রাঘবং রণে ॥ ১০৯ ॥

রোষণে মহতাবিষ্টঃ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ।

আজঘান শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কালানলশিখোপমৈঃ ॥ ১১০ ॥

রাঘবং বহতন্তস্ত্য তাড়িতস্ত্যপি সায়কৈঃ ।

স্বভাবতেজোযুক্তস্ত্য ভূয়স্তেজো ব্যবর্দ্ধত ॥ ১১১ ॥

ততো রামো মহাতেজা রাবণেন কৃতব্রণম্ ।

দৃষ্ট্বা প্লবঙ্গশার্দূলং ক্রোধস্ত্য বশমভ্যাগাৎ ॥ ১১২ ॥

১০৮। লো-টী। কৃচ্ছাচ্ছক্তিজনিতদুঃখাৎ বিষাদং মোহং সহসা আপতিতঃ অভ্যাপেতঃ  
প্রাপ্তঃ। ‘বিশালগর্ভ’ ইতি পার্শ্বে মহাত্মানঃ। সৈন্যমেব কক্ষঃ শুক্লত্বণম্।

১১২। লো-টী। কৃতব্রণং কৃতক্ষতম্।

[লো-টী।] বিদ্ধস্তাড়িতোহপি।

দিকে ধাবিত হইতে থাক, তথাপি আজ আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না ॥১০৮॥

আজ যিনি এই তোমার শক্তিপ্রহারে সহসা বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই লক্ষ্মণই রাক্ষসগণের মৃত্যুরূপী এবং তিনিই তোমার শুক্লত্বণের আয় সৈন্যসমূহকে দগ্ধ করিবেন” ॥ ১০৮ ॥

রামের কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে রামচন্দ্রকে বহনকারী পবননন্দন মহাকপি হনুমানকে পূর্ববশক্রতা স্মরণ করিয়া, মহাক্রোধে আবিষ্ট হইয়া কালানল-শিখাসদৃশ তীক্ষ্ণ শরজালে আহত করিলেন ॥ ১০৯-১১১ ॥

হনুমান্ স্বভাবতঃ তেজস্বী, তিনি শরদ্বারা প্রছত হইলেও রামচন্দ্রকে বহন করিয়া তাঁহার তেজ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥ ১১১ ॥

রাবণ হনুমানের গাত্রে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিয়া মহাতেজস্বী রাম ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১১২ ॥

১। ছ ‘বিসংজ্ঞা’। ২। ছ-পুস্তকে ইদমর্ধং পরলোকস্ত পূর্বাধিক ন বিজ্ঞতে। ৩। ছ অতঃ পরং  
‘হনুমানি তেজস্বী ব্যবর্দ্ধত মহাবলঃ। বিদ্ধো বেগেন মহতা শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ’ ইত্যধিকম্।

তস্মাভিসঙ্গম্য রথং সচক্রং সাশ্বং ধ্বজং চাথ মহাপতাকম্ ।

ছত্রং সিতং তস্মৈ সরস্বদগুণং রামঃ প্রচিচ্ছেদ শরৈঃ শিতাঐঃ ॥ ১১৩ ॥

অথেন্দ্রশত্রুং তরসা জঘান বাণেন বজ্রাশনিসম্মিভেন ।

ভূজান্তরে ব্যুত্থজাতরূপে বজ্রী যথেন্দ্রো যুধি দানবেন্দ্রম্ ॥ ১১৪ ॥

যো বজ্রশূলাশনিশস্ত্রপাঠৈর্ন চুক্ষুভে নাপি চচাল রাজা ।

স রামবাণাভিহতো ব্যথার্ভিচচাল চাপং চ মুমোচ দীনঃ ॥ ১১৫ ॥

স বিহ্বলং তঞ্চ সমীক্ষ্য রামঃ সমাদদে দীপ্তমথার্দ্ধচন্দ্রম্ ।

তেনার্কবর্ণং সহসা কিরীটং চিচ্ছেদ রক্ষোহধিপতের্মহাত্মা ॥ ১১৬ ॥

১১৩। লো-টী। 'ততোঃ হসমন্তে'তি পাঠঃ। 'অস্মাভিসঙ্গম্য'তি চ কচিং। শিতাঐঃ শাণিতাঐঃ। 'সুতীকৈ'রতি বা পাঠঃ।

১১৪। লো-টী। ব্যুত্থে বিস্তীর্ণে স্তজাতে কোমলে রূপে রূপবতি চ।

১১৫। লো-টী। বজ্রং চ শূলবৎ অশনিঃ শস্ত্রম্ অশনিবিহ্বলং তদ্বৎ প্রকাশমানম্। যৎ অন্তঃ শস্ত্রঞ্চ তেষাং পাঠেতঃ।

অনন্তর রাম সম্মুখে আসিয়া শাণিতাগ্র শরজালে রাবণের অশ্ব ও চক্রসহিত রথ, বিশাল-পতাকায়ুক্ত ধ্বজ এবং সুবর্ণ-দণ্ডনিহিত শ্বেত ছত্র ছেদন করিলেন ॥ ১১৩ ॥

অনন্তর যুদ্ধে ইন্দ্র যেমন দানবরাজের প্রতি বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন, রাম সেইরূপ বজ্রতুল্য শরদ্বারা রাবণের সুন্দর ও বিশাল বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ১১৪ ॥

যে রাবণ বজ্রশূল, বজ্র ও অগ্ন্যস্ত্র শস্ত্রাঘাতে কদাপি বিচলিত হন নাই, তিনি রামের শরাঘাতে বেদনায় কাতর হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং দীনভাবে ধনুক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১১৫ ॥

রাম তাঁহাকে বিহ্বল দেখিয়া প্রদীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করিলেন এবং তদ্বারা রাক্ষসরাজের সূর্য্যপ্রভ কিরীট ছেদন করিলেন ॥ ১১৬ ॥

১। হ 'সঙ্গম্য'। ২। হ 'চাপি'। ৩। হ 'সদাশ্বিং সাশনিধ্বজশূলং'। ৪। হ '-স্বম্'। ৫। হ 'শরৈঃ'। ৬। হ '-রূপো'। ৭। হ 'রাক্ষসেন্দ্রম্'। ৮। হ '-পাশা-'। ৯। হ '-শূল-'। ১০। হ 'বীঃ'। ১১। হ 'তং প্রস-'।

তং নির্বিষাশীবিষসন্মিকাশং শাস্ত্রাচ্চিষং সূর্য্যমিবাপ্রকাশম্ ।

গতশ্রিয়ং কৃত্তিকিরীটমৌলিং প্রত্যাহ রামো যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥ ১১৭ ॥

কৃতং ত্বয়া কৰ্ম্ম মহৎ স্তূহুক্ষরং হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্তুয়াহম্ ।

তস্ম্যাং পরিশ্রান্তমিব প্রপশ্যন্ ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুপথং নয়ামি ॥ ১১৮ ॥

স এবমুক্তো হতমানদৰ্পো নিকৃত্তচাপো নিহতাস্থসূতঃ ।

শোকাদ্বিতঃ কৃত্তমহাকিরীটো বিবেশ লক্ষ্যং সহসা গতশ্রীঃ ॥ ১১৯ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে রজনীচরেশে মহাবলে দানবদেবশত্রৌ ।

হরীন্ বিশল্যান্ সহ লক্ষ্যমেন চকার রামঃ পরমাহবাগ্রে ॥ ১২০ ॥

১১৭। লো-টী। যঃ শাস্ত্রাচ্চিষং গতদীপ্তিং কৃত্তং ছিন্নং কিরীটং 'মৌলিঃ কিরীটে  
ধস্মিন্তে চূড়ায়াং পুংপুংসক'মিতি কোষঃ। অপ্রকাশম্ অপ্রকাশমানম্।

১১৮। লো-টী। কৃতং ত্বয়া ইত্যাদি সোপহাসং বাক্যম্।

যুদ্ধে মস্তকের কিরীট ছিন্ন হওয়ায় রাবণ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাম  
নির্বিষ সর্পের ন্যায় এবং আচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজাহীন রাবণকে লক্ষ্য করিয়া  
বলিলেন—॥ ১১৭ ॥

'তুমি অতীব ছাত্র মহৎ কৰ্ম্ম সাধন করিয়াছ! তুমি আমার বীরদিগকে  
নিহত করিয়াছ!! সেই জন্ত পরিশ্রান্তের মত দেখিয়াই তোমাকে মৃত্যুপথে প্রেরণ  
করিলাম না' ॥ ১১৮ ॥

রাবণের ধনুক ছিন্ন এবং অস্থ ও সারথি নিহত হইয়াছিল, মস্তকের বিশাল  
কিরীট কণ্ঠিত হওয়ায় তিনি শ্রীহীন হইয়াছিলেন, তাঁহার মান ও দৰ্প হত  
হইয়াছিল। [ তত্পরি ] রামের এই কথায় তিনি শোকাকুল হইয়া সহসা লক্ষ্য  
প্রবেশ করিলেন ॥ ১১৯ ॥

সেই মহাযুদ্ধের সম্মুখে দেবতা ও দানবদিগের শত্রু মহাবলশালী রাক্ষসরাজ

১। ছ-'মিব প্র-'। ২। ক-'কিরীটমৌ-'। ৩। ছ-'তদাহ'। ৪। ছ-'স্তীত্রম্'। ৫। ছ-'স্ত ইতি  
যবস্ত'। ৬। ছ-'সদো'। ৭। ছ-'বাহ-'। ৮। ছ-'পৌহসিধাশস্ত্রঃ'। ৯। ছ-'বিতঃ'। ১০। ছ-  
'সাহতশ্রীঃ'।



তস্মিন্ প্রভগ্নে ত্রিদশেন্দ্রশত্রৌ সুরাসুরা ভূতগণা দিশশ্চ ।

সসাগরাঃ সর্ষিমহোরগাশ্চ ননন্দিরে দেবগণাশ্চ সর্বৈ ॥ ১২১ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে রাবণভজ্ঞা নাম  
ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

১২১ । লো-টী । দিশঃ দিগধিষ্ঠাতৃদেবাসঃ ।

ত্রীলোকনাথ-চক্রবর্তিকৃতটীকায়াং লঙ্কামনোহরায়াং রাবণভজ্ঞঃ ॥ ৩৬ ॥

রাবণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও বানরগণের শল্যোদ্ধার করিলেন ॥ ১২০ ॥

দেবরাজ-শত্রু রাবণ পরাভূত হইলে সমস্ত দেবতা, অসুরগণ, ভূতগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং সমস্ত দিক্ ও সাগরসমূহ আনন্দিত হইল ॥ ১২১ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণের পলায়ন-নামক  
৩৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

( ৩৭ ) সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রামবাণভয়াদিতঃ ।

ভগ্নদৰ্পস্ততো রাজা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ ।

অভিভূতোহভবদ্ রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ২ ॥

ব্রহ্মদণ্ডপ্রকাশানাং বিদ্যুৎসদৃশবর্চ্চসাম্ ।

স্মরন্ রাঘববাণানাং বিব্যথে রাক্ষসাদ্বিপঃ ॥ ৩ ॥

স কাঞ্চনময়ং দিব্যমাশ্রিত্য পরমাসনম্ ।

নিরীক্ষমাণঃ সচিবান্ রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

সৰ্ব্বং তৎ খলু মোঘং মে যৎ কৃতং পরমং তপঃ ।

যদেবেন্দ্রসমানোহহং মানুষেণ পরাজিতঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। ভগ্নদৰ্পঃ ভগ্নাহঙ্কারঃ।

৩। লো-টী। ব্রহ্মদণ্ডপ্রকাশানাং ব্রহ্মদণ্ডানাং ব্রহ্মশাপানামিব প্রকাশো যেষাং শস্ত্র-পুংগৱপি বার্গ্যমাণানামিতার্থঃ।

৫। লো-টী। মোঘং বার্থম্।

রামের বাণভয়ে পীড়িত হইয়া মহারাজ রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করত দৰ্প চূর্ণ হওয়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন ॥ ১ ॥

মহারাজ রাবণ সিংহকর্তৃক মাতঙ্গের আয় এবং গরুড়কর্তৃক সর্পের আয়, মহাত্মা রামচন্দ্রকর্তৃক অভিভূত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ ব্রহ্মশাপের আয় অব্যর্থ এবং বিদ্যুতের আয় তেজোময় রামচন্দ্রের বাণের কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইলেন ॥ ৩ ॥

রাবণ সুবর্ণময় স্বর্ণীয় আসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করত এইরূপ বলিতে লাগিলেন— ॥ ৪ ॥

‘আমি পূর্বে যে তপস্থা করিয়াছি সে সমস্তই ব্যর্থ হইল, যেহেতু দেবরাজ-

পুরাণং ব্রহ্মণ ইদং বচনং সমুপস্থিতম্ ।

মানুষেভ্যো বিজানাহি ভয়মিত্যেব তৎ তথা ॥ ৬ ॥

দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ ।

অবধ্যত্বং ময়া প্রাপ্তং পরিভূতাস্ত মানুষাঃ ॥ ৭ ॥

যচ্চাপি হিমবচ্ছঙ্গে ক্রুদ্ধো নন্দিরভাষত ।

তশ্চৈব তুল্যবদনৈরুপরুদ্ধা হি মে পুরী ॥ ৮ ॥

তয়োম'হাত্মনোর্বাক্যং নান্যথা যাতি সাম্প্রতম্ ।

সত্যং বিভীষণেনোক্তং যচ্চ বাক্যং মহাত্মনা ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। পুরাণং পূর্ব্বকালোক্তং ব্রহ্মণশ্চতুশ্চুগম্ । 'পুরাণব্রহ্মণ' ইতি পাঠঃ ।  
পুরাণব্রহ্মণ আদিব্রহ্মণো বচনমিতি বিমলবোধঃ ।

৯। লো-টী। অন্তথা ন যাতি ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ।

তুল্য আমি একজন সাধারণ মনুষ্যকর্তৃক পরাজিত হইলাম ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'মনুষ্যগণ হইতে তোমার ভয় উপস্থিত হইবে', আজ সেই কথা সার্থক হইল ॥ ৬ ॥

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষসগণ কর্তৃক অবধ্য হইব, এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া আমি মনুষ্যদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছি ( অর্থাৎ তাহাদের অবধ্য হইব, এইরূপ বর প্রার্থনা করি নাই ) ॥ ৭ ॥

হিমালয়শৃঙ্গে নন্দীক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই অনুরূপ-মুখ-বিশিষ্ট প্রাণীদ্বারা আমার লঙ্কানগরী অবরুদ্ধা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

সেই দুইজন মহাত্মার বাক্য বর্ত্তমানে অন্যথা হইবে না এবং মহাত্মা বিভীষণের বাক্যও সত্য হইবে ॥ ৯ ॥

১। হ 'বচনমুপ-' । ২। হ '-বৈর্ব-' । ৩। হ '-তচ্চ-' । ৪। হ '-বৈ-' । ৫। হ 'যদাপি-' ।

৬। হ 'নান্যতাতা-' ।

তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্ ।

তস্মা প্রযুক্তবাক্যস্য নান্যথা যাতি সাম্প্রতম্ ॥ ১০ ॥

ময়া দর্পবলোৎসেকাদন্যথা চিন্তিতং তদা ।

তদন্যথা পরিগতং মম দৌরাভ্যাচেষ্টিতৈঃ ॥ ১১ ॥

নাতিভারোহস্তি দৈবস্য পৌরুষে নিয়তা মতিঃ ।

দৈবপৌরুষসংযোগাৎ সিদ্ধির্নিত্যমবাপ্যতে ॥ ১২ ॥

সজ্জা ভবন্তো রক্ষন্ত নগরীং বৈ সমস্ততঃ ।

রাক্ষসান্চাপি তিষ্ঠন্ত বপ্রগোপুরমূর্দ্ধস্ব ॥ ১৩ ॥

১১। লোটি। দর্পবলোৎসেকাৎ অহঙ্কাররূপবলোদ্ভেকাৎ অধিকাৎ অন্তথা চিন্তিতং বিভীষণবাক্যং বিরুদ্ধত্বেন চিন্তিতম্, তদাক্যম্ অন্তথা পরিণতম্ অবিরুদ্ধত্বেন জাতম্ ।

১২। লো-টি। ইদানীং দৈবপৌরুষয়োর্মধ্যে দৈবস্ত বলীয়ম্ভবাহ—কার্ধ্যসিদ্ধৌ অতি-ভারো নাস্তীত্যর্থঃ। সিদ্ধিঃ ফলং, নিত্যমবশ্যম্ ।

১৩। লো-টি। সজ্জাঃ সন্নদ্ধাঃ কংচিন ইতি যাবৎ। বপ্রে ভিত্তৌ গোপূরে পুরদ্বারে তথোমুর্দ্ধি চ ।

বিভীষণের সেই হিতবাক্য এখন আমার মনে পড়িতেছে। সাম্প্রতি তাহার প্রযুক্ত বাক্যের অন্যথা হইবে না ॥ ১০ ॥

আমি তখন মদোদ্ধত হইয়া বিভীষণের কথা অন্তরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যদ্বারা তাহা অন্তরূপে পরিণত হইল ॥ ১১ ॥

দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই, [তথাপি] বুদ্ধি পুরুষকারে আসক্ত [হয়]। দৈব এবং পুরুষকারের মিলনে নিয়ত সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ১২ ॥

হে মন্ত্ৰিগণ, আপনারা কবচ পরিধান করিয়া চতুর্দিক্ হইতে লঙ্কানগরী রক্ষা করুন, রাক্ষসগণও প্রাচীর এবং নগরীর দ্বারদেশের উপরিভাগে অবস্থান করুক ॥ ১৩ ॥

স চাপ্রতিমসদ্বোহু দেবদানবদর্পহা ।

ব্রহ্মশাপাভিভূতশ্চ কুন্তকর্ণঃ প্রবোধ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

সমরে জিতমাত্মানং প্রহস্তুক তথা হতম্ ।

জ্ঞাহ্বা রক্ষোবলং ভীমমাদিদেশ মহাবলঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বারেষু যত্নঃ ক্রিয়তাং প্রাকারশ্চাভিরূহ্যতাম্ ।

নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুন্তকর্ণঃ প্রবোধ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥

স হি সংখ্যে মহাবাহুঃ ককুদং সর্বরক্ষসাম্ ।

বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ক্ষিপ্ৰমেব হনিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

রামবাণনিরস্তানাং সংগ্রামেহস্মিন্ হৃদারুণে

অপনেষ্যতি নঃ ক্ষিপ্ৰং কুন্তকর্ণৌ মহন্তয়ম্ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। অপ্রতিমসদ্বঃ অতুল্যবলঃ।

১৭। লো-টী। ককুদং প্রধানঃ। ‘প্রধানে রাজচিহ্নে চ বুঝাঙ্গে ককুদোহস্ত্রিয়া’মিতি কোষঃ। বিধনিষ্যতি নাশনিষ্যতি।

দেবতা এবং দানবগণের দর্পহারী ব্রহ্মশাপে অভিভূত সেই অনন্তসদৃশ মহাবীর কুন্তকর্ণকে জাগরিত করা হউক ॥ ১৪ ॥

মহাবীর রাবণ যুদ্ধে নিজকে পরাজিত এবং প্রহস্তুকে মৃত অবগত হইয়া ভীষণ রাক্ষসসৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন— ॥ ১৫ ॥

‘তোমরা লঙ্কানগরীর দ্বাররক্ষায় যত্নবান্ হও এবং প্রাচীরের উপর আরোহণ কর এবং নিদ্রিত কুন্তকর্ণকে প্রবোধিত কর ॥ ১৬ ॥

সমস্ত রাক্ষসের প্রধান সেই মহাবাহু কুন্তকর্ণ যুদ্ধে শীঘ্রই বানরদিগকে এবং সেই রাজপুত্রদ্বয়কে বধ করিবে ॥ ১৭ ॥

কুন্তকর্ণ এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে রাম-বাণে পরাভূত আমাদের অত্যধিক ভয় শীঘ্রই দূর করিবে ॥ ১৮ ॥

নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ ।

তং বিবোধয়ত ক্ষিপ্রং কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ॥ ১৯ ॥

কুন্তকর্ণঃ সদা শোভে যুতো গ্রাম্যসুখে রতঃ ।

কিং করিষ্যাম্যহং তেন শত্রুতুলাবলেন বৈ ।

ঈদৃশে সন্ত্রমে ঘোরে যো ন সাহ্যায় কল্পতে ॥ ২০ ॥

তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ ।

জগ্মুঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ কুন্তকর্ণনিবেশনম্ ॥ ২১ ॥

১৯। লো-টী। নবসপ্তেত্যাদি। নবসপ্ত ষোড়শ, তেষাং দশাষ্টৌ দশপ্রক্ষেপে সতি ষণ্মাসান্ স্বপিতি স্বপ্নস্রুতি অতস্তুং বোধয়ত। অষ্টিরিতি ‘অসু ক্ষেপণে’ ইতি ধাতোঃ প্রয়োগে সকারস্ব মূর্ধন্ত্বমার্থম্। ‘অসু ব্যাপ্তা’ বিতাস্ত প্রয়োগে ধাতুনামনেবার্থম্। যদ্বা, নবসপ্ত ষোড়শ, তেষাং দশ দশগুণা অষ্টৌ চ এতেন একশতম্ অষ্টষষ্টিশ্চ, মাসপদেন দ্বাদশ উচ্যন্তে, ততশ্চ মিলিতম্ অশীতান্তরশতদিনং ভবতি, ষণ্মাসান্ স্বপ্নাতীতার্থঃ। যদ্বা, চতুরো মাসান্ স্বপিতি দ্বিমাসা-নস্তরং জাগরিষ্যতীতি ক্ষিপ্রং তং বিবোধয়ত ইতি বক্তব্যে প্রহস্তবধেন স্বীয়মুকুটচূড়াচ্ছেদেন চ সংযুক্তোহন্ত প্রকারেণ তদর্থমাহ—নবসপ্তেতি। চতুর্দ্বিংশমাসান্ স্বপিতি। অহে তু দশাষ্টৌ অষ্টাদশ মাসান্ শয়িতবে। নবসপ্ত ষোড়শ মাসান্ স্বপিতি ইতি ক্রবতে সংগ্রামভয়ে।

২০। লো-টী। সাহ্যায় সাহায্যায়।

রাক্ষস কুন্তকর্ণ [  $৯ + ৭ = ১৬ \times ১০ = ১৬০ + ৮ = ১৬৮ + ১২ = ১৮০$  দিন অর্থাৎ ] ছয়মাস নিদ্রা যায়, অতএব শীঘ্রই তাহাকে প্রবোধিত কর ॥ ১৯ ॥

মূর্খ কুন্তকর্ণ গ্রাম্যসুখে আসক্ত হইয়া সর্বদাই নিদ্রা যায়; অতএব এইরূপ ভীষণ যুদ্ধে যে আমার সহায় হইল না, আমি তাহার ইন্দ্রতুল্য শক্তিদ্বারা কি করিব? ॥ ২০ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণের সেই কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া কুন্তকর্ণের আশ্রয়ে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

তে তথা তু সমাদিষ্টা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ।

গন্ধং মাল্যং তথা পানং ভক্ষ্যাকাংক্ষায় সত্বরাঃ ।

আসাদ্ভ ভবনং তস্য বিবিশুস্তে নৃপাজ্ঞয়া ॥ ২২ ॥

তে প্রবিশ্য মহাদ্বারং সর্বতো যোজনায়তম্ ।

কুন্তকর্ণগৃহং রম্যং পুণ্যগন্ধবহং শুচি ।

বিবোধয়িম্ববঃ সর্বৈ তস্মুস্তস্য মহাগৃহে ॥ ২৩ ॥

তস্য নিঃশ্বাসবাতেন কুন্তকর্ণস্য রক্ষসঃ ।

রাক্ষসা বলবন্তস্তে শ্বাতুং নাশকুং বন্তদা ॥ ২৪ ॥

কুন্তকর্ণস্য নিঃশ্বাসাদবধূতা মহাবলাঃ ।

যতমানাস্ত কৃচ্ছ্রণ পুনস্তে বিবিশুগৃহম্ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টী। পুণ্যং মনোহরম্ ।

২৫। লো-টী। অবধূতাঃ কম্পিতাঃ ।

ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ সেইরূপ আদিষ্ট হইয়া গন্ধ, মাল্য, পানীয় ও খাদ্য গ্রহণ করিয়া অতি সত্বর তাহার গৃহের সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজ্যদেশে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২ ॥

তাঁহারা কুন্তকর্ণের যোজনবিস্তৃত প্রকাণ্ড-দ্বারযুক্ত মনোহর-বায়ুপূর্ণ রমণীয় পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জাগরিত করিবার অভিপ্রায়ে সকলে তাহার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বলবান্ রাক্ষসেরাও সেই কুন্তকর্ণ-রাক্ষসের নিঃশ্বাস-বায়ুর উপদ্রবে সেই স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২৪ ॥

কুন্তকর্ণের নিঃশ্বাসে কম্পমান মহাবীর রাক্ষসগণ চেষ্টা করিয়া অতিকষ্টে পুনরায় তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৫ ॥

১। হ 'লাক্ মাংসক ভক্ষ্যাংক্ষাদার'। ২। হ 'প্রাবিশুস্তে'। ৩। হ 'তৎ'। ৪। হ '-কং শুভং'। ৫। হ 'গৃহে তদা'। ৬। হ '-দ্বোহপি'। ৭। হ 'তন্তে এবিবিশু'।

তে প্রবিষ্ট্য তদা রম্যং গৃহং কাঞ্চনকুট্টিমম্ ।

দদৃশুর্নৈর্ধাতব্যাত্রং শয়ানং ভীমদর্শনম্ ॥ ২৬ ॥

উর্দ্ধরোমাক্ষিততনুং শ্বসন্তমিব পন্নগম্ ।

বিত্রাসয়ন্তঃ নিঃশ্বাসৈঃ শয়ানং পিশিতাশনম্ ॥ ২৭ ॥

ভীমপ্রাণবলং ভীমং পাতালবিপুলাননম্ ।

তে তু তং বিপুলং দৃষ্ট্বা বিকীর্ণমিব পর্বতম্ ॥ ২৮ ॥

কুস্তকর্ণং মহানিদ্ৰং প্রস্রুপ্তং বোধয়িষ্যবঃ ।

ততঃ পরিহিতা গাঢ়ং রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ২৯ ॥

নীলাঞ্জনচয়াকারকুস্তকর্ণসমীপগাঃ ।

তেহথ চক্রুমহাত্মানঃ কুস্তকর্ণাগ্রতঃ স্থিতাঃ ।

ভক্ষ্যাণাং মেরুসঙ্কশং রাশিং পরমতর্পণম্ ॥ ৩০ ॥

২৬। লো-টী। কাঞ্চনকুট্টিমং কাঞ্চনেন কুট্টিমো বহু ভূমিধাম্ তৎ, 'কুট্টিমোহস্মী বহুভূমি'রिति ভূরিং ।

২৭। লো-টী। উর্দ্ধে রোমভিরাক্ষিততনুং ব্যাপ্ততনুং ভীমো ভয়ানকঃ প্রাণো নিশ্বাসবাতঃ বলঞ্চ শারীরং যন্ত তম্, যদা, ভীমঃ প্রাণঃ পূর্ণং বলং যন্ত তম্ । 'প্রাণো বাতে বলে লোলে পূর্ণে পুং-ভূমি চাস্রু' ইতি ভূরিং । অতো ভীমং ভয়ানকম্ ।

২৮-৩০। লো-টী। বিকৃতং বিকৃতাকারং বিকীর্ণং ভিন্নপক্ষং পর্বতমিব । বোধয়িষ্যবঃ বোধায় উদ্যক্তাঃ । 'বোধয়ন্তি চে'তি কচিৎ পাঠঃ । গাঢ়ং যথা তথা পরিবৃত্তা বহুবন্ধাঃ । 'পরিহিতা' ইতি পাঠে স এবার্থঃ ।

রাক্ষসগণ সুবর্ণনির্মিত-ভিত্তিযুক্ত সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া বিকটাকার নিদ্রিত রাক্ষসপুঙ্গব কুস্তকর্ণকে দেখিলেন ॥ ২৬ ॥

রোমাক্ষিত-শরীর বৃহৎ সর্পের আয় নিঃশ্বাসত্যাগকারী নিঃশ্বাসদ্বারা ভীতিবর্দ্ধক শয়নকারী মাংসাশী মহাপ্রাণ পাতালের আয় বিশাল-মুখ, পক্ষহীন পর্বতের আয়

১। হ 'মহাধারঃ'। ২। হ 'পু রাক্ষস'। ৩। হ 'বিকৃত'। ৪। হ 'বৃত্তা'। ৫। হ 'নীলাচল'। ৬। 'নাদং'। ৭। 'গান্ধার'।



মৃগাণাং মহিষাণাক বরাহাণাক সঞ্চয়ান্ ।

চক্রু<sup>২</sup> নৈর্ধাতশাদ্<sup>১</sup> লো রাশিমন্নশ্চ চাছুতম্ ॥ ৩১ ॥

ততঃ শোণিতকুস্তাশ্চ মদ্যানি বিবিধানি চ ।

পুরস্তাং কুস্তকর্ণশ্চ চক্রু<sup>৩</sup> স্ত্রিদশশত্রবঃ ॥ ৩২ ॥

লিলিপুশ্চ পরাক্কেন চন্দনেন স্নগন্ধিনা ।

বস্ত্রেঃ প্রচ্ছাদয়ামাস্তমালৈর্গন্ধৈঃ স্নগন্ধিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ধূপং স্নগন্ধং সম্ভুজুস্তু<sup>৪</sup> বুশ্চ পরস্তপম্ ।

কুস্তকর্ণং মহানিদ্ৰং বোধনায়োপচক্রমুঃ ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টা। সঞ্চয়ং মাংসসঞ্চয়ম্।

৩৪। লো-টা। সম্ভুজুশ্চক্রুঃ।

বিশাল অতিশয় নিদ্রাশীল সেই কুস্তকর্ণকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ভীমকর্মা রাক্ষসগণ দৃঢ়ভাবে বস্ত্র পরিধানপূর্বক নীলকঙ্কলসমূহাকৃতি কুস্তকর্ণের সমীপে গমন করত অতিশয় তৃপ্তিপ্রদ মেরুপর্বত-সদৃশ রাশীকৃত ভক্ষ্যবস্তু স্থাপন করিলেন ॥ ২৭-৩০ ॥

রাক্ষসপুঞ্জবগণ মৃগ, মহিষ ও বরাহের স্তৃগীকৃত মাংস এবং রাশীকৃত অন্ন একত্র স্থাপন করিলেন ॥ ৩১ ॥

দেবশত্রু রাক্ষসগণ রক্তপূর্ণ কুস্ত এবং বিবিধ মদ্য কুস্তকর্ণের সম্মুখে রাখিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রেষ্ঠ স্নগন্ধি চন্দন দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর লেপন করিলেন এবং স্নগন্ধি গন্ধ, মালা ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

স্নগন্ধি ধূপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া শত্রুসংহারক কুস্তকর্ণকে স্তব করত মহানিদ্রায় অভিভূত তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

জলদা ইব তে<sup>১</sup> নেদুর্ষা<sup>২</sup>তুধানাস্ততস্ততঃ ।

বিব্যাধু<sup>৩</sup>শ্চাস্ত গাত্রাণি<sup>৪</sup> স্নস্তোহভিব্যানদংস্তদা ॥ ৩৫ ॥

অথ থিন্না<sup>৫</sup> ন শেকুস্তে তৎপ্রবোধায়<sup>৬</sup> রাক্ষসাঃ ।

ততো গুরুতরং যত্নং চক্রুস্তে<sup>৭</sup> প্রতিবোধনে ॥ ৩৬ ॥

শঙ্খাংশ্চ<sup>৮</sup> পূরয়ামাসুঃ শশাঙ্কসদৃশপ্রভান্ ।

তুমুলং যুগপচ্চাপি<sup>৯</sup> নেদুর্ভ<sup>১০</sup>শমমর্ষিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

তে তদা স্ফোটয়ামাসুঃ<sup>১১</sup> খেলন্তুশ্চ সমস্ততঃ ।

কুন্তকর্ণবিবোধার্থং চক্রুশ্চ<sup>১২</sup> বিপুলং স্ননম্ ॥ ৩৮ ॥

উষ্ট্রান্<sup>১৩</sup> হয়ান্<sup>১৪</sup> খরান্<sup>১৫</sup> নাগান্<sup>১৬</sup> জম্বুর্দণ্ড-কষাক্ষুশৈঃ ।

ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাংশ্চ<sup>১৭</sup> সর্বপ্রাণৈরবাদয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। গুরুতরং মহাস্তম্।

৩৮। লো-টী। কুন্তকর্ণস্ত সমস্তত উপরি ক্ষেড়ন্তঃ ক্রীড়ন্তঃ স্ফোটয়ামাসুঃ বাহুশব্দং চক্রুরিতার্থঃ।

৩৯। লো-টী। সর্বপ্রাণৈঃ সর্বরসৈরিতার্থঃ।

রাক্ষসগণ ইতস্ততঃ মেঘের আয় গর্জন করিয়া এবং উহার শরীর পীড়িত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

রাক্ষসগণ তাহাকে আহত করিয়াও জাগরিত করিতে সমর্থ না হইয়া প্রবুদ্ধ করিতে অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ চন্দ্রের আয় শুভ্রবর্ণ শঙ্খসমূহ মুখবায়ুদ্বারা পূর্ণ করত যুগপৎ তুমুল ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

তাহারা কুন্তকর্ণের জাগরণের নিমিত্ত তাহার শরীরের উপর উত্থিত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করত প্রচণ্ড শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

রাক্ষসগণ দণ্ড, কষা এবং অঙ্কুশদ্বারা উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দভ ও হস্তীদিগকে আঘাত

১। হ 'নেদুর্ষা' ২। হ 'তস্ত বোধায়' ৩। হ '-বোধন' ৪। হ '-বাপি' ৫। হ '-হস্তেদুচ্চাপি' ৬। হ 'নাগান্ হয়ান্ ক্রোড়ান্' ৭। হ '-কষা-' ৮। হ '-শব্দ-'

নিজমুশাস্ত্র গাত্রাণি মহন্তিঃ কূটমুদগরৈঃ ।

পাট্টিশৈর্মুঘলৈশ্চৈব সৰ্ব্বপ্রাণসমুদ্রতৈঃ ॥ ৪০ ॥

তং শঙ্খভেরীপটহপ্রাণদম্ আক্ষেড়িতাশ্ফাটিতসিংহনাদম্ ।

দিশো দ্রবন্তং ত্রিদিবং ভ্রমন্তং ঞ্জত্বা বিহঙ্গাঃ সহসা নিপেতুঃ ॥ ৪১ ॥

যদা তু তৈঃ সংনিবদৈর্মহাত্মা ন কুন্তকর্ণো বুবুধে প্রস্থপ্তঃ ।

তদা ভুশুণ্ডীমুঘলানি শূলান্ রক্ষোগণাস্তে জগৃহ্গদাশ্চ ॥ ৪২ ॥

৪০। লো-টী। কূটমুদগরৈঃ কূটেরঘোঘনৈর্মুদগরৈশ্চ ‘অঘোঘনে শৈলশৃঙ্গে সীরাঙ্গে কূট-  
মস্ত্রিয়া’মিত্যমরঃ। যদা, কূটমৌহমুদগরৈর্মুদগরৈরষ্টশ্চ। ‘কূটোহস্ত্রী নিশ্চয়ে রাশৌ মোহমুদগর-  
দন্তয়ো’রিতি কোষঃ। ‘মহাকাঠৈষ্ঠৈর্বরঙকৈ’রিতি পাঠে মহাকাঠৈষ্ঠৈর্বরঙকৈশ্চ যৌবনকণ্টকৈদৃঢ়-  
কণ্টকৈরিতি যাবৎ। ‘বরঙকস্ত মাভবন্তো যৌবনকণ্টকে’ ইতি কোষঃ।

৪১। লো-টী। ‘ভেরীপটহে’তি কচিং পাঠঃ। ‘ভেরীমুরঙ্গে’তি কচিং পাঠঃ।  
আক্ষেড়িতং ক্রীড়াশব্দম্, আশ্ফাটিতং বাহুশব্দং দিশো দ্রবন্তং ব্যাপ্তবন্তং ভ্রমন্তং  
দৃশন্তম্ (?)।

করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত শক্তিদ্বারা ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ বাজাইতে  
লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

সমস্ত শক্তিদ্বারা উত্তোলিত বিশাল লৌহমুদগর, পাট্টিশ এবং মুঘলদ্বারা  
কুন্তকর্ণের শরীরে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালগামী সেই শঙ্খ-ভেরী-পটহধ্বনি, ক্রীড়াধ্বনি  
এবং পরস্পর বাহু-সজ্জর্ঘ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিহঙ্গগণ সহসা নিম্নে পতিত  
হইল ॥ ৪১ ॥

যখন সেই তুমুল শব্দেও নিদ্রিত কুন্তকর্ণ জাগরিত হইলেন না, তখন সেই  
রাক্ষসগণ ভুশুণ্ডী মুঘল ও গদা গ্রহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

১। হ ‘-মুগলৈ-’। ২। হ ‘-গৈঃ সমু-’। ৩। হ ‘-স্ত-’। ৪। হ ‘ক্রমন্তঃ’। ৫। হ ‘ভুশু-  
ভেনন-’। ৬। হ ‘ততো’। ৭। হ ‘ভুশুণ্ডীমুঘলানি চৈব’।

তং শৈলশৃঙ্গৈর্মূলৈর্গদাভির্বৃক্ষৈস্তলৈর্মৃদগরমুষ্টিভিশ্চ ।

স্বপ্রসুপ্তং ভুবি কুন্তকর্ণং রক্ষাংস্বদগ্ৰাণি ততো নিজম্নুঃ ॥ ৪৩ ॥

তেন শব্দেন মহতা লক্ষা সা পরিপূরিতা ।

সপর্বতবনা সর্বান চ স প্রত্যবুধ্যত ॥ ৪৪ ॥

ততঃ সহস্রং ভেরীণাং যুগপৎ সমবাদয়ন্ ।

মৃষ্টকাঞ্চনকোশানাং সমাসক্তং সমস্ততঃ ॥ ৪৫ ॥

এবমপ্যতিনিদ্রস্ত যদা নৈব ব্যবুধ্যত ।

শাপবশ্যস্তত্র স্তপ্তস্তদা ক্রুদ্ধা নিশাচরাঃ ॥ ৪৬ ॥

তে তু ক্রোধসমাবিষ্টাঃ সর্বৈ ভীমপরাক্রমাঃ ।

তদ্রক্ষো বোধয়িষ্যন্তশ্চক্রু রত্নং পরাক্রমম্ ॥ ৪৭ ॥

৪৩। লো-টা। উদগ্ৰাণি বলবন্তি।

৪৫। লো-টা। মৃষ্টং নির্মূলং যৎ কাঞ্চনং তন্নমঃ কেশ একদেশো যাসাং তাসাম্।  
'মৃষ্টকাঞ্চনকোশানাং'মিতি পাঠে মৃষ্টকাঞ্চনং কোশঃ কোশবদাবরণং যাসাং তাসাং সমস্ততঃ সমাসক্তং  
যথা ভবতি তথা সঃ অহন্তত।

৪৬। লো-টা। ক্রুদ্ধা ভবুব্রিতি শেষঃ।

উদ্ধত রাক্ষসগণ পর্বতশৃঙ্গ, মূষল, গদা, বৃক্ষ, চপেট, মৃদগর এবং মুষ্টিদ্বারা  
ভূতলে সুখে নিদ্রিত সেই কুন্তকর্ণকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

সেই ভীষণ শব্দে পর্বত এবং অরণ্যের সহিত লক্ষানগরী পরিপূর্ণ হইলেও  
কুন্তকর্ণ জাগরিত হইলেন না ॥ ৪৪ ॥

চতুর্দিকে স্থাপিত নির্মূল কাঞ্চনময় আবরণে বেষ্টিত সহস্র ভেরী সেই  
রাক্ষসগণ একসময়ে রাজাইতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

ইহাতেও যখন সেই অত্যন্ত নিদ্রিত কুন্তকর্ণ জাগরিত না হইয়া শাপপ্রভাবে  
নিদ্রিত রহিলেন, তখন রাক্ষসগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৪৬ ॥

ক্রোধাক্ত সেই ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ কুন্তকর্ণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত  
অশ্রুপ উপায় অবলম্বন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অন্যে ভেরীঃ সমাজস্মুরন্যে চক্রমহাস্থনম্ ।

কেশান্ লুলুপ্তুরন্যে চ কর্ণাবন্যে দশস্তি চ ॥ ৪৮ ॥

অন্যে তু বলিনস্তস্য মহতঃ কুটমুদগরান্ ।

মূর্ধ্নি বক্ষসি গাত্রেষু নির্দয়াঃ সমপাতয়ন্ ॥ ৪৯ ॥

মুদঙ্গভেরীপণবান্ শঙ্খান্ কুন্তুমুখাংস্তথা ।

দশ রাক্ষসসাহস্রা জঘ্নু ভীমপরাক্রমাঃ ॥ ৫০ ॥

রাক্ষসানাং সহস্রস্ত শরীরে পর্য্যধাবত ।

কুন্তকর্ণঃ প্রম্পতোহসৌ ন তদাপি ব্যবুধ্যত ॥ ৫১ ॥

৪৮। লো-টী। লুলুপ্তংপাটয়াৎকৃঃ। ব্যাদারয়ন্ দেহং বিদীর্ণং চক্ৰুঃ। ‘কর্ণ-  
য়োম চখাদিরে’ ইতি বা পাঠঃ।

৫০। লো-টী। কুন্তুমুখো বাত্ববিশেষঃ, জঘ্নু বাদয়াৎকৃঃ।

সেই রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ কেহ ভেরী বাজাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ  
ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কুন্তকর্ণের কেশ উৎপাটন করিতে  
লাগিলেন, কেহ কেহ কর্ণদ্বয় দংশন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অপর রাক্ষসগণ প্রকাণ্ড লৌহমুদগর দ্বারা সেই মহাবীরের মস্তকে, বক্ষে এবং  
গাত্রে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

অতিশয় বলশালী দশ-সহস্র রাক্ষস মুদঙ্গ, ভেরী, পণব, কুন্তুমুখ এবং  
শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

সহস্র সহস্র রাক্ষস যুগপৎ কুন্তকর্ণের শরীরে ধাবিত হইতে লাগিলেন,  
তথাপি কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না ॥ ৫১ ॥

১। হ ‘তথাহনশন’। ২। হ ‘পটহান’। ৩। হ ‘শক্তি’। ৪। হ ‘রক্ষঃসহস্রাণি’। ৫। হ ‘প্রক’।

৬। হ ‘-রেহস্ত ব্যাখ্যাত’।

রজ্জুজালাবনদ্ধাভির্ঘাতনীভিশ্চ সর্বতঃ ।

বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রাবুধ্যত রাক্ষসঃ ॥ ৫২ ॥

ততো গজসহস্রং তু শরীরে সংপ্রধাবতি ।

স যুগ্মমানোহপি তথা ন চাবুধ্যত রাক্ষসঃ ॥ ৫৩ ॥

তে রাক্ষসাস্ততঃ খিমাশ্চক্রু রম্যং পরাক্রমম্ ।

প্রমদাশ্চাহ্বয়ামাষুঃ স্মৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥ ৫৪ ॥

নাগরাক্ষসকন্যাশ্চ তথা গন্ধর্ববোষিতঃ ।

মনুজানাং দুহিতরঃ কিম্নরাণাং তথৈব চ ॥ ৫৫ ॥

প্রবিষ্টা ভবনং মুখ্যং তপ্তকাঞ্চনকুটিমম্ ।

তাঃ স্ত্রিয়ো গীতবাদিত্রৈঃ কুস্তকর্ণাগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

৫২। লো-টী। রজ্জুশালৈঃ রজ্জুসমূহৈরবনদ্ধাভির্বদ্ধাভির্ঘাতনীভিরন্ববিশেষৈঃ।

৫৪। লো-টী। পরাক্রমং বোধনে উপায়ম্।

৫৬। লো-টী। তপ্তকাঞ্চনকুটিমা বদ্ধা ভূমির্ভূমিন্। 'কুটিমোহস্ত্রী বদ্ধভূমি'রিত্যি ভূমিঃ।

রজ্জুসমূহদ্বারা বদ্ধ ঘাতনী অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়াও বিশালকায় রাক্ষস কুস্তকর্ণ জাগরিত হইলেন না ॥ ৫২ ॥

অনন্তর সহস্র হস্তী শরীরের উপর দ্রুত বিচরণ করিয়া মর্দিত করিলেও সেই কুস্তকর্ণ জাগরিত হইলেন না ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ ছুঃখিত হইয়া অগ্নিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন—  
অত্যাঙ্কল মণিময় কুণ্ডলভূষিতা প্রমদাগণ এবং নাগ, কিম্নর, রাক্ষস ও মনুষ্য-  
কন্যাগণ ও গন্ধর্ব্বরমণীদিগকে আহ্বান করিলেন ॥ ৫৪-৫৫ ॥

সেই মহিলাগণ কাঞ্চননির্মিত-ভিত্তিযুক্ত উৎকৃষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া গীত-  
বাদ্য সহকারে কুস্তকর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

১। হ 'জালনিব'। ২। হ 'ভিঃ সমস্ততঃ'। ৩। হ 'নারো'। ৪। হ অতঃ পরম্ 'উৎকৃষ্টসহস্রত  
কর্ণয়োঃ সংশ্লিষ্টাতে। প্রাশ্লব্র চ রক্ষস মহানিগ্রাবণঃ গতম্।' ইত্যধিকম্। ৫। হ 'য়েহস্ত'। ৬। হ  
'ভদা'। ৭। হ 'প্রা'। ৮। হ 'রম্য'।

দিব্য। দিৱৈৱরলঙ্কারৈর্দিব্যধূপেন ধূপিতাঃ ।

দিব্যগন্ধাঃ স্নগন্ধাশ্চ ক্রৌড়ন্তি ভবনোত্তমে ॥ ৫৭ ॥

তাশ্চ সৰ্বা বিশালাক্ষ্যঃ সৰ্বাঃ কাক্ষনস্প্রভাঃ ।

সৰ্বা রূপগুণোপেতাঃ সৰ্বা ভূষণভূষিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

সৰ্বা বিস্তীৰ্ণজঘনাঃ সৰ্বাঃ পীনপয়োধরাঃ ।

সৰ্বাঃ কমলপত্রাক্ষ্য নীলকুঞ্চিতমূৰ্দ্ধজাঃ ॥ ৫৯ ॥

তা সাং নৃপূরশব্দেন মেখলানাং রবেণ চ ।

গীতবাদিত্রশব্দেন স্বরেণ মধুরেণ চ ॥ ৬০ ॥

দিব্যেন চৈব গন্ধেন স্পর্শেন বিবিধেন চ ।

কুস্তকর্ণস্তদা বুদ্ধঃ স্পর্শং পরমমত্তত ॥ ৬১ ॥

৫৭। লো-টী। ধূপেন ধূপিতা বাসিতাঃ, স্বতঃ স্নগন্ধাঃ।

৫৮। লো-টী। বিস্তীর্ণানি জঘনানি কট্যো বাসাং তাঃ। 'স্ত্রীকট্যাস্ত পুরোভাগো জঘনত্বংকটাবপী'তি কোষঃ। নীলাঃ কৃষ্ণাঃ কুঞ্চিতাঃ কুটীলা মূৰ্দ্ধজাঃ কেশা বাসাং তাঃ।

৬০। লো-টী। মেখলানাং ক্ষুদ্রঘটিকানাং স্বরেণ বচনেন অবুদ্ধ জাগরিতঃ। 'বুদ্ধ' ইতি বা পাঠঃ।

৬১। লো-টী। স্পর্শং বোধনে সর্বতঃ শ্রেষ্ঠমত্তে চ (?)।

[ লো-টী। ] স্ববসাদিচ্ছতৈর্গন্ধৈর্ভুজ্যমানেন। 'স্ববহনান্ভিঘাতেনে'তি কচিং পাঠঃ। বিভেতাস্মাদিতি ভীমঃ, স্বতশ্চ মহাভীমঃ মহাক্রুরঃ। ভীমপরাক্রমান্ ভীমসামর্থ্যান্।

উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। ধূপদ্বারা সুবাসিত। রমণীয়গন্ধযুক্ত। সুন্দরী রমণীগণ কুস্তকর্ণের মনোরম গৃহে ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

সেই রমণীগণের সকলেই বিশাললোচনা, সুবর্ণের ত্রায় সু-প্রভা, সৌন্দর্য্যবতী এবং গুণবতী, সর্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, বিশালজঘনা, পীনপয়োধরা, পদ্মপলাশ-লোচনা নীলকুঞ্চিতকেশা ছিলেন ॥ ৫৮-৫৯ ॥

সেই রমণীদিগের নৃপূরধ্বনিতে, মেখলার ক্ষুদ্র ঘটিকা এবং গীত ও বাতের

১। ছ 'গন্ধেন'। ২। ছ 'ক্রৌড়ন্ত্য'। ৩। ছ ইত্যঃ প্রোক্তং নাস্তি। ৪। ছ 'বচনেন চ'। ৫। ছ 'বিবুদ্ধঃ কুস্তকর্ণোহসৌ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ'। [ অন্তঃ পরঃ ] 'স হস্তমানে গিরিশৃঙ্গবৃক্ষৈরচিহ্নং তানতুলপ্রহরান্। নিদ্রাক্ষরে ক্ষুণ্ণপরিপীড়িতশ্চ বিজ্ঞানঃ সহস্রোৎপাত'। ইত্যধিকম্।

মহাভূজো বাহুকিতক্ষকাতো নিক্ষিপ্য বৃত্তো গিরিশৃঙ্গসারো ।

বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভং নিশাচরেন্দ্রো বিকৃতং ব্যজ্জন্তং ॥ ৬২ ॥

বিজ্জন্তমাণোহতিবলঃ প্রত্যবুধ্যত রাক্ষসঃ ।

নিঃশ্বাসচ্চাস্ত্র সংজ্ঞে সংবর্ত্ত ইব মারুতঃ ॥ ৬৩ ॥

তস্ত্র বিজ্জন্তমাণস্ত্র বক্ত্রং পাতালসন্নিভম্ ।

দদৃশে মেরুশৃঙ্গাগ্রে দিবাকর ইবোদিতঃ ॥ ৬৪ ॥

দীপ্ততাত্রাশ্রজিহ্বস্ত্র বিদ্যুৎসমপ্রকাশিনি ।

ভীমে দদৃশতুর্নেত্রে দীপ্তাবিব মহাগ্রহো ॥ ৬৫ ॥

৬২। লো-টী। বড়বামুখং পাতালং তত্ত্বলাং বক্ত্রম্। ‘বড়বামুখস্ত পাতালং বৈরোচনি-  
নিবেশন’মিতি রত্নমালা।

৬৩। লো-টী। সংবর্ত্তঃ প্রলয়কালীনঃ।

শব্দে, মধুর স্বরে, মনোরম গন্ধে এবং বিবিধ স্পর্শে কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন  
এবং সেই স্পর্শ অত্যন্তম বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৬০-৬১ ॥

বাসুকি এবং তক্ষকের আয় আয়ত পর্বতশৃঙ্গের আয় সুদৃঢ় বিশাল  
বাহুদ্বয় নিক্ষিপ্ত করিয়া এবং পাতালসদৃশ বিকটাকার মুখ ব্যাদান করত কুম্ভকর্ণ  
হাই তুলিলেন ॥ ৬২ ॥

সেই অতিবলশালী রাক্ষস কুম্ভকর্ণ হাই তুলিয়া জাগরিত হইলেন।  
প্রলয়কালীন সংবর্ত্ত-বায়ুর আয় তাহার নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥

বিজ্জন্তমাণ সেই কুম্ভকর্ণের পাতালসদৃশ মুখমণ্ডল মেরুপর্বতের শিখরাগ্রে  
উদিত সূর্য্যের আয় দেখা গেল ॥ ৬৪ ॥

সেই কুম্ভকর্ণের মুখ এবং জিহ্বা উভয় তাব্রের আয় এবং বিদ্যুতের আয়  
প্রকাশণীল ভয়ঙ্কর নেত্রদ্বয় দুইটী উজ্জ্বল মহাগ্রহের আয় দেখাইতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥

১। হ ‘-কোপমো’। ২। হ ‘ব্যজ্জন্ত’। ৩। হ ‘-সান্ধা’। ৪। হ ‘সংজ্ঞা’। ৫। হ ‘পর্কিতাদিব  
মারুতঃ’। ৬। হ ‘তজ্জন্ত’। ৭। হ ‘-সুর্বে’। ৮। হ ‘-করমিবোধিতম্’। ৯। হ ‘-সদৃশপক্ষণঃ’। ১০। হ  
‘চ দদৃশনেত্রে’।



রূপমুত্তিষ্ঠতন্তুশ্চ কুন্তকর্ণশ্চ সংবভৌ ।

তপাস্তে সৰলাকশ্চ মেঘশ্চেব বিবৰ্ষিযোঃ ॥ ৬৬ ॥

তদ্ভিনিদ্রং ততো রক্ষঃ কষায়ীকৃতলোচনম্ ।

বিতরং সৰ্ব্বতো দৃষ্টিং তানুবাচ নিশাচরান্ ॥ ৬৭ ॥

কিংনিমিত্তমহং স্রপ্তো ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ ।

কচ্চিদ্রাক্ষসরাজশ্চ ন খল্বাগতমগ্নিয়ম্ ॥ ৬৮ ॥

নহল্লকারণে স্রপ্তং বোধয়িষ্যতি মাদৃশম্ ।

তদিহাখ্যাত তদ্বেন মৎপ্রবোধনকারণম্ ॥ ৬৯ ॥

তে তমুত্থাপ্য ভীমাঙ্কং ভীমরূপপরাক্রমম্ ।

রাক্ষসাস্থরিতা জগ্মুর্দশগ্রীবনিবেশনম্ ॥ ৭০ ॥

৬৬। লো-টী। তপাস্তে গ্রীষ্মাস্তে বিবৰ্ষিষোঁবিত্তুমিচ্ছোঃ।

৬৭। লো-টী। বিতরং দদং।

৬৮। লো-টী। অগ্নিয়ং ন আগতম্, অপি তু আগতমেব।

৬৯। লো-টী। মাদৃশং মাম্। আখ্যাত কণয়ত।

৭০। লো-টী। ভীমং রূপং শরীরং পরাক্রমশ্চ যন্ত তম্।

নিদ্রা হইতে উত্থিত কুন্তকর্ণের গ্রীষ্মাবসানে বর্ষণাভিলাষী বলাকাযুক্ত মেঘের আয় শোভা হইল ॥ ৬৬ ॥

কুন্তকর্ণ জাগরিত হইয়া চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক রাক্ষসদিগকে বলিলেন— ॥ ৬৭ ॥

‘আপনারা কিজন্তু নিদ্রা হইতে আমাকে জাগরিত করিলেন ? রাক্ষসরাজ রাবণের কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় নাই ত ? ॥ ৬৮ ॥

নিশ্চয়ই অল্লকারণে আমার আয় নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করেন নাই, অতএব আমার জাগরণের হেতু যথার্থরূপে বর্ণনা করুন’ ॥ ৬৯ ॥

সেই রাক্ষসগণ বিশাল-নেত্র এবং ভীষণকায় ও পরাক্রমশালী সেই রাক্ষস কুন্তকর্ণকে জাগরিত করিয়া অতিব্যস্তভাবে রাবণের গৃহে গমন করিলেন ॥ ৭০ ॥

১। হ ‘বষসিয়মাগতম্’। ২। হ ‘মামসো’। ৩। হ ‘সমু’। ৪। হ ‘-তং’। ৫। হ অতঃ পরং ‘ভেদভিগমা দশগ্রীবমালীনং পরমাসনে’ ইত্যধিকম্।

উচুৰ্বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সৰ্ব্ব এব নিশাচরাঃ ।

প্রবুদ্ধঃ কুন্তকর্ণোহসৌ ভ্রাতা তে রাক্ষসাধিপ ।

কিং বা তেনৈব নির্ধাতু দ্রক্ষ্যশ্চেনমথাগতম্ ॥ ৭১ ॥

রাবণস্তব্রবীকৃষ্টো রাক্ষসাংস্তানুপাগতান্ ।

দ্রষ্টুমেনমিহেচ্ছামি যথান্ধ্যাং চ পূজিতম্ ॥ ৭২ ॥

তথেষুত্বা তু তে সৰ্ব্বে পুনরাগত্য রাক্ষসাঃ ।

কুন্তকর্ণমিদং বাক্যমুচু রাবণচোদিতাঃ ॥ ৭৩ ॥

দ্রষ্টুমিচ্ছতি স্বাং রাজা সৰ্ব্বরাক্ষসপুঙ্গবঃ ।

গমনে ক্রিয়তাং বুদ্ধিভ্রাতরং স্বং প্রহর্ষয় ॥ ৭৪ ॥

কুন্তকর্ণস্তু দুর্ধৰ্ষো ভ্রাতুরাজায় শাসনম্ ।

তথেষুত্বা মহাবীৰ্য্যঃ শয়নাচ্চুৎপপাত হ ॥ ৭৫ ॥

৭১। লো-টী। তেনৈব বঅনা, অথ অথবা।

৭৫। লো-টী। শাসনমাজ্জাম্।

সমস্ত রাক্ষসই অঞ্জলিবদ্ধ-হস্তে বলিলেন—‘হে রাক্ষসাধিপ, আপনার ভ্রাতা কুন্তকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন ; তিনি সেই পথেই যাত্রা করিবেন, অথবা এই স্থানে আগমন করিলে আপনি তাঁহাকে দর্শন করিবেন’ ॥ ৭১ ॥

আনন্দিত রাবণ উপস্থিত সেই সমস্ত রাক্ষসকে বলিলেন, আমি উহাকে এই স্থানে যথোচিতভাবে সম্মানিত দেখিতে ইচ্ছা করি’ ॥ ৭২ ॥

‘যে আজ্ঞা’ এই বলিয়া সেই সমস্ত রাক্ষস রাবণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় আগমনপূর্বক কুন্তকর্ণকে এই কথা বলিলেন— ॥ ৭৩ ॥

‘সমস্ত-রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহারাজ রাবণ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, অতএব গমনের অভিলাষ করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে আনন্দিত করুন’ ॥ ৭৪ ॥

মহাবীর দুর্ধৰ্ষ কুন্তকর্ণ ভ্রাতার আদেশ অবগত হইয়া ‘তথাস্তু’ বলিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন ॥ ৭৫ ॥

প্রক্ষাল্য বদনং হৃদ্যঃ স্নাতঃ পরমভূষিতঃ ।

পিপাসুস্তুরয়ামাস পানং বলসমীরণম্ ॥ ৭৬ ॥

ততস্ত্ব হরিতান্তত্ৰ রাক্ষসা রাবণাজ্ঞয়া ।

মদ্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্ষিপ্রং তে সমুপানয়ন্ ॥ ৭৭ ॥

প্রহর্ষণার্থং মনসো রক্তাস্ত্রো রক্তলোচনঃ ।

মহিষাণাং বরাহাণাং মাংসং মদ্যঞ্চ সংস্কৃতম্ ।

আদদে ক্ষুধিতঃ ক্ষিপ্রং শোণিতং তৃষিতোহপিবৎ ॥ ৭৮ ॥

মেদঃকুস্তাংশ্চ মদ্যং চ পপৌ শক্ররিপুস্তদা ।

ভুক্ত্বা চাম্রং বহুবিধং কিঞ্চিদ্বৃক্ষমভাবৎ ॥ ৭৯ ॥

৭৬। লো-টী। পরমপূজিতো রাক্ষসৈরিত্যর্থঃ। পীয়ত ইতি পানীয়ং বলসমীরণং বলবর্দ্ধকমিত্যর্থঃ।

৭৮। লো-টী। কুস্তকর্ণস্ত্র প্রহর্ষণার্থং প্রীত্যর্থং সমুপানয়নমিতি পূর্বেণাশ্বয়ঃ। 'রক্তাস্ত্র' ইতি পরেণাশ্বয়ঃ। মনসঃ প্রহর্ষণার্থমাদদে গৃহীতবানিতি সাক্ষিনাশ্বয়ঃ।

৭৯। লো-টী। মেদো মাংসবিশেষস্তৎকুস্তান্। 'হৃষ্টমনাভবদি'তি সন্ধিরার্থঃ। 'হৃষ্টমনা অভূদি'তি বা পাঠঃ।

[ লো-টী ]। ঘটসহস্রং মণ্ডানামিতি শেষঃ। ভোজনসময়ং সমকর্ণান্ সমং সহ কঠৈঃ সহ বর্তমানান্। নৈরুক্তোহমুস্বারলোপঃ। 'সহকর্ণাণা'মিতি পাঠঃ কঠিৎ। 'সমকর্ণান্ত্রকঠরা'নिति পাঠে সমং পূর্ববৎ। শূল্যান্ শূল্যপকান্ পৈঠরান্ স্থালীপকান্ একবিংশতিপুরুষান্ ভুক্ত্বা হৃষ্টমনা অভূদिति পূর্বেণাশ্বয়ঃ। কত্বং শুকত্বং। উৎকটমন্তঃ অতীব মন্তঃ।

তিনি হৃষ্ট হইয়া মুখ প্রক্ষালনপূর্বক স্নান করিয়া বলবর্দ্ধক পানীয় পান করিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ ব্যস্ত হইয়া অতিশীঘ্র কুস্তকর্ণের প্রীতির জন্ত মদ্য এবং বিবিধ খাদ্য আনয়ন করিলেন। আরক্ত চক্ষু এবং রক্তবর্ণ-মুখবিশিষ্ট কুস্তকর্ণ ক্ষুধিত হইয়া ক্ষিপ্ৰতাসহকারে মহিষ এবং বরাহের মাংস ভোজন এবং তৃষিত হইয়া সংস্কৃত মদ্য ও শোণিত পান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭-৭৮ ॥

অনন্তর ইন্দ্রশক্র কুস্তকর্ণ বহুকুস্ত মেদ ও মদ্য পান করিয়া এবং বহুবিধ

১। হ 'বিধাশ্ব'। ২। হ 'ততঃ হরিতান্তত্ৰ'। ৩। ক 'দীপ্তাস্ত্রো দীপ্তলোচনঃ'। ৪। হ '-মপিবচ্ছোণিতং তদা'। ৫। হ 'অতঃ পরং পীয়া ঘটসহস্রং স তথা ভুক্ত্বা চ ভোজনম্'। সমকর্ণান্ত্রকঠরান্ মহিষান শূল্যপৈঠরান্। অস্তৌ পশুশতান্তেব পুরুষানেকবিংশতিম্ এতৎ হৃষ্টকং হৃমহদাবায়িরিব কত্বংম্। কুস্তকর্ণো মহারক্ষে গমনায়োপ-ক্রমে ঈষদ্বৎকটমন্ত ততোলসমমিতঃ। ইত্যধিকম্ ॥

ততশ্চুপ্ত ইতি জ্ঞাত্বা সমীযুস্তে নিশাচরাঃ ।

শিরোভিষ্চ প্রণমৈন্যং সৰ্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৮০ ॥

স সৰ্ব্বান্ সাস্তুয়ামাস নৈখাতান্ নৈখাতর্ষভঃ ।

বোধনাবিস্মিতশ্চাপি রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৮১ ॥

কিমর্থমহমাগম্য ভবন্তিঃ প্রতিবোধিতঃ ।

কচ্চিচ্চ কুশলং রাজো ভয়ং বো নেহ বিঘতে ॥ ৮২ ॥

অথবা ব্রুবমন্তোভ্যো ভয়ং পরমমুখিতম্ ।

যদর্থং ত্বরিতৈঃ সর্বৈর্ভবন্তিঃ প্রতিবোধিতঃ ॥ ৮৩ ॥

৮০। লো-টী। ঈষদ্গুপ্তঃ ইতি জ্ঞাত্বা সমীযুস্তেন সহ।

৮২। লো-টী। আদৃত্য আদরপূর্ব্বকম্। ‘আহতো’তি বা পাঠঃ।

অন্ন ভোজন করিয়া কিঞ্চিং আনন্দিত হইলেন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর রাক্ষসগণ কুস্তকর্ণকে পরিতৃপ্ত অবগত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক অবনতমস্তকে প্রণাম করত চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

রাক্ষসপুঞ্জব কুস্তকর্ণ সমস্ত রাক্ষসকে সাস্তুনা দান করত জাগরণে বিস্মিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন— ॥ ৮১ ॥

‘আপনারা আসিয়া কিজন্ম আমাকে জাগরিত করিয়াছেন? রাজার মঙ্গল ত? এবং আপনাদের কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই ত? ॥ ৮২ ॥

অথবা, নিশ্চয়ই অন্ম হইতে আপনাদের অতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়াছে—যে জন্ম আপনারা সকলে ভরাধিত হইয়া আমাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

১। হ ‘-নিতি’। ২। হ ‘-তাবিপঃ’। ৩। হ ‘-শাসো’। ৪। হ ‘-সাদৃত্য’। ৫। হ ‘কচ্চিচ্চ’।

৬। হ ‘-সম্মাকং’। ৭। হ ‘যদহং’।

অথ রাক্ষসরাজস্য ভয়মুৎপাটয়াম্যহম্ ।

যাতয়িষ্যে মহেন্দ্রং বৈ শাতয়িষ্যামি বা যমম্ ॥ ৮৪ ॥

এবং ত্রুবাণং সংক্রুদ্ধং কুন্তকর্ণমরিন্দমম্ ।

যুপাক্ষঃ সচিবো রাজ্ঞঃ কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ৮৫ ॥

ন নো দেবকৃতং কিঞ্চিদ্ভয়মস্তি নিশাচর ।

মানুষাদ্ধৈ ভয়ং রাজ্ঞস্তমূলং সমুপস্থিতম্ ॥ ৮৬ ॥

ন দৈত্যদানবেভ্যো বা ভয়মস্তি হি তাদৃশম্ ।

যাদৃশং মানুষাদ্রাজ্ঞো ভয়ং ঘোরং সমুপস্থিতম্ ॥ ৮৭ ॥

৮৪। লো-টা। শাতয়িষ্যে নাশয়িষ্যে।

৮৬। লো-টা। তুমূলং মহৎ।

৮৭। লো-টা। রাজ্ঞো যাদৃশং ন দৈত্যদানবেভ্যঃ কৃতং পতগভোগিনঃ পতগাং পক্ষিণঃ ভোগিনঃ সর্পাং।

অথ আমি রাক্ষসরাজ রাবণের ভয় বিদূরিত করিব, মহেন্দ্র বা যমকেও বিনাশ করিব' ॥ ৮৪ ॥

শত্রুসংহারক কুন্তকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিলে যুপাক্ষনামক রাজ-মন্ত্রী কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—॥ ৮৫ ॥

'হে রাক্ষসপুঙ্গব, দেবতা হইতে আমাদের কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই, মনুষ্য হইতেই রাজার ভীষণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥

মনুষ্য হইতে মহারাজের যেরূপ দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, দৈত্য এবং দানব হইতে তাদৃশ ভয় হয় নাই ॥ ৮৭ ॥

১। হ 'মৎসাদয়'। ২। হ 'শাত'। ৩। হ 'শ্রক'। ৪। হ 'ভক্ষয়িষ্যামি বানরম্'। ৫। হ 'সংরক'। ৬। হ 'ইদমর্কং নাস্তি'। ৭। হ 'জাতং পতগভোগিনঃ'। ৮। হ 'সমুপস্থিতম্'।

বানরৈঃ পর্বতাকারৈলঙ্কা<sup>১</sup> সংপরিবারিতা ।

সীতাহরণসম্ভূতাদ্রামানঃ স্তম্ভদ্বয়ম্ ॥ ৮৮ ॥

একেন বানরেণেয়ং পূর্বং দক্ষা মহাপুরী ।

অক্ষঃ কুমারো নিহতো মন্ত্রিপুত্রাঃ সক্ষিষ্করাঃ ॥ ৮৯ ॥

অয়ং রক্ষোহধিপশ্চাসৌ পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ ।

মৃতকল্লো রণে মুক্তো রামেণামিততেজসা ॥ ৯০ ॥

যম্ম দেবৈঃ কৃতং রাজ্ঞো ন দৈতৈর্ন চ দানবৈঃ ।

কৃতং তদিহ রামেণ বিমুক্তঃ প্রাণসংশয়াৎ ॥ ৯১ ॥

স যূপাঙ্কবচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতৃশ্চ ভয়মাগতম্ ।

কুস্তকর্ণো বিরূভাক্ষো যূপাঙ্কমিদমব্রবীৎ ॥ ৯২ ॥

৯০। লো-টী। রণে মুক্তস্ত্যক্তঃ।

৯১। লো-টী। প্রাণসংশয়াৎ প্রাণসঙ্কটাবিমুক্তঃ মোক্ষং প্রাপ্তঃ।

পর্বতাকার প্রকাণ্ড বানরগণ লঙ্কা পরিবেষ্টন করিয়াছে এবং সীতাহরণে সম্ভূত রাম হইতে আমাদের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৮৮ ॥

একটা বানর ইতঃপূর্বে লঙ্কানগরী দক্ষ করিয়াছে, ক্ষিষ্করণের সহিত মন্ত্রিপুত্রগণ এবং কুমার অক্ষ নিহত হইয়াছেন ॥ ৮৯ ॥

পুলস্ত্যপুত্র দেবশত্রু রাক্ষসরাজ রাবণ অয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতপ্রায় হইয়া অতুলনীয় পরাক্রমশালী রাম কর্তৃক মুক্ত হইয়াছেন ॥ ৯০ ॥

দেবতা, দৈত্য এবং দানবগণ মহারাজ রাবণের যাহা করিতে পারেন নাই, রাম রাবণকে জীবনসংশয় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাই করিয়াছেন ॥ ৯১ ॥

কুস্তকর্ণ যূপাঙ্কের কথায় ভ্রাতার ভয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়া বিঘূর্ণিত-নেত্রে যূপাঙ্কে এইরূপ বলিতে লাগিলেন— ॥ ৯২ ॥

১। হ 'লঙ্কায়মভিবা-' । ২। হ '-সংপ্রাপ্তা-' । ৩। হ '-য়েজ্ঞেণ' । ৪। হ 'কুমারো নিহতশ্চাক্ষো' ।

৫। হ '-শ্চাপি' । ৬। হ 'বিরূভাক্ষো' ।

সর্বমঠৈব যুপাক্ষ হরিসৈন্ত্যং সলক্ষণম্ ।

রাঘবক্ রণে হত্বা পশ্চাদ্ দ্রক্ষ্যামি রাবণম্ ॥ ৯৩ ॥

রাক্ষসাংস্তপস্বিয্যামি হরীণাং মাংসশোণিতৈঃ ।

রামলক্ষণয়োশ্চাপি স্বয়ং পাস্ত্যামি শোণিতম্ ॥ ৯৪ ॥

তস্তাথ বাক্যং ক্রবতো নিশম্য সগর্বিতং রোষবিরূতনেত্রম্ ।

মহোদরো রাবণযোধমুখ্যঃ কৃতাজ্জলির্বা ক্যমিদং বভাষে ॥ ৯৫ ॥

পশ্চাদপি মহেষ্বাস শক্ৰেণ যুধি বিজেষ্যসি ।

ত্বদর্শনপরং তাবদ্ ভ্রাতরং দ্রষ্টু মর্হসি ॥ ৯৬ ॥

মহোদরবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ ।

কুন্তকর্ণো মহাতেজাঃ সংপ্রতস্থে মহাবলঃ ॥ ৯৭ ॥

৯৫ । লো-টা । রোষবিরূতং নেত্রং রোষণে বিরূতে বিপরীতভূতে নেত্রে যন্ত ভম্ ।

৯৬ । লো-টা । মহেষ্বাস, 'মহাবাহো' ইতি বা পাঠঃ ।

‘হে যুপাক্ষ, আমি অতীহ লক্ষণ এবং রামের সহিত সমস্ত বানর-সৈন্যকে যুদ্ধে সংহার করিয়া পরে রাবণকে দর্শন করিব ॥ ৯৩ ॥

বানরদিগের মাংস এবং রক্তদ্বারা রাক্ষসদিগকে তৃপ্ত করিব এবং আমি নিজে রাম ও লক্ষণের রুধির পান করিব’ ॥ ৯৪ ॥

রোষবিষ্মূর্ণিত-নেত্রে গর্বেব সহিত কুন্তকর্ণ এইরূপ বলিলে রাবণসৈন্য-শ্রেষ্ঠ ‘মহোদর’ তাহা শুনিয়া কৃতাজ্জলিপুটে এইরূপ বলিলেন—॥ ৯৫ ॥

‘হে মহাধনুর্ধর, ইহার পরও শক্ৰদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবেন, আপনাকে দর্শন করিতে উদ্গ্রীব ভ্রাতা রাবণকে আপন্যার অগ্রে দর্শন করা উচিত’ ॥ ৯৬ ॥

মহোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী বলবান্ কুন্তকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৯৭ ॥

সরোষশ্চোৎকটো মত্তঃ সৌহৃতিকায়শ্চ রাক্ষসঃ ।

ব্যক্রামৎ তু পদন্ত্যাসৈঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৯৮ ॥

তমদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমং কিরীটিনং স্পৃশন্তুমা দিত্যমিবাভ্রতেজসা ।

বনৌকসঃ প্রেক্ষ্য বিবুদ্ধমদ্রুতং ভয়াদ্ধিতা ছুদ্রাবিরে সমস্ততঃ ॥ ৯৯ ॥

ইত্যার্থে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে কুন্তকর্ণপ্রবোধো নাম

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

[ লো-টী । ] উদারাগাং দক্ষিণানামহুকুলানামিত্যর্থঃ । উদারাগাং সমর্থানামিতি সমাগ্রস্বভবানামর্থ্যং (?) মত্তানাম্ উদারাগাং যুদ্ধানামহুকুলানীব (?) । উদারো দাতৃ মহতো-দক্ষিণেহপ্যভিধেয়বদি'তি কোষঃ । ঈষদ্ বভাবিত্যর্থঃ । স শোণিতমনোমত্ত ইতি বা পাঠঃ । অতিদীপয়ন্ প্রকাশয়ন্মিতি বা পাঠঃ । রক্ষসাং নেত্রাঞ্জলিরেব মালা তয়া ।

৯৯। লো-টী । অদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমম্, 'অদ্রিকূটপ্রতিম'মিতি পাঠে স এবার্থঃ । সমস্তা-চতুর্দিশম্ ।

কুন্তকর্ণপ্রবোধঃ ॥ ৩৭ ॥

ক্রোধোদ্ধত মত্ত বিশালকায় সেই কুন্তকর্ণ পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

পর্বতশৃঙ্গসদৃশ ভীষণাকৃতি সূর্যাতুলা তেজস্বী কিরীটধারী কুন্তকর্ণকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে কাতর হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৯৯ ॥

মহর্ষি বায়ীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে কুন্তকর্ণপ্রবোধ-নামক

৩৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

১। ছ অস্ত শ্লোকস্ত স্থানে 'উদারাগাং সমর্থানাং তদা রাক্ষসপুংস্বঃ' । পাদ্য ঘটসহস্রং বৈ গমনামোপচক্রমে । কুন্তকর্ণঃ পদন্ত্যাসৈঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ । মহাবলো মহাবাহুঃ প্রত্যহে ভ্রাতুরস্তিকম্ ॥ ঈষদ্রুৎকটনন্তস্ত তেজোবল-সমবিতঃ । কুন্তকর্ণো বভৌ ঘোরঃ কালানলচক্ষোপমঃ ॥ স রাক্ষসমার্গঃ বপুযা প্রদীপয়ন্ সঙ্গ্রহয়ন্নির্দ্বন্দ্বিহ্যামিবাংস্তভিঃ । জগাম নেত্রাঞ্জলিমালাযুক্তিতঃ শতকৃতুঃ স্থানমিব স্বয়ম্ভুবাঃ' ইত্যধিকম্' । ২। ছ '-মিবাতিভেজসম্' । ৩। ছ অস্তঃ পরং 'কেচিচ্ছরণাং শরণং অ রামং ব্রজন্তি কেচিদ্ধামিতা নিপেতুঃ । কেচিদ্ধিশঃ সঙ্ঘরিতাঃ প্রবাতাঃ কেচিদ্ধয়ার্জী ভূমি শেরতে অ' ইত্যধিকম্ ।



( ୭୮ ) ଅଷ୍ଟାଦ୍ରିଂଶଃ ସର୍ଗଃ

ତତୋ ରାମୋ ମହାତେଜା ଧନୁରାଦାୟ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ।

କିରୀଟିନଃ ମହାକାୟଂ କୁସ୍ତକର୍ମଂ ଦଦର୍ଶ ହ ॥ ୧ ॥

ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରାକ୍ଷସଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ପର୍ବତାକାରଦର୍ଶନମ୍ ।

କ୍ରମମାମ୍ବିବାକାଶଂ ପୁରା ନାରାୟଣଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୁମ୍ ॥ ୨ ॥

ଶୂଳହସ୍ତଂ ମହାରୌଦ୍ରଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂସ୍ତ୍ରଂ ଭୟାବହମ୍ ।

ମେଘସ୍ତନିତନିର୍ଘୋଷଂ ଦୀପ୍ତଜିହ୍ଵଂ ମହାଭୁଜମ୍ ॥ ୩ ॥

ସଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବାନରାଃ ସର୍ବେ ବିଦ୍ରବନ୍ତି ଦିଶୋ ଦଶ ।

ସବିସ୍ମିତମିଦଂ ରାମୋ ବିଭୀଷଣମୁବାଚ ହ ॥ ୪ ॥

୨-୪ । ଶୋ-ଟୀ । ନାରାୟଣଂ ବାମନଃ, 'ସଦା' 'ପୁତ୍ର'ତି ପାଠଃ । ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବିଭୀଷଣମୁବାଚ ହେତି ସାର୍ବଜନୀୟଃ । ସଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବାନରା ବିଦ୍ରବନ୍ତି, ତଂ ଦଦର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦିଂ ବାକ୍ୟଂ, ପୁନର୍ବିଦ୍ରବତାଂ ବାହିନୀଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱାତ୍ୟାପରମ୍ ।

ଅନନ୍ତର ମହାତେଜସ୍ଵୀ ବଳବାନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁକ ଲଈୟା ବିଶାଳ-ଶରୀର କିରୀଟଧାରୀ କୁସ୍ତକର୍ମକେ ଦେଖିତେ ପାଠିଲେନ ॥ ୧ ॥

ପୁରାକାଳେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ-ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧୁ ନାରାୟଣେର ଗ୍ରାୟ ଦେଖିତେ ପର୍ବତାକାର ଶୂଳଧାରୀ ଅତିଶୟ ଉଗ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂସ୍ତ୍ର ମେଘଗର୍ଜନେର ଗ୍ରାୟ ଶବ୍ଦକାରୀ ଦୀପ୍ତଜିହ୍ଵା ମହାବାହ ଭୟାବହ ସେ କୁସ୍ତକର୍ମକେ ଦେଖିଆ ବାନରଗଣ ଦଶଦିକେ ପଳାୟନ କଲିଲେନ, ତାହାକେ ଦେଖିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବିସ୍ମୟେ ବିଭୀଷଣକେ ଏହିରୂପ ବଲି-ଲେନ— ॥ ୨-୪ ॥

୧ । ହ 'ବୀର୍ଯ୍ୟ' । ୨ । ହ 'ମହାବଳ' ; ଅତଃ ପରଂ 'ସତୋରାସ୍ତ୍ରମସକ୍ତାଂ କାଞ୍ଚନାମଦତ୍ତସ୍ତ୍ରମ୍' ଇତ୍ୟାଦିକମ୍ । ୩ । ହ ଅତଃ ପରଂ 'କୁସ୍ତକର୍ମଂ ମହାକାୟଂ ଦଦର୍ଶାତିଭୟଞ୍ଚକମ୍' ଇତ୍ୟାଦିକମ୍ । ୪ । ହ 'ବିଦ୍ରବତା ଦିଗ୍ବତୋ' ବାନରାଣାଂ ମହାବାହାଃ' । ୫ । ହ ଅତଃ ପରଂ 'ବିଦ୍ରବତାଂ ବାହିନୀଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା-ବର୍ଜ୍ଜମାନଃ ରାକ୍ଷସମ୍' ଇତ୍ୟାଦିକମ୍ । ୬ । ହ 'ସବିସ୍ମୟ' ।

কোহসৌ পর্বতসঙ্কাশঃ কিরীটী হরিলোচনঃ ।

লঙ্কায়াং দৃশ্যতে বীরঃ সবিদ্যাদিব তোয়দঃ ॥ ৫ ॥

পৃথিব্যাঃ কেতুভূতোহসৌ মহামেঘ ইবোপ্থিতঃ ।

যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বৈ বিদ্রবন্তি ভয়াদ্দিতাঃ ॥ ৬ ॥

আচক্ষু মে মহান্ কোহসৌ রাক্ষসো যদি বাহুরঃ ।

ন মর্যৈবংবিধং ভূতং দৃষ্টপূর্বং কদাচন ॥ ৭ ॥

স পৃষ্ঠো রাজপুত্রং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ।

বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

যেন বৈবশ্বতো যুদ্ধে বাসবশ্চ পরাজিতঃ ।

এষ বিশ্রবসঃ পুত্রঃ কুন্তকর্ণো নিশাচরঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। হরিলোচনঃ পিঙ্গললোচনঃ।

৮। লো-টী। ক্লিষ্টং ক্লেশঃ, হঃখমিতি যাবৎ। অক্লিষ্টং যথা ভবতি তথা কর্ম্ম যন্ত তেন।

পর্বতসদৃশ কিরীটধারী পিঙ্গলচক্ষুঃ বিদ্যাৎ-যুক্ত মেঘের আয় লঙ্কানগরীতে  
এ কোন্ বীরকে দেখা যাইতেছে ? ॥ ৫ ॥

এ যে পৃথিবীর উৎপাতস্বরূপ প্রলয়কালীন মেঘের আয় উত্থিত, যাহাকে  
দেখিয়া বানরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতেছে ॥ ৬ ॥

আমার নিকট বলুন, এই মহান্ ব্যক্তি কে ? রাক্ষস অথবা অসুর ? আমি  
এতাদৃশ প্রাণী পূর্ব্ব কখনও দেখি নাই ॥ ৭ ॥

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজপুত্র রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাজ্ঞানী বিভীষণ  
তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন— ॥ ৮ ॥

‘যিনি যুদ্ধে যম ও ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছেন, এই সেই ‘বিশ্রবা’র পুত্র  
কুন্তকর্ণনামক রাক্ষস ॥ ৯ ॥

১। হ ‘কোহসঃ’। ২। হ ‘-ব্যাঃ’। ৩। হ ‘-সেবরীবোদতঃ’। ৪। হ ‘পূর্ব্বং দৃষ্টরূপং’।

৫। হ ‘-কর্ণ ইতি শ্রুতঃ’।

অনেন দেবা যুধি দানবাশ্চ যক্ষা ভুজঙ্গাঃ পিশিতাশনাশ্চ ।

গন্ধৰ্ববিদ্যাধরগুহ্যকাশ্চ সহস্রশো রাঘব সংপ্রভয়াঃ ॥ ১০ ॥

শূলপাণিঃ সমায়াস্তং কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ।

হস্তং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোহয়মিতি মোহিতাঃ ॥ ১১ ॥

প্রকৃত্যা রাম তেজস্বী কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ।

অন্যেযাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং বরদানকৃতং বলম্ ।

অশ্বেষ তু মহাবাহো নিজমেবৌরসং বলম্ ॥ ১২ ॥

এতেন জাতমাত্রেণ ক্ষুধিতেন মহাত্মনা ।

সংভক্তিভাশ্চাপ্সরসো মহেন্দ্রানুচরা দশা ।

ভক্তিতানি সহস্রাণি সত্ত্বানাং স্তবহুত্বপি ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টা। সংপ্রভয়াঃ পরাজিতাঃ।

১২। লো-টা। উর এব ঔরসং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। 'উরো বক্ষসি শ্রেষ্ঠেষি'তি কোষঃ।  
ঔরসং বলং বুদ্ধিবলং বা।

১৩। লো-টা। ন ভক্তিভাশ্চাপ্সরস ইতি সন্ধিরার্থঃ। সপ্তদশোত্তরঃ। সত্ত্বানাং প্রজ্ঞানাম্।

হে রামচন্দ্র, এই কুন্তকর্ণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র দেব, দানব, যক্ষ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস, গন্ধৰ্ব, বিদ্যাধর ও গুহ্যকদিগকে পরাজিত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শূলপাণি, মহাবীর, কুন্তকর্ণকে বধ করিতে দেবতারাও সমর্থ হন নাই, বরং ইহাকে কাল মনে করিয়া মূচ্ছিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

হে রামচন্দ্র, কুন্তকর্ণ স্বাভাবিক তেজস্বী এবং মহাবীর। অত্ৰ রাক্ষসপুঞ্জব-  
দিগের শক্তি ( স্বাভাবিক নয় ) বরপ্রাপ্ত, কিন্তু ইহঁর স্বীয় শক্তিই সর্বাপেক্ষা  
অধিক ॥ ১২ ॥

এই মহাত্মা জন্মিবামাত্রই ক্ষুধার্ত হইয়া ইন্দ্রের অনুচর দশজন অঙ্গরা এবং  
বহুসহস্র প্রাণীকে ভোজন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

১। ক '-পাণিনা'। ২। হ '-পঃ' হৃদয়ঃ'। ৩। হ 'ভক্তিভাশ্চাপ্সরসঃ সপ্ত'। ৪। হ অতঃ  
পরং 'কবীণাঞ্চ সহস্রাণি রক্ষসানেন রাঘব'। ইত্যধিকম্।

সততং ভক্ষ্যমাণাস্তু প্রজা ভয়নিপীড়িতাঃ ।

যাস্তি স্ম শরণং শত্রুং তং চাপ্যর্থং শ্রবেদয়ন্ ॥ ১৪ ॥

স কুস্তকর্ণং কুপিতো মহাত্মা জঘান বজ্রেণ শিতেন শত্রুঃ ।

স শত্রুবজ্রাভিহতো মহাত্মা চচাল কোপাচ্চ ভৃশং ননাদ ॥ ১৫ ॥

তস্ম নাননুমানস্ম কুস্তকর্ণস্ম রক্ষসঃ ।

শ্রুত্বা স্বভাববিত্রস্তাঃ প্রজা ভূয়োহপি তত্রস্থঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ কোপাদ্ বিবৃত্তাস্মঃ কুস্তকর্ণঃ স্তূৰ্দ্ধর্জয়ঃ ।

নিকৃষ্টৈরাবতাদ্ভ্যং জঘানোরসি বাসবম্ ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। চচাল চুক্ৰোধ। চল কম্পনে।

১৬। লো-টী। স্ময়ভূবক্ষাপি বিত্রস্তাঃ। 'স্বভাবসংক্রান্তা' ঠিতি বা পাঠঃ। ভৃশচ্চ, 'ভূয়োহপী'তি বা পাঠঃ।

১৭। লো-টী। নিকৃষ্ট উৎপাট্য তেন দস্তেন।

প্রাণীদিগকে সর্বদা আহার করায় তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে এবিষয় জ্ঞাপন করিল ॥ ১৪ ॥

তখন সেই মহাত্মা ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শাপিত বজ্র দ্বারা কুস্তকর্ণকে আঘাত করিলেন। বজ্রাহত কুস্তকর্ণ ক্রোধে বিচলিত হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই কুস্তকর্ণ-রাক্ষসের ভীষণ শব্দ শুনিয়া স্বভাবভীত প্রাণিগণ পুনরায় ভীত হইল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর কুস্তকর্ণ ক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়া ঐরাবতের দস্ত উৎপাটন করত ইন্দ্রের বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ১৭ ॥

১। হ 'ততথা'। ২। হ 'স্বভূবক্ষিতঃ'। ৩। হ 'সচ্চ'। ৪। হ 'বিলীর্ণাত্ম'। ৫। হ 'মহাবলঃ'।

কুন্তকর্ণপ্রহারার্থে বিহ্বলোহভুং স বাসবঃ ।

ততো বিষেছুঃ সহসা দেবা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

প্রজাভিঃ সহ শক্রস্ত যযৌ স্থানং স্বয়ম্ভুবঃ ।

কুন্তকর্ণস্য দৌরাত্ম্যং শশংস্তুস্তে প্রজাপতেঃ ॥ ১৯ ॥

প্রজানাং ভক্ষণকৈব দেবানাং ধর্ষণং তথা ।

আশ্রমধ্বংসনং চাপি পরস্ত্রীহরণানি চ ॥ ২০ ॥

এবং প্রজা যদি হ্রেষ ভক্ষয়িষ্যতি নিত্যশঃ ।

অচিরেণৈব কালেন শূন্যা ভূমির্ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

১৮। লো-ট। ‘বিহ্বলিতবাসব’ ইতি পাঠঃ। ‘বিহ্বলঃ সমপত্ততে’তি পাঠে অবশোহভূদিত্যর্থঃ।

১৯। লো-ট। প্রজাপতেঃ স্থানে ইত্যর্থঃ।

২০। লো-ট। ধর্ষণং পরাভবম্।

কুন্তকর্ণের প্রহারে ব্যথিত হইয়া ইন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাহাতে দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষিগণ সহসা বিষম হইলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ইন্দ্র প্রজাগণের সহিত ব্রহ্মার ভবনে গমন করিলেন। তাঁহারা কুন্তকর্ণের প্রজাভক্ষণ, দেবধর্ষণ, আশ্রমধ্বংস, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি অত্যাচারের বিষয় ব্রহ্মার নিকট বর্ণনা করিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

[ তাঁহারা বলিলেন ] “এই কুন্তকর্ণ এতাদৃশ ভাবে প্রজাগণকে নিয়ত ভোজন করিলে অচিরকাল মধ্যেই পৃথিবী জনশূন্য হইবে” ॥ ২১ ॥

১। ক ‘স বিহ্বলিত-’। ২। হ ‘-ক্রশ্’। ৩। হ-ট ‘স শশংস’। ৪। হ ‘-নাঞ্চ অধর্ষণম্’। ৫। হ ‘-কৈব’। ৬। হ ‘রাকসঃ’। ৭। হ ‘লোকঃ শূন্যো ভবি-’।

বাসবস্ত বচঃ শ্রুত্বা সৰ্বলোকপিতামহঃ ।

রাক্ষসং চাহ্বয়ামাস কুম্ভকৰ্ণং দদৰ্শ চ ॥ ২২ ॥

অথার্মো তং সমীক্ষ্যৈব বিস্মিতোহভূৎ প্রজাপতিঃ ।

কুম্ভকৰ্ণং মহাবীৰ্য্যং স্বয়ম্ভুরিদমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥

ধ্রুবাং লোকবিনাশায় পৌলস্ত্যেনাসি নিস্মিতঃ ।

যস্মাৎ ত্বমীদৃশঃ শূরো লোকং হিংসিতুমুদ্যতঃ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ ত্বমদ্য প্রভৃতি মৃতকল্পঃ শয়িষ্যসে ।

ব্রহ্মশাপাভিভূতশ্চ নিপপাত স রাক্ষসঃ ॥ ২৫ ॥

ভ্রাতরং পতিতং দৃষ্ট্বা নিদ্রয়া সমভিগ্নুতম্ ।

ততঃ পরমসম্ভ্রান্তো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥

২৫। লো-টী। ব্রহ্মণশ্চতুমুখস্ত শাপেন তাদৃশবাকোন।

ব্রহ্মা ইন্দ্ৰের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ-রাক্ষসকে আহ্বানপূর্বক দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর স্বয়ম্ভু প্রজাপতি মহাবীর কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিলেন—॥ ২৩ ॥

‘তুমি নিশ্চয়ই পৌলস্ত্যকর্তৃক লোকবিনাশার্থ সৃষ্ট হইয়াছ। যেহেতু তুমি ঈদৃশ বীর হইয়া লোকদিগকে হিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব তুমি আজ হইতে মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিবে’, এইরূপ ব্রহ্মার শাপে সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণ অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

রাবণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নিপতিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—॥ ২৬ ॥

১। হ ‘রক্ষাংস্তাবাহয়ং সত্ত্বঃ’। ২। হ ‘ত’। ৩। হ ‘তথা-’। ৪। হ ‘দৃষ্ট্বা চিরস্ত চৈবৈবনং’। ৫। হ ‘কুরো’। ৬। ক ‘-সি’ , হ অতঃ পরং ‘বং পুরা বৃন্তবান্ নিদ্রায় গোপর্ণে তু তপোবনে’ ইত্যধিকম্।

ন কৃহা কাঞ্চনো বৃক্ষঃ ফলকালে নিপাত্যতে ।

ন নষ্টারং স্বয়ং ন্যায্যং শপ্তুমেবং প্রজাপতে ॥ ২৭ ॥

ন ত্বাৰ্য্যবচনং মিথ্যা স্বপ্ন্যতেষ্য ন সংশয়ঃ ।

কালশ্চ ক্রিয়তামশ্ব স্বপ্নে জাগরণে তথা ॥ ২৮ ॥

রাবণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ম্ভুরিদমব্রবীৎ ।

স্বপ্ন্যতেষ্য হি যথাশানেকাহং জাগরিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

স এষ বীর একাহং ক্ষুধিতো বিচরন্ ভূবি ।

আত্মতুল্যং মহৎ কৰ্ম্ম আহারং চ করিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

ব্যসনশ্চেন তেনাযং কুন্তকর্ণঃ প্রবোধিতঃ ।

ত্বৎপরাক্রমভীতশ্চ রাজা সম্প্রতি রাবণঃ ॥ ৩১ ॥

২৭। লো-টী। ফলকালে ন নিপাত্যতে ইত্যর্থঃ। 'কৃহা তু কাঞ্চন' ইতি পাঠঃ  
কচিৎ।

২৮। লো-টী। স্বপ্নে শয়নে।

'হে পিতামহ, স্বয়ং উৎপন্ন করিয়া চম্পকবৃক্ষকে যেরূপ ছেদন করা  
যায় না, সেইরূপ পৌত্রকেও স্বয়ং অভিষাপ দেওয়া উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

আর্য্যের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না, অতএব এই কুন্তকর্ণ নিশ্চয়ই  
শয়ন করিবে, কিন্তু শয়ন এবং জাগরণের একটা সময় নির্ধারণ করুন' ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মা রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, এই কুন্তকর্ণ ছয়মাস নিদ্রা যাইবে  
এবং একদিন জাগরিত থাকিবে' ॥ ২৯ ॥

সেই এই কুন্তকর্ণ ক্ষুধার্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করত একদিন নিজের  
অনুরূপ মহৎ কৰ্ম্ম এবং আহার করিতে থাকিবে' ॥ ৩০ ॥

আপনার পরাক্রমে ভীত মহারাজ রাবণ বিপন্ন হইয়া সম্প্রতি কুন্তকর্ণকে  
জাগরিত করিয়াছেন' ॥ ৩১ ॥

১২। দেবভামূর্তিপ্রকরণ—(রূপমণ্ডন সহিত) ঢাকা, টিঙ্গনী প্রভৃতি সহ—শ্রীউপেন্দ্রমোহন সাংখ্যাতীর্থ সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত।

মূল্য—৫ টাকা।

১৩। কুমারসম্ভব—মল্লিনাথকৃত ঢাকা, তরতমল্লিক, নারায়ণ ও নাথকৃত ঢাকা-সারভূতটিঙ্গনী, অম্বর, বাচ্যাস্তর, বঙ্গানুবাদ সহ—শ্রীরামধন কাব্য-স্বতীর্থ সম্পাদিত। হিন্দী-ভাষানুবাদাদি সহিত।

মূল্য—১১০ টাকা।

১৪। ছন্দোমঞ্জরী—ঢাকা, বঙ্গানুবাদ, হটীপত্রাদি সহ—শ্রীরামধন ভট্টাচার্য্য, কাব্যাতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—১৮ টাকা।

১৫। সাংখ্যাতত্ত্বকৌমুদী—(সাংখ্যাতত্ত্ববিলাসীসহ উপোদঘাত সহিত) ভূমিকা, টিঙ্গনী প্রভৃতি সহ—শ্রীরমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—১১০ টাকা।

১৬। সামবেদসংহিতা—সায়ণভাষ্য, ইংরাজী অনুবাদাদি সহ—শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য, বিজ্ঞানভূষণ, এম্-এ সম্পাদিত। ৬ট খণ্ড।

পূর্বাদিক। মূল্য—১২১০ টাকা।

মূল সংহিতাপাঠ।

.. মূল্য— ১৮ টাকা।

১৭। গোভিল-গ্রন্থসূত্র—ভট্টনারায়ণকৃত ভাষ্যাদি সহ—শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত।

মূল্য—১২ টাকা।

১৮। ন্যায়দর্শন—বৃত্তি-ভাষ্য-বার্তিক-তাৎপর্য্যঢাকা সহ—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্ক-তীর্থ ও শ্রীতারানাথ স্নায়তর্কতীর্থ সম্পাদিত।

(১—৩ অধ্যায়)। মূল্য—১০ টাকা।

১৯। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি—(পরমহংস পূর্ণানন্দ সরস্বতীকৃত তত্ত্বশাস্ত্র) ঢাকা-টিঙ্গনী সহ—ভুবনমোহন সাংখ্যাতীর্থ ও শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। তিন খণ্ড।

মূল্য—১৪ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড (২০—২৬শ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমাপ্ত)।

মূল্য—২ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড (মুখবন্ধ-পূরণাদি)।

মূল্য—১ টাকা।

২০। রঘুবংশ—মল্লিনাথকৃত ঢাকাদি সহ—শ্রীহেমসুন্দর তর্কতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—৫ টাকা।

হিন্দীভাষানুবাদ।

মূল্য—১০ আনা।

২১। চতুর্ভুজদীপিকা—(মহামহোপাধ্যায় শূলপানিকৃত) ইংরাজী ভূমিকা, অনুবাদ, টিঙ্গনী প্রভৃতি সহ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্-এ, পি-এ'চ্-ডি, কাব্যাতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—৯ টাকা।

২২। ন্যায়পরিশিষ্ট—(উদয়নাচার্য্য-কৃত) বর্দ্ধমান-প্রকাশ, ইংরাজী ভূমিকা প্রভৃতি সহ। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্-এ সম্পাদিত।

মূল্য—৫ টাকা।

২৩। যুক্তি-দীপিকা (সাংখ্যসমুত্তিবিবরণ)—ইংরাজী ভূমিকা, হটী প্রভৃতি সহ। শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী সাংখ্য-ব্যাখ্যকরণতীর্থ, এম্-এ সম্পাদিত।

মূল্য—৫ টাকা।

২৪। নন্দিকেশ্বর-কাশিকা—উপমহাকৃত ঢাকা সহ।

মূল্য—১০ আনা।

তত্ত্বচিন্তামণি—(গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত) ইংরাজী ভূমিকা, অনুবাদ প্রভৃতি সহ।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্-এ সম্পাদিত।

বয়সহ।

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড্ পাবলিশিং হাউস্, লিমিটেড্,

হেড্ অফিস্—৪বি, কাউলিন্ হাউস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।





